ছত্রপতি

(শিবাজী)

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

১৩১৪ সাল, ৩২শে শ্রাবণ, শনিবার,

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

একমাত্র বিক্রেতা—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১৫।

কলিকাতা,

শ্যামবাজার, ৭ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,

কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

প্রিন্টার—শ্রীশ্রীমন্ত রায় চৌধুরী।

১৩১৫।

প্রবলপ্রতাপ মোগল ও সমৃদ্ধিশালী বিজাপুর—এই উভয় বল

ক[illegible] কিরূপে মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতা সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই

দর্শন এই নাটকের উদ্দেশ্য। সহৃদয় পাঠকবৃন্দের চক্ষে এ

কর যতই দোষ লক্ষিত হোক না কেন, যদ্যপি আমি মহারাষ্ট্রীয়

[illegible]ধন ও তাহার সাফল্য বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, আপনাকে

[illegible]গ্যবান্ জ্ঞান করিব।

নাটকখানি বৃহৎ হইয়াছে, তাহার কারণ—আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে এই বৃহৎ ব্যাপার অঙ্কিত করা ক্ষুদ্র কলেবর নাটকে সম্ভবপর নয়। অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত, ইহার অনেক স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলাম এবং অভিনয়েও সেইরূপ হইয়াছে। কিন্তু পাঠকের নিকট ঐতিহাসিক ঘটনা পরিস্ফুট করিবার মানসে অভিনয়ে পরিত্যক্ত দৃশ্যগুলিও * তারা চিহ্নিত করিয়া পুস্তকে [illegible]করা হইল।

[illegible]ম আমার ঐতিহাসিক নাটক রচনায়, এসিয়াটিক সোসাইটীর [illegible] লাইব্রেরিয়ান, সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যেরূপ বারবার ঋণী, এবারও সেইরূপ। তাঁহার অনুগ্রহে [illegible]া সংক্রান্ত অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাইয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত [illegible]ত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের "ছত্রপতি শিবাজী" গ্রন্থেও অনেক [illegible]হায্য লাভ হইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা [illegible]ার করিতেছি।

[illegible]াগবাজার, কলিকাতা
১৫ই ভাদ্র, ১৩১৪ সাল

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

চরিত্র।

১। মহারাষ্ট্রপক্ষীয় পুরুষগণ।

শিবাজী (ছত্রপতি)	বিজাপুর-জাইগিরদার শাহাজীর পুত্র (পরে মহারাষ্ট্র-রাজ্যাধিপতি
দাদোজী কোণ্ডদেব ...	শিবাজীর শিক্ষাগুরু।
রামদাস স্বামী ...	শিবাজীর দীক্ষাগুরু।
শম্ভাজী	শিবাজীর পুত্র।
মোরোপন্ত ...	শিবাজীর মন্ত্রী।
গঙ্গাজী ...	স্বদেশভক্ত ব্রাহ্মণ।
তানাজী সুরেরাও বাজীফসলকর যেসূজীকঙ্ক	শিবাজীর বাল্যসহচর।
আবাজী নীলোপন্ত হীরোজী সূর্য্যাজী কাওজী জিউমহালা	শিবাজীর সেনানায়কগণ।

রাওভাও সিংহ, পূজারী, রাজকর্ম্মচারী, মাওলীসৈন্যগণ, নাগরিকগণ, পারিষদগণ, রামদাস স্বামীর শিষ্যগণ, দূতগণ ইত্যাদি।

২। বিজাপুরপক্ষীয় পুরুষগণ।-

খোবান খাঁ	বিজাপুরের মন্ত্রী।
আফজল খাঁ	বিজাপুরের সেনাপতি।
ফিরঙ্গোজী	চাকন দুর্গাধিপতি।
শম্ভাজী মোহিতে	সুপা প্রদেশাধিপতি (শিবাজীর বিমাতৃ-ভ্রাতা)।
মল্লিকজী	হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমান।
মুল্লানা আহম্মদ	কল্যাণ দুর্গাধিপতি।
কৃষ্ণাজীপন্ত	আফজল খাঁর দূত।
গোপীনাথপন্ত গোবিন্দপন্ত সৈয়দবণ্ড	আফজল খাঁর পার্শ্বচরগণ।

বেগমপুত্র, ওমরাওগণ, হাবিলদার, মুসলমান-সৈন্যগণ ইত্যাদি।

৩। মোগলপক্ষীয় পুরুষগণ।

আওরঙ্গজেব	দিল্লীর সম্রাট।
মাযাজেম	ঐ পুত্র।
জাফর খাঁ	ঐ মন্ত্রী।
দিলির খাঁ সায়েস্তা খাঁ জয়সিংহ	ঐ সেনাপতি।
রামসিংহ	জয়সিংহের পুত্র।
আবুল ফতে খাঁ	সায়েস্তা খাঁর পুত্র।

পোলাদ খাঁ	দিল্লীর কোতোয়াল।
উদয়ভানু	মোগল-অধিকৃত সিংহগড় দুর্গের রক্ষক

জমাদার, হাবিলদার, দিল্লীর দূত, ওমরাওগণ, প্রহরীগণ,
দূতগণ, মোগল-সৈন্যগণ ইত্যাদি।

৪। অন্যান্য পুরুষগণ।

মুসলমান সৈনিক, ইংরাজ, দিল্লী-গোলকোণ্ডা-বিজাপুর-কর্ণাট
ও জিঞ্জিরার রাজ-প্রতিনিধিগণ, ওলন্দাজ-পর্ত্তুগিজ
ও ইংরাজ বণিক-প্রতিনিধিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

জিজাবাই	...	শিবাজীর মাতা।	
সইবাই	...	ঐ	জ্যেষ্ঠা মহিষী।
পুতলাবাই	... ...	ঐ	কনিষ্ঠা মহিষী।
লক্ষ্মীবাই	...	তানাজীর পত্নী।	

বিজাপুর-বেগম, মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূ, সায়েস্তা খাঁর বেগমগণ,
পরিচারিকা, বাঁদীদ্বয়, মহারাষ্ট্র-নারীগণ, নাগরিকাগণ,
নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

গিরিশ-গীতাবলী।

পরিবর্দ্ধিত ছয় শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; দ্বিতীয় সংস্করণ।

নাট্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট এবং বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গীতরচয়িতা কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জীবনীসহ তদ্‌বিরচিত যাবতীয় গীতসংগ্রহ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ইহাতে নাট্যাচার্য্যের স্বরচিত নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন প্রভৃতি ৭৬ খানি গ্রন্থের সর্ব্বজন সমাদৃত গীতাবলী, তৎকর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত মেঘনাদবধ, সীতারাম, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও মাধবী-কঙ্কণের সমুদয় গীত; ঘোর-বিকার, বহুৎ আচ্ছা, হামির, সধবার একাদশী ও শর্ম্মিষ্ঠা নাটকাদিতে গিরিশ বাবু কর্ত্তৃক নূতন সংযোজিত সঙ্গীত এবং তাঁহার এ পর্য্যন্ত উমা-সঙ্গীত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ গীতি, যাত্রা, পাঁচালী, হাফ্ আকৃড়াই, সোণার বাংলা প্রভৃতি নানাবিষয়ক বহুসংখ্যক দুষ্প্রাপ্য গীত সংগৃহীত হইয়া সুরতাল সংযোগে সুশৃঙ্খলা সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পুস্তকের শেষভাগে গিরিশবাবুর জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, নাট্যাচার্য্যের অদ্ভুত জীবনী সাধারণে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এতৎপাঠে গিরিশবাবুর জীবন-বৃত্তান্ত অবগতির সহিত বঙ্গ-নাট্যশালার উৎপত্তি ও তাহার বিস্তৃতি সুন্দররূপে জ্ঞাত হইবেন। ন্যাসান্যাল, বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাসান্যাল, ষ্টার, এমারেল্ড ও মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটার কিরূপে হইল, সে রহস্য ইহাতে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গিরিশবাবুর অদ্ভুত জীবনী এবং বঙ্গ-নাট্যশালার রহস্যপূর্ণ ইতিহাস বিশেষ পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় গ্রন্থখানি সুবৃহৎ হইয়াছে। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধাই ১৲ এক টাকা এবং সাধারণ বাঁধাই ৷৷৹ বার আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুনা— শিবাজীর অন্তঃপুর-সংলগ্ন বহির্বাটী।

দাদোজী কোণ্ডদেব ও শিবাজী

দাদোজী। তোমার পিতা পত্র লিখেছেন, যে তুমি অতি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ। সেই নিমিত্ত তাঁকে বিজাপুর দরবারে অপ্রতিভ হ'তে হয়েছে।

শিবাজী। দেব, কি কার্য্য আজ্ঞা করুন। আমার জ্ঞানকৃত এমন কোন কার্য্য হয় নি, যাতে পিতৃদেবকে অপ্রতিভ হ'তে হয়।

দাদোজী। বৎস, বিজাপুর দরবারে প্রকাশ যে, তোমার মাওলী সহচরগণ অনেক স্থানে দস্যুবৃত্তি দ্বারা তোমাকে অর্থ এনে দিয়েছে; তাদের সাহায্যে তুমি তোরণা দুর্গ অধিকার করেছ. সেই দুর্গ সংস্কার করেছ, একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেছ; তার নাম রায়গড় দিয়েছ। তোমার পিতার জাইগির বিজাপুরের সুলতানের অধীন; তিনি স্বয়ং সুলতানের কর্ম্মচারী। এরূপ অবস্থায় তোমার কার্য্যকলাপ কিরূপ সঙ্গত ব'লে প্রতিপন্ন করো?

শিবাজী। দেব, আমরা অধীন সত্য ; কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। আমি সেই আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করেছি মাত্র।

দাদোজী। প্রজারক্ষার ভার রাজার।

শিবাজী। কিন্তু রাজা ত সে ভার গ্রহণ করেন নাই। দুর্ব্বলপালন রাজার কার্য্য ; কিন্তু চতুর্দ্দিকে দুর্ব্বল পীড়নই দেখ্‌তে পাই। গুরুদেব, ইতিপূর্ব্বে চরণে নিবেদন করেছিলেম, যে পিতৃদেবের আদেশ অনুসারে, কেবল পিতৃ-আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হ'য়ে সুলতান-সভায় গমন করি, সেই দিন হ'তে ভবানীর কৃপায় আমার চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। সুলতান-সভায় দেখ্‌লেম, হিন্দুর হিন্দু-পরিচ্ছদ নাই, হিন্দু-অভিবাদন নাই, হিন্দুর হিন্দু-ভাবে সদালাপ নাই, বিজাতীয় আদর্শে সকলেই প্রায় বিজাতীয় ভাবাপন্ন। বিজাপুর হ'তে যে সময় মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন করি, পথে যা দৃশ্য দেখ্‌লেম, সে আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হ'য়ে আছে। দেখ্‌লেম—দেবমন্দির ভগ্ন, গোহত্যায় পৃথিবী কলুষিত, অনাচার, স্বধর্ম্মী-পীড়ন, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা নাই, বর্ণাশ্রম লুপ্তপ্রায়, তবে গুরুদেব, রাজা রক্ষক কিরূপ আজ্ঞা কচ্চেন ?

দাদোজী। বৎস, তুমি বালক, তুমি যে ভাবের বশবর্ত্তী হয়েছ, তাতে সম্পূর্ণ বিপদ আহ্বান ক'চ্চো। শত্রুরা তোমায় বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ব'লে রাজসভায় প্রতিপন্ন করবে। রাজকোপে ভীষণ অমঙ্গলের আশঙ্কা।

শিবাজী। গুরুদেব, অধিক অমঙ্গলের আশঙ্কা কি ? ধর্ম্ম নষ্ট, কর্ম্ম নষ্ট, আচার নষ্ট, অমঙ্গলের আর বাকী কি ? এই তুচ্ছ প্রাণ ! দাস আপনার চরণ-কৃপায়, আপনার তেজপূর্ণ উপদেশে, মাতার

মুখে পুরাণ শ্রবণে, তুচ্ছ প্রাণকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করে। লেখনী-চালনা পরিবর্ত্তে অস্ত্রচালনা শিক্ষা দান করেছেন; অশ্বসঞ্চালন, লক্ষ্যভেদ, বিপদ ও মৃত্যু উপেক্ষা করতে দিন দিন শিক্ষা দিয়েছেন। প্রভু, এই সকল বিদ্যালাভ ক'রে কি জড়ের ন্যায় অবস্থান করবো? মাতৃভূমি পীড়ন, ধর্ম্ম পীড়ন, বিত্তাপহরণ,—কাপুরুষের ন্যায় সহ্য করবো? জননী ভবানী-আরাধনা ক'রে পুত্র-বর প্রার্থনা ক'রেছিলেন কি বৃথা? ভবানী-বাক্য কি বৃথা? শিক্ষা, দীক্ষা সকলই কি বৃথা? তা'হলে এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন ধারণে তিলমাত্র ফল দেখি না। দেশের অবস্থা দেখুন; সম্রাটের সহিত বিজাপুরের বিরোধ, উভয় পক্ষীয় মুসলমান সৈন্য সজ্জিত, কবে কোন্ সৈন্য লুণ্ঠন আশায় মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করবে; তখন কিরূপে আত্মরক্ষা করবো? পরিবারবর্গকে কিরূপে রক্ষা করবো? কিরূপে আশ্রিত দীন কুটীরবাসিগণকে রক্ষা করবো?

দাদোজী। তোমার কি রাজবিরুদ্ধাচরণ করা কল্পনা? যে আশঙ্কা কচ্চো, যদি সত্যই বিরোধী সৈন্য মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করে, তুমি একাকী কিরূপে সেই সজ্জিত সৈন্য প্রতিরোধ করবে?

শিবাজী। আমি একা, এরূপ আজ্ঞা কি নিমিত্ত কচ্চেন? ঐ যে দীন হীন, নগ্নদেহ মাওলীগণ,—আপনার শিক্ষিত বিদ্যায় তা'দের অস্ত্র শিক্ষা দানে দাস সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে। তারা সম্পূর্ণ যুদ্ধ-নিয়মাধীন, ভবানীর কৃপায় সকলে জননী জন্মভূমি-বৎসল, অস্ত্রধারী সৈন্যের সম্মুখীন হ'তে সম্পূর্ণ পারদর্শী। পর্ব্বত-প্রদেশে, মোগল বা পাঠান বিরুদ্ধে দুর্গ রক্ষা করতে পশ্চাদ্‌পদ হবে না। তারা জন্মভূমির দুঃখে কাতর, তারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য কাতর, বিধর্ম্মীর অধীনতায় অসহিষ্ণু, তারা প্রাণের মমতাশূন্য। যদি মাতৃভূমির স্বাধীনতা

রক্ষার উদ্যম, মনুষ্য-জীবনে কর্ত্তব্য হয়, সেই কর্ত্তব্য-সাধনের সুযোগ উপস্থিত। মুসলমানেরা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত; বাদসা দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য কৃত-সংকল্প; এ সময় বিজাপুর আত্মরক্ষায় বিব্রত থাক্‌বে, এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অবস্থা লক্ষ্য কর্‌বে না। এ অবস্থায় যদি আত্মোন্নতি সাধন করতে না পারি, তা'হলে আর সহস্র বৎসরে উন্নতির আশা থাক্‌বে না। স্বাধীনতা-অর্জ্জন কিম্বা জীবন-বিসর্জ্জন—এই আমার সংকল্প; অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি; পশ্চাদ্‌পদ হ'তে আজ্ঞা কর্‌বেন না।

দাদোজী। বৎস, তুমি ধন্য, তোমার সাধু সংকল্প ধন্য! তুমি ভবানীর প্রকৃত বরপুত্র আমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে। তুমি পদে পদে জয়যুক্ত হও, ভবানীর নিকট বৃদ্ধের এই প্রার্থনা!

(জিজাবাইএর প্রবেশ)

(শিবাজীর প্রণাম করণ)

জিজা। রাজ্যেশ্বর হও।

শিবাজী। মা, দেবদেব মহাদেবের রাজ্য, সেই রাজ্যরক্ষণ-ভার তিনি তোমার পুত্রকে অর্পণ করেছেন। গুরুদেবের কৃপায়, তোমার শ্রীচরণপ্রসাদাৎ দাস দেবকার্য্য উদ্ধার করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হবে।

দাদোজী। শুভে, শাহাজীর পত্রপাঠে ত শিবা ক্ষান্ত হয় নাই. শিবা আপনার ত্রুটি স্বীকার করে না; বলে, আমি সঙ্গত কার্য্যই ক'চ্চি। এখন বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে, এখন ত আমার শাসনাধীন নয়; আপনি যদি শিবাকে বোঝাতে পারেন—দেখুন।

জিজা। ব্রাহ্মণ, আমি শিবাকে কি বোঝাবো? ভবানীর কৃপায় শিবাকে জঠরে ধরেছি—এই মাত্র। শিবা ভবানীর পুত্র, ভবানীর

আদেশ পালন কর্‌বার জন্য আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে ব্রাহ্মণ, আপনি বৃহস্পতির ন্যায় বিচক্ষণ, শ্রেয়ঃ উপদেশ আপনি প্রদান করুন, সে ভার আমার উপর কেন অর্পণ ক'চ্চেন?

দাদোজী। মা, আমি শিব্বার উপদেষ্টা কি শিব্বা আমার উপদেষ্টা—আজ আমি বুঝ্‌তে অক্ষম। বালক বয়সে আমার একটী সুখস্বপ্ন ছিল, বয়সে সে স্বপ্ন বিস্মৃত হয়েছিলেম, আজ মা তোমার শিব্বা সেই সুখস্বপ্ন পুনর্জ্জাগরিত করেছে। আজ আমার মনে হচ্চে, আমি স্বাধীন, আমি চতুর্ব্বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমি শিব্বার উপদেষ্টা, আমি ধন্য!—আমার জন্ম ধন্য!—আমার কর্ম্ম ধন্য!—শিব্বার কল্যাণে, আমার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল! হরগৌরীর প্রসাদে তোমার শিব্বা মহারাষ্ট্রে সনাতন ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন কর্‌বে। শিব্বা—শিব্বা—বাবা, এ বৃদ্ধ বয়সে আমার জীবনের সাধ হ'চ্চে, আমার আক্ষেপ হ'চ্চে, আমার দিন সংক্ষেপ, আমি তোমায় ছত্রপতি দর্শন ক'রে দেহত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না; কিন্তু আমি মানসনেত্রে দেখ্‌ছি, তুমি ছত্রপতি। ধর্ম্ম তোমার চিরসহায় হোন।

(কম্পমান)

শিবাজী। প্রভু—প্রভু, প্রকৃতিস্থ হোন।

দাদোজী। বাবা, আমি প্রকৃতিস্থ; তোমার কল্যাণে আমি অচিরে শিবলোকে গমন কর্‌বো; এই বৃদ্ধের মৃত্যুশয্যায় তোমরা মাতা-পুত্রে উপস্থিত থেকো। (জিজাবাইএর প্রতি) মা, তুমি বীর-মাতা, বিপদ-তরঙ্গে তোমার শিব্বা ঝম্প প্রদান করেছে, সে তরঙ্গ দেখে কখন নিরুৎসাহ হয়ো না, পুত্রকে নিরুৎসাহ করো না।

জিজা। ব্রাহ্মণ, আপনার শরীর অসুস্থ বোধ হ'চ্চে, এখন আর গৃহে

প্রত্যাগমন কর্‌বেন না, আজ আমার আবাসে অতিথি হোন। শিবা আপনার প্রসাদ পাবে।

দাদোজী। মা, আমি অসুস্থ নই. আমি আনন্দে পরিপূর্ণ। আমার সৌভাগ্য, তাই এই সংসারে কার্য্যভাব প্রাপ্ত হয়েছি। গৃহেই আহার করি, আর এখানেই আহার করি, সে শাহাজীর অন্ন।

জিজা। ঠাকুর, আসুন, বিশ্রাম কর্‌বেন। আপনার শুশ্রূষা ক'রে আমি কৃতার্থ হবো।

দাদোজী। মা, তুমি অন্নদাত্রী মাতৃস্বরূপা, তবে ব্রাহ্মণ বলে যা সম্মান করো।

[দাদোজী ও জিজাবাইএর প্রস্থান।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, গুরুদেব, যে দিন আমার বালক-হস্তে লেখনী পরিবর্ত্তে অস্ত্র প্রদান করেছিলে, সেই দিনই তোমার মনোভাব অবগত হয়েছিলেম। তোমার শিক্ষায় আমার চরিত্র গঠিত, তোমার শিক্ষায় আমার চক্ষু উন্মীলিত, জন্মভূমির হীনাবস্থা তোমার শিক্ষায় আমার হৃদয়ে অঙ্কিত, তোমার শিক্ষায় আমি স্বাধীনতাপ্রিয়, তোমার শিক্ষায় আমি জন্মভূমির উদ্ধারে কৃত-সংকল্প; তোমার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হবো নিশ্চয়। বিপদ-সাগরে ঝম্পপ্রদান করেছি সে তোমারই আদেশ। মা ভবানী আমার কাণ্ডারী, নির্ব্বিঘ্নে কূলে নিয়ে যাবেন সন্দেহ নাই।

(তানাজী, সুরেরাও, বাজী ফসলকর ও যেসজী কঙ্কের প্রবেশ)

ভাই, আমরা একত্রে বাল্যক্রীড়া করেছি, যৌবনক্রীড়া আরম্ভ হয়েছে, সে ক্রীড়া মৃত্যুতে শেষ হবে, অতি দুষ্কর ক্রীড়া, এ ক্রীড়ায় জীবন—পণ, ফল—মনুষ্যত্ব, অর্জ্জন—স্বাধীনতা।

তানাজী। শিবা, তুমি বন্ধু ব'লে সম্মান করো, ক্রীড়ার সাথী ব'লে আদর করো; কিন্তু আমরা তোমার শিষ্য, তোমার দাস, তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র; যেরূপে আমাদের চালনা করবে, সেইরূপে চালিত হবো। আমরা অসভ্য দীনহীন মাওলী; তুমি বীর ব'লে সম্বোধন ক'রে, আমাদের হৃদয় বীরভাবে পরিপূর্ণ করেছ। তোমার কার্য্যে যদি জীবনদান করতে পারি, এ হ'তে উচ্চ আশা আমাদের আর নাই।

যেসূজী। তানাজী যা ব'ল্লে, আমরা পরস্পর সেই কথাই বলতে আস্‌ছিলেম, আজ কোন দুষ্কর কার্য্যভার প্রদান করো, এই প্রার্থনা। চাকন দুর্গ অধিকার করা তোমার অভিপ্রায়: আজ্ঞা করো, আজই দুর্গ আক্রমণ করি।

শিবাজী। আক্রমণ করা আমার অভিপ্রায় নয়। তোমরা অনেক দুর্গ আক্রমণ করবে; কিন্তু সে সকল মহারাষ্ট্র-রক্ষিত দুর্গ নয়, মুসলমান-রক্ষিত দুর্গ। মহারাষ্ট্র-অঙ্গে আমাদের অস্ত্র আঘাত করবে না, তারা স্বদেশী, আমাদের ন্যায় পরপীড়িত, অনেক মহারাষ্ট্র বীরেরই এইরূপ অবস্থা। যদি তাঁরা একবার বুঝ্‌তে পারেন, যে, স্বাধীনতার সময় উপস্থিত, যদি তাঁরা বুঝ্‌তে পারেন, যে মহারাষ্ট্রেরা একত্র হ'লে ভারতবিজয় করতে সক্ষম, যদি তাঁদের হৃদয়ে ধারণা হয় যে পরস্পর স্বার্থ পরিত্যাগ ক'রে একতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'লে মহারাষ্ট্রে আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত হবে, দেবালয় ভগ্ন, গোহত্যায় পুণ্যস্থান কলুষিত হওয়া নিবারণ হবে, বিধর্ম্মী দূরীকৃত হ'য়ে মহারাষ্ট্র-বীর্য্যবলে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অনায়াসে সাধিত হবে, তাহ'লে আমাদের ন্যায় তাঁরাও মাতৃভূমির কার্য্যে প্রাণপণ করবেন নিশ্চয়। এই মহাকার্য্য সাধন করা, এই একতা সংস্থাপন করা আমাদের

উপস্থিত কার্য্য। আমরা অস্ত্র চালনে অক্ষম নই, তা আমরা বারবার প্রমাণ করেছি। কিন্তু যে আমরা ভ্রাতৃবৎসল, এই মহারাষ্ট্র প্রদেশে অতি হীনব্যক্তিও যে আমাদের সহোদরের ন্যায় প্রিয়, আমরা যে পরস্পর বিদ্বেষশূন্য, জগতে তা প্রচার কর্‌বো।

তানাজী। মহারাজ, চাকন দুর্গ ত মুসলমান-রক্ষিত?

শিবাজী। চাকন দুর্গ আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু অতি সুদৃঢ় দুর্গ, বহু সেনায় রক্ষিত। বিফল প্রয়াসে আমাদের ক্ষুদ্র বল ক্ষয় করা উচিত নয়। চাকন আক্রমণ কতদূর যুক্তিসঙ্গত, আমি স্থির করতে পাচ্চিনে।

তানাজী। মহারাজ যখন প্রথম তোরনা দুর্গ অধিকারে প্রয়াস পান, আমাদের সেনাবল, এ অপেক্ষা শত অংশে ন্যূন ছিল, আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত কি না, এরূপ যখন আমরা বন্ধুচতুষ্টয়ে তর্ক-বিতর্ক করি, মহারাজ উৎসাহ বাক্যে ব'লেছিলেন, মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা স্থাপনোদ্যমে আমাদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। যদিচ আমরা অল্পসংখ্যক, জনে জনে একাকী দুর্গাধিকারে কৃতসংকল্প হ'লে তবে উদ্যম সফল হবে। মহারাজের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, তদবধি পরাজয় আশঙ্কা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। মহারাজ আজ্ঞা কচ্চেন, দুর্গ দৃঢ়; আপনার অনুচরও দৃঢ় হস্তে তরবারি ধারণ করে, পরাজয় সম্ভব, স্বপ্নেও তার মনে স্থান পায় না। চাকন যখন আমাদের আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন, সে দুর্গ যত দিন অধিকার না হয়, তত দিন ত মহারাজ বলেন, আমরা বিজাপুরের আক্রমণ হ'তে নিরাপদ নই। এ অনুচর যদি কার্য্যোদ্ধারে অক্ষম হয়, মহারাজের বহু সৈন্য বিনাশ হবে না, দাসের দেহরক্ষক মাওলী দ্বারা চাকন অধিকৃত হবে, আমার হৃদয় বারবার উত্তেজনা কচ্চে। প্রার্থনা, উদ্যম ভঙ্গ না হয়।

শিবাজী। যাও বীর, বীরকীর্ত্তি স্থাপন করো। অবশ্যই চাকন আমাদের অধিকৃত হবে।

তানাজী। মহারাজ, জয় সংবাদ ল'যে শীঘ্রই রাজসমীপে উপস্থিত হবো।

[প্রস্থান।

(গঙ্গাজীর প্রবেশ)

যেস্‌জী। কে তুমি ?

গঙ্গাজী। আমি এই মহারাজ শিবাজীর দূত।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, আমি মহারাজ নই, আর তোমার সহিত যে আমি পরিচিত, এও আমার স্মরণ হয় না।

গঙ্গাজী। তুমিই মহারাজ, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করো। আর পরিচয় নাই থাক্‌লো, এই আমার মত অনেককেই নিয়ে তোমার কাজ।

শিবাজী। কি কার্য্য ?

গঙ্গাজী। অনেক কাজ। প্রথম—ঘাটে মাঠে বাজারে সকলকে বলা, যে তোম্‌রা মহারাষ্ট্র, তোম্‌রা হিন্দু, তোম্‌রা বীর, তোমার মাতৃভূমি দলিত, ধর্ম্ম পীড়িত, চক্ষু উন্মীলন ক'রে দেখো ; বীরের ন্যায় মাতৃকার্য্য সাধন করো।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, কে তুমি ?

গঙ্গাজী। শোনো—শোনো আগে, আগে কার্য্যের তালিকা দিই। পথঘাট সব জানো কি ? কোন্ পথে রাত্রে কোন্ দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে হয়, সে পথ কে দেখাবে ? এই ধেড়ে ধেড়ে আকাঁড়া জোয়ান অস্ত্রধারী সন্ধান নিতে গেলে, বেঁধে দুর্গে চালান দেবে। তারপর আজ না হয় কাল মুসলমান শত্রু আস্‌বেই আস্‌বে ; তারা কোন্

পথে কিরূপ ভাবে আস্‌ছে, তার সন্ধানসুলুক এনে কে দেবে? এই আমার মতন যার হাড়ে লক্ষ্মী নেই—সেই।

শিবাজী। উপস্থিত কি দৌত্যকার্য্য করেছ?

গঙ্গাজী। এই এখনি জান্‌তে পার্‌বে, আমি স'রে যাই।

[প্রস্থান।

(ফিরঙ্গোজীর প্রবেশ)

শিবাজী। আপ্‌নি কে?

ফিরঙ্গোজী। আমি চাকন দুর্গাধিপতি ফিরঙ্গোজীর দূত। বোধ হয়, আপনিই মহাত্মা শিবাজী।

শিবাজী। আমি মহাত্মাগণের দাস, আমার নাম শিবা।

ফিরঙ্গোজী। নমস্কার।

শিবাজী। নমস্কার।

ফিরঙ্গোজী। ফিরঙ্গোজী সংবাদ পেয়েছেন, যে আপনি চাকন দুর্গ অধিকার কর্‌বার সংকল্প করেছেন, সেই নিমিত্ত ফিরঙ্গোজী আপনাকে কয়েকটী প্রশ্ন কর্‌তে আদেশ দিয়েছেন। অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন। ফিরঙ্গোজীর প্রথম প্রশ্ন—আপনার এই উন্মত্ততা কেন? দুর্গ বিজাপুর অধিপতি আদিলসার, ফিরঙ্গোজী রক্ষক মাত্র। ধরুন তাঁকে পরাজয় ক'রে দুর্গ অধিকার কর্‌লেন, কিন্তু সে অধিকার আপনার ক'দিন থাক্‌বে? সুলতান-বিরুদ্ধাচরণে যে ভবিষ্যতে কি ভয়ঙ্কর ফল, তা কি একবারও বিবেচনা করেন নাই? এ কার্য্যে আপনার লাভ কি? আপনি একজন প্রধান জাইগিরদারের পুত্র। রাজকোপে আপনার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হবে। আপনি কি আপনাকে এতদূর বলবান্‌ বিবেচনা করেন, যে আদিলসার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে আপনি নিরাপদ হবেন? আপনি

স্বাধীনতা-স্বপ্নে বিভোর আছেন, কিন্তু একবার কি চিন্তা করেন না, যে, সে স্বপ্ন মাত্র, বিপক্ষ-তোপধ্বনিতে তা ভঙ্গ হবে? মহারাষ্ট্র স্বাধীন হবে, এরূপ কুস্বপ্ন কিরূপে উদয় হলো?

শিবাজী। দূতবর, আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তর আমি প্রথম প্রদান করি, তা'হলে সমস্ত প্রশ্নেরই একরূপ উত্তর হবে। এ আমার স্বপ্ন নয়,—সত্য। মহারাষ্ট্র আজই স্বাধীন হয়, কেবল এক বাধা, পরস্পর হীন স্বার্থাধীন। হীন স্বার্থে মহারাষ্ট্র পরাধীন; জাইগির-দার পরস্পর বিরোধী,—এই হেতুই পরাধীন। যদি নিজ স্বার্থ উপেক্ষা ক'রে সকলে একবার সাধারণ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করেন, তা'হলে অদ্যই মহারাষ্ট্র স্বাধীন। দূতবর, আমি তর্কের ছলে স্বীকার ক'চ্চি, যে স্বাধীনতা আমার স্বপ্ন মাত্র; রাজকোপে আমার সর্ব্বনাশ হবে; কিন্তু আমি সুখস্বপ্নে বিভোর আছি। ফিরঙ্গোজী কি সুখে আছেন? যে দুর্গের তিনি অধিকারী, আজ যদি সেই দুর্গে কোনও সুলতানের মুসলমান কর্ম্মচারী এসে গো-হত্যা করে, যে গৃহে তিনি ইষ্ট পূজা করেন, সেই স্থান কলুষিত করে, ভূতের উপাসক ব'লে যদি তাঁরে সম্বোধন করে, তা'হলে তাঁর কর্ত্তব্য কি হবে? তিনি কি সেই কর্ম্মচারীকে সেলাম প্রদান ক'রে, এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য কর্ব্বেন? হয়তো রাজপ্রসাদ লাভে আরো উচ্চ পদ পাবেন, সেই পদের কি তিনি আকাঙ্ক্ষী? হয়তো তিনি উত্তর কর্‌বেন যে, না,—আদিলসা এরূপ কর্‌বেন না; তিনি হিন্দুর সম্মান রাখেন, অনেক দেব-মন্দিরে বৃত্তি দেন, তাঁর আশ্রয়ে অনেক হিন্দু প্রতিপালিত। কিন্তু আমি যে চিত্র প্রদান কর্‌লেম, এরূপ গো হত্যা, ধর্ম্মগ্লানি, পবিত্র স্থান কলুষিত ভারতবর্ষে কি বিরল? তিনি একটী দুর্গাধিকারী হ'য়ে একবার ইষ্টনাম জপ ক'রে, আপনাকে

হিন্দু ব'লে পরিচয় দিতে কি লজ্জিত হন না? তাঁকে বল্‌বেন যে, ধর্ম্মের অবমাননা সহ্য ক'রে, মাতৃভূমির পীড়ন সহ্য ক'রে উন্নতি লাভ অপেক্ষা, মাতৃভূমির নিমিত্ত উত্থিত হ'য়ে সর্ব্বনাশ ও জীবন-নাশ শতগুণে শ্রেয়ঃ।

ফিরঙ্গোজী। মহাত্মন্, আমিই সেই অধম ফিরঙ্গোজী! আপনার চরণে আমার এই তরবারির সহিত আমার দুর্গাধিকার অর্পণ কর্‌লেম। আসুন, দুর্গ অধিকার কর্‌বেন।

শিবাজী। (ফিরঙ্গোজীকে আলিঙ্গন করিয়া) ফিরঙ্গোজী, দুর্গাধিকার অপেক্ষা তোমার বন্ধুতা লাভ আমার শতগুণে আনন্দপ্রদ। দুর্গের অধিকারী তুমিই থাকো, মহারাষ্ট্র-শত্রুবিরুদ্ধে দুর্গ রক্ষা ক'রো। সেই কার্য্যে তোমার বীরবাহু সম্পূর্ণ সক্ষম। দুর্গরক্ষা-উপযোগী যে সকল সামগ্রী প্রয়োজন, তুমি আমার নিকট হ'তে গ্রহণ ক'রো।

ফিরঙ্গোজী। মহাত্মন্, এ সম্মান আমার অদৃষ্টে ছিলো, আমি স্বপ্নেও তা অনুমান করি নাই।

(গঙ্গাজীর পুনঃপ্রবেশ)

গঙ্গাজী। কেমন মহারাজ! এখন আমায় দূত ব'লে চিন্‌লে ত?

ফিরঙ্গোজী। ব্রাহ্মণ, প্রণাম। (শিবাজীর প্রতি) মহাশয়, এই ব্রাহ্মণের উত্তেজনাপূর্ণ কথকতায় আমার স্বার্থপূর্ণ কঠিন হৃদয়েও স্বদেশপ্রেম অঙ্কুরিত হয়েছে। আমি এঁর নিকটই আপনার স্বদেশ-ভক্তির পরিচয় পাই। আমি পরীক্ষা করতে স্বয়ং এসেছিলেম, এক্ষণে আপনার ক্রীতদাস আপনার নিকট স্বদেশ-প্রেম প্রার্থী।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, কে তুমি? কোন্ মহাত্মা দীনবেশে এই উচ্চকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছ?

গঙ্গাজী। মহারাজ, আমি মহাত্মা টহাত্মা নই, আমি একখানা কয়লা, খামকা এক জ্বলন্ত আগুণে প'ড়ে আঙরা হ'য়ে গিছি। আমার মত আরও আঙরা চারদিকে ছুটেছে। মহারাজ, কি রামদাস স্বামীর নাম শোনেন নাই? শত শত নরনারী তাঁর উত্তেজনায় মহারাষ্ট্র প্রদেশে ঘরে ঘরে মাতৃপূজার কথা প্রচার ক'চ্চে।

শিবাজী। ঠাকুর, সেই মহাপুরুষের দর্শন কোথায় পাওয়া যায়?

গঙ্গাজী। তাঁরে খুজ্‌তে হবে না, তিনিই মহারাজকে খুঁজে নেবেন। মহারাজই সেই মহাপুরুষের প্রকৃত শিষ্য; তবে আমরা ফক্কড়, ফক্কড়ি ক'রে বেড়াই, আমি যাই মহারাজের তো অনেক কাজ রয়েছে।

শিবাজী। কোথায় যাবে?

গঙ্গাজী। ভাবছি, সুপাপ্রদেশে আপনার মাতুলের কাছে। আপনার বিমাতার ভ্রাতা শম্ভাজীর নিকট, মহারাজের দোলের পার্ব্বণীর কথা পাড়্‌বো। মহারাজও পার্ব্বণী নেবার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকুন।

[প্রস্থান।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ ইঙ্গিতে সুপাপ্রদেশ অধিকার করবার জন্য উত্তেজন কর্‌লে। সে প্রদেশ আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। ভাই, আমার সম্পূর্ণ আশা হচ্চে আমরা কৃতকার্য্য হবো; মারুতির অবতার রামদাস স্বামী আমাদের সহায়, আমাদের চিন্তার কারণ নাই। তবে আর কেন প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করি, বিজাপুর দরবারকে আর আমাদের ভয় কি? আত্মরক্ষার নিমিত্ত যতগুলি দুর্গ করগত করা সম্ভব, এসো আমরা জনে জনে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—o—

শিবাজীর অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যানস্থকুঞ্জ।

(ফুলের সাজি হস্তে গাহিতে গাহিতে পুতলার প্রবেশ)

গীত।

আদরের ফুল নেবেন আদরে,
দেখ্‌বো প্রাণভরে আমার বড় সাধ করে।
যুগল ছবি সদাই ভাবি রাখি অন্তরে॥
হাসিতে মিল্‌বে হাসি, দেখ্‌তে দাসী অভিলাষী,
নয়নে মিল্‌বে নয়ন, মুচ্‌কে হেসে দেখ্‌বো তখন,
দিবানিশি তাইতো প্রয়াসী ;
ঝরবে সুধা কথায় কথায়, সে সুধা প্রাণ সদা চায়,
আদর দেখে আদর শিখে থাক্‌বো মনের আদরে॥

(সইবাইএর প্রবেশ)

সই। এই যে ফুল এনে হাজির করেছ ?

পুতলা। কেন দিদি, এই ত পূজার সময়।

সই। রোজ রোজ এ কি পাগ্‌লামি! আমায় শুদ্ধ পাগল কর্‌লি।

পুতলা। দিদি, তুমি মহারাজকে মনে মনে পূজা ক'রে তৃপ্তি লাভ করো, আমার বাহ্যিক পূজা না দেখে তৃপ্তিলাভ হয় না।

সই। কই, রাজা ত উপস্থিত নাই, কার পূজা হবে ?

পুতলা। কেন দিদি, তোমার হৃদয়-সিংহাসনে রাজা দিবারাত্র বিরাজমান।

সই। তবে আমার বুকে ফুল দিয়ে পূজা করো।

পুতলা। আমি রাজারাণীর দাসী, আমি পূজা করবো কি? এই সিংহাসনে বসো, তুমি পূজা করো।

সই। হ্যাঁরে, তোর জ্বালায় ত রোজ সিংহাসনে বস্‌ছি, তুই চোখ বুজে হাসিস্ কাঁদিস্, কি দেখিস?

পুতলা। কেন দিদি, আমি আমার ইষ্টদেবতার যুগলরূপ দর্শন করি। যখন তিনি বলেন, আমি দুর্গ জয় করতে যাবো, তখন ভয়ে কাঁদি; যখন দুর্গ জয় করেছেন দেখি, তখন আনন্দে মগ্ন হই। যখন তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে আসেন দেখি, তখন হাসি। কেন দিদি, তুমি ত দেখেছ, যখন হাসি তখন তিনি তোমার কাছে এসে বসেন। তুমি ফুল দাও, তিনি আমোদ ক'রে নেন।

সই। আজ এই ত, হাস্‌ছিস?

পুতলা। তিনি যে আমায় মনে মনে বল্‌ছেন—তিনি এখনি আসবেন। তুমি সিংহাসনে বসো, তিনি এলেন ব'লে।

সই। (স্বগত) এ কি বলে! সত্যই, যখন বলে তিনি আস্‌ছেন, তখন তিনি আসেন। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁরে, তুই সত্যি মনে মনে টের পাস্?

পুতলা। দিদি, আমি তোমার দাসী। দাসী কি কখন রাণীর কাছে মিছে কথা বলতে পারে?

সই। দিদি, তুমিই রাণী, আমিই দাসী। তুমিই যথার্থ স্বামীপূজা শিখেছ, যথার্থ পতিপ্রেম শিখেছ। তুমি পতিগতপ্রাণা। দিদি, পতিভক্তি আমায় শেখাও।

পুতলা। আমি দাসী, আমাকে কি কথা বল্‌ছো? পতিভক্তি পাবার আশায় তোমার চরণ আমি ধ্যান করি। রাণীর কৃপা ব্যতীত রাজার কৃপা কেউ পায় না।

(জিজাবাই এর প্রবেশ)

জিজা। মা, ফুল তুলে এনেছ—বেশ হয়েছে। চলো,—শিবার কল্যাণে ভবাণীর পূজা করিগে।

পুতলা। ভবানীর পূজা কর্‌বেন, আমরা ফুল তুলে আনিগে। এ ফুল ইষ্টদেবের যুগল পূজার মনন ক'রে তুলে এনেছি, এ ফুলে ত ভবাণী পূজা হবে না।

জিজা। (সইবাইএর প্রতি) এ কি বলে? ইষ্টদেবের যুগল-পূজা-- এ কি বলে? ও কি হরগৌরীর পূজা করে?

সই। না মা, ও বলে পতি ইষ্টদেব, ও কি সব বলে মা, আমি বুঝ্‌তে পারি নে।

জিজা। মা, অমন পাগ্‌লামো করে। ফুলে দেবতার অধিকার, সে ফুলে কি নরের পূজা হয়?

সই। কেন মা, তুমিই ত বলেছ, প্রভু ভবাণীর পুত্র, স্বামী ইষ্টদেব ত সকল শাস্ত্রেই বলে। সে শাস্ত্রবচন, এই সতী সুভাষিণীর কথায় আজ আমার হৃদয়েও অঙ্কিত হয়েছে। তোমার ইষ্টদেব ভবাণী, আমাদের ইষ্টদেব ত আর কেউ নাই।

জিজা। মা, স্বামী ইষ্টদেব সত্য, কিন্তু ভবাণীর পূজা কি উপেক্ষা কর্‌তে আছে?

সই। মা, ভবাণীর পূজা কেন উপেক্ষা কর্‌বো? তাঁরই কৃপায় ইষ্ট-দেবের দর্শন পেয়েছি। আপনি মন্দিরে যান, আমরা ফুল তুলে নিয়ে যাচ্চি। আয় দিদি, ফুল তুলে আনিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

'গা। এ পুতলা কে? আমার স্বপ্ন কি সত্য? স[illegible] কি ভবাণীর [illegible] ?য়িকা আমার পুত্রবধূরূপে আমার ঘরে অবস্থান ক'চ্চে। সত্য—

নইলে এরূপ পতিভক্তি কি অন্য নারীতে সম্ভব! এর এরূপ প্রভাবে আমার শিক্ষা সর্ব্বজয়ী হবে।

(শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী। মা, আমায় উপদেশ দিন। আমি কর্ত্তব্য স্থির কর্‌তে অক্ষম। দেখি, আপনার উপদেশ ব্যতীত আমি কোন্ পথে অগ্রসর হবো, নির্ণয় করতে পার্‌চি না। মাতুল শম্ভাজি মোহিতে পদে পদে আমাদের কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত ক'চ্ছেন। আমি অনুনয়-বিনয় ক'রে তাঁকে নিরস্ত কর্‌তে পাচ্চিনে। আমার অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেন। বলেন, ভগ্নীর সপত্নীপুত্রের অনুরোধে, আমি আদিলসার কৃপা হ'তে বঞ্চিত হবো? সুপাপ্রদেশ তাঁর করতলগত, তিনি যথাসাধ্য আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'চ্ছেন। সুপাপ্রদেশে যদি স্বদেশ-বিরোধী অবস্থান করেন, তাহ'লে মহারাষ্ট্রভূমে একতা স্থাপন করা অসাধ্য। এ অবস্থায় দাসের প্রতি আপনার কি অনুমতি?

জিজা। বাবা, রামায়ণে শুনেছি, রামচন্দ্র-বিরহে রাজা দশরথের প্রাণ বিয়োগ হবে, এ কথা রামচন্দ্র জান্‌তেন; কিন্তু তথাচ রামচন্দ্র সত্যের অনুরোধে বনগমন কর্‌তে নিবৃত্ত হন নাই। তুমিও যদি মাতৃভূমি উদ্ধার কর্‌বার নিমিত্ত যত্নশীল হবো সত্য ক'রে থাকো, তাহ'লে কর্ত্তব্য অবধারণ করতে ইতস্ততঃ কেন কচ্ছো?

শিবাজী। মা, পাছে আপনার অপ্রিয় কার্য্য হয়, এই কারণের জন্য।

জিজা। আমার অপ্রিয় কার্য্য? শিবা, আমি কি মহারাষ্ট্র-রমণী নই? পীড়িত মাতৃভূমির অবস্থা কি আমার অন্তরে অগ্নিবর্ণে অঙ্কিত নাই? বাপ, আমিই যদি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ না হই, তাহলেই তোমায় কবে [illegible] তোমায় বার বার বলেছি, তুমি ভবানীর পুত্র, ভবানীর কার্য্যে ধরণীতে অবতীর্ণ হয়েছ, পুণ্যভূমি উদ্ধারের জন্য তোমার

জন্ম ; সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন তোমার একমাত্র কর্ম্ম,—মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতার ধ্বজা ধারণ করবার জন্ম তোমার বীর বাহু। শত্রুকে কম্পিত করবার জন্ম তোমার তরবারি। তুমি ভবানীর পুত্র, আমার পুত্র নও। আমি ভবানীর দাসী, আমার গর্ভে তোমায় স্থান দিয়েছেন, পুত্রের লালন-পালনের ভার তাঁর দাসীর উপর দিয়েছেন, এই আমার শ্লাঘা। তোমার কর্ত্তব্য তুমি স্থির করো, আর আমায় জিজ্ঞাসা করো না। তুমি ধার্ম্মিক, মাতা ব'লে যদি আমায় সম্মান করো, তা'হ'লে এই দৃঢ় মাতৃবাক্য গ্রহণ করো। ভবানী কার্য্যে যে দুষ্কর ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, সেই কার্য্যে অবিচলিতচিত্তে অগ্রসর হও। তোমার কার্য্য ভবানীর কার্য্য, তোমার মাতা নাই, পিতা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—যে ভবানীর কার্য্যে অগ্রসর, সেই তোমার পিতা, সেই তোমার মাতা, সেই তোমার ভ্রাতা, সেই তোমার বন্ধু। শোনো শিবা, মা ভবানীর নামে জানু পেতে, ভবানীকে স্মরণ ক'রে তোমায় মুক্তকণ্ঠে বলছি, যে দেবীকার্য্যে যদি আমার মস্তক ছেদন করা তোমার প্রয়োজন হয়, তৎক্ষণাৎ আমার মস্তক ছেদন ক'রো, তোমার মাতৃহত্যা হবে না, তোমার কোন অপরাধ হবে না, আমি ভবানী সাক্ষ্য ক'রে বলছি।

শিবাজী। মা মা—বীরপ্রসবিনী, দেবী ভবানীস্বরূপিণী, শত্রুমর্দ্দিনী মহাদেবি! সন্তানের মস্তকে পাদপদ্ম দিন। মা, আজ দেবকার্য্যে বহির্গত হবো, কতদিনে পুনরায় পদধূলি গ্রহণ করবো—সে দেবীর ইচ্ছা।

জিজা। চলো বৎস, ভবানীর প্রসাদ গ্রহণ ক'রে কার্য্যে গমন করবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সুপাপ্রদেশ—শম্ভাজীমোহিতের দুর্গস্থ কক্ষ।

শম্ভাজী মোহিতে ও গঙ্গাজী।

গঙ্গাজী। মশায়, আপনাকে উপায় করতেই হবে, নইলে ব্রহ্মহত্যা হবে।।

মোহিতে। কেন, তোমার শিবার উপর এত রাগ কেন?

গঙ্গাজী। কেন? আবাগের ব্যাটা সর্ব্বনাশ করতে বসেছে! লোকের জোয়ান ছেলে নিয়ে গিয়ে সেপাই ক'চ্চে, আজ এখানে লুট ক'চ্চে ত কাল সেখানে লুট কচ্চে, গোলা লুট ক'রে খাচ্চে, আমি বামুনের ছেলে, আমায় বলে কি না—সেপাই হ, আমি পোঁ পোঁ ক'রে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

মোহিতে। আচ্ছা—এ সব ক'চ্চে কেন জানো?

গঙ্গাজী। কাঙ্গালের ঘোড়া বাই, বলে স্বাধীন হবো!—বলে মুসলমান তাড়াবো!—লম্বাচৌড়ি হেঁকে বলে, মাতৃভূমির শত্রু দমন করবো। যণ্ডা ক'বেটা সঙ্গে জুটেছে, এই একে মারে ত ওকে মারে! মশায়, আপনাকে শাসন করতেই হবে।

মোহিতে। হুঁ হুঁ—বড় বাড় বেড়েছে বটে! নইলে আমায় ব'লে পাঠায়, আর সুলতানের অধীনতা কেন? সুপাপ্রদেশ মহারাষ্ট্রের অধীন করুন। কথার ভাবটা কি বুঝেছ?

গঙ্গাজী। আজ্ঞে—একটুও নয়, আপনি ব্যাখ্যা ক'রে বলুন।

মোহিতে। আরে এই কথাটা বুঝ্‌তে পারলে না? আমি সুলতান আদিলসার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে তাঁর তাঁবেদার হ'য়ে সুপায় থাকি, আমার গলায় দড়ি!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে হাঁ– গলায় দড়ি বটে!

মোহিতে। বুঝ্‌ছ না আস্পর্দ্ধাটা—আমার মরণ নাই—তাঁর তাঁবেদারি করবো!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে মরণ আর কই হলো—মরণ আর কই হলো?

মোহিতে। এত সয়েও শাহাজির খাতিরে কিছু বলি নাই।

গঙ্গাজী। না আর সইতে পাবেন না—আর সইতে পাবেন না।

মোহিতে। আবার সবো? আমায় বলে কিনা, তাঁবেদার হও—আমার মুখে আগুন!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে মুখে আগুন্ ত বটে—আজ্ঞে মুখে আগুন্ ত বটে।

মোহিতে। কোন রকমে একবার ধরতে পারি, তা'হলে একবার তার তাঁবেদারিটে বুঝে নিই।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে মনে করলেই বুঝ্‌তে পাবেন—মনে করলেই বুঝ্‌তে পারেন।

মোহিতে। কি ক'রে—কি ক'রে?

গঙ্গাজী। সেটা ত বাঁদর বইত নয়, রম্ভার লোভ দেখালেই ধরা দেবে।

মোহিতে। হাঁ হাঁ, বলেছ মন্দ নয়—বলেছ মন্দ নয়। কি লোভ দেখাই বল ত, কি লোভ দেখাই বল ত?

গঙ্গাজী। হাঁ—সে কাজ আমি এখনি পারি;—আমি এখনই ধরিয়ে দিতে পারি।

মোহিতে। কই দাও, কই দাও, তুমি যা চাবে আমি তাই দেবো।

গঙ্গাজী। হ্যাঁ—শেষ মামা-ভাগ্নে জোট ক'রে আমার এই ছেঁড়া উত্তরীয়টি কেড়ে নেন। আপনি মায়ায় পড়েছেন, নইলে এত সহ্য করেন?

মোহিতে। না-না, অসহ্য হয়েছে—অসহ্য হয়েছে।

গঙ্গাজী। তবে বলি শুনুন—শিব্বা হোরির পার্ব্বণী নেবার জন্য এই খানে আস্‌বে ভেবেছে।

মোহিতে। কিছু টাকাকড়ির অভাব হয়েছে বুঝি?

গঙ্গাজী। এখানে কাছে কোথায় আছে, সে সন্ধানও আমার একজন বন্ধু জানে। আমার বন্ধু বলে, ভয়ে আস্‌তে পারে না, পাছে আপনি ধ'রে বন্দী ক'রে বিজাপুরে পাঠিয়ে দেন। আপনার মনের ভাব ত জানে—আপনি কত বড় খয়ের খাঁ!

মোহিতে। আচ্ছা—তুমি সেপাই নে গে তাকে ধরিয়ে দাও।

গঙ্গাজী। হুঁ—এতেই ত বলি, আপনার শাসন কর্‌বার ইচ্ছেই নাই। দু'জন চারজন লোক নিয়ে তাকে ধরা যায়? তার সঙ্গে কমবেশ পঞ্চাশজন লোক আছে।

মোহিতে। আমি পাঁচশো সেপাই তোমার সঙ্গে দিচ্চি।

গঙ্গাজী। সেপাই দেখ্‌লে সে সট্‌কাবে। আপনার হাবিল্‌দারকে হুকুম দিন যে শিব্বার সঙ্গে জনকতক অস্ত্রধারী লোক দুর্গ প্রবেশ কর্‌লে কিছু না বলে। সোজায় কাজ রকা হ'য়ে যাবে। আর আমায় একখানা পত্র দিন—"শিব্বা—বাপ—এসো, আমি তোমার হোরির পার্ব্বণি দেবো।" আর তারও দরকার নাই, আমি তারে বুঝিয়ে পড়িয়ে নিয়ে আস্‌বো। তবে সে একলা আস্‌তে চায় না। নিন—হাবিলদারকে ডেকে হুকুম দিন।

মোহিতে। কে আছিস্?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। খামিন্ !

মোহিতে। হাবিলদারকে ডেকে দে।

[দূতের প্রস্থান।

(গঙ্গাজীর প্রতি) কিন্তু ধরিয়ে দিতে যদি না পারো ব্রাহ্মণ, তাহ'লে ভাল হবে না।

গঙ্গাজী। হুঁ—ধর্‌তেই এসেছি। আপনি বুঝ্‌তে পাচ্চেন না কি ? এখনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

(হাবিলদারের প্রবেশ)

মোহিতে। হাবিলদার, এই ব্রাহ্মণ যাদের সঙ্গে আনে, দুর্গ প্রবেশে তাদের কেউ না বাধা দেয়। তারপর এ যেরূপ বলে, আমার আদেশ জেনে—সেইরূপ কর্‌বে। যদি আমার কোন আত্মীয়কে বন্ধন কর্‌তে বলে, তাতেও তুমি কুণ্ঠিত হয়ো না। যা বল্‌বে—যাকে বাঁধ্‌তে বল্‌বে, তাকেই বাঁধ্‌বে, যেরূপ বলে, আমার আজ্ঞা জেনে কর্‌বে।

হাবিল। যে আজ্ঞে।

গঙ্গাজী। ব্যস্—আর কি—ফাঁদে পড়েছে।

[হাবিলদার সহ গঙ্গাজীর প্রস্থান।

মোহিতে। সুলতানের কাছে পাঠালে পদবৃদ্ধি হয়। সেটা শাহাজীর খাতিরে পেরে উঠ্‌বো না। আর এতই কি ! শাহাজীর এতই খাতির বা কিসের ? না—লোকে বড় নিন্দে কর্‌বে, কর্ণাটে শাহাজীর কাছেই পাঠিয়ে দোবো, তাতেও সুলতান খুসী হবে।

(গঙ্গাজীর প্রবেশ)

গঙ্গাজী। এই দেখুন, আপনার কাছেই আস্‌ছে।

মোহিতে। আমার কাছে কেন—আমার কাছে কেন? জমাদারকে বাঁধতে বলো।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে একটু মিষ্টি আলাপ হোক, বাঁধাবাঁধি ত হবেই।

(শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী। মামাজি, সন্তান আপনার আজ্ঞায় উপস্থিত হয়েছে, পার্ব্বণী দিন।

মোহিতে। দোবো বই কি, দোবো বই কি। (গঙ্গাজীর প্রতি জনান্তিকে) ডাকো-ডাকো হাবিলদারকে ডাকো (সঙ্কেত করিয়া) বাঁধুক—বাঁধুক।

গঙ্গাজী। (জনান্তিকে) ভাব্‌ছেন কেন—স্থিরই হোন না—কতদূর বাড়ই দেখুন না।

মোহিতে। কি পার্ব্বণী চাও, সুপাপ্রদেশ?

শিবাজী। আজ্ঞে আপনার কৃপায় সুপাপ্রদেশ ত আমার করগত হয়েছে। এ দুর্গও আমি অধিকার করেছি।

মোহিতে। হাবিলদার—হাবিলদার—

গঙ্গাজী। হাবিলদার এখন কোথায়? আমাকে হুকুম দিন না, আমিই বাঁধ্‌ছি।

মোহিতে। কে আছিস—কে আছিস?

শিবাজী। আজ্ঞে কি প্রয়োজন আজ্ঞা করুন, আমার মাওলী সৈন্য রয়েছে।

মোহিতে। বিশ্বাসঘাতকতা—বিশ্বাসঘাতকতা!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে সম্পূর্ণ।

মোহিতে। জুমাদার—জুমাদার—

গঙ্গাজী। ঠিক। রুগীর মুখেই রোগ ব্যক্ত।

শিবাজী। মামাজি, আপনি অধীর হ'চ্চেন কেন? আমি বার বার চরণে নিবেদন করেছি যে সুপাপ্রদেশ—যেমন আপনার অধিকারে আছে সেইরূপ থাক্‌বে, কেবলমাত্র ভবানীকে স্মরণ ক'রে, মাতৃভূমির নামে অঙ্গীকার করুন, যে মুসলমানের অধীনত্ব স্বীকার কর্‌বেন না।

মোহিতে। না—তোমার অধীনত্ব স্বীকার কর্‌বো,—সুলতানকে ছেড়ে, তুমি কাল্‌কের ছেলে, তোমায় সেলাম দোবো!

শিবাজী। মামাজি, আপনি পিতৃতুল্য, আমায় সেলাম দেবেন, এমন কথা শ্রীমুখে কেন আন্‌চেন?

মোহিতে। কেন আন্‌ছি?—লোকজন নিয়ে বাঁধ্‌তে এসেছ, আর কেন আন্‌ছি? উঃ—ভণ্ড বামুন—তোমার পেটে পেটে এত ছিল!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে পেটে পেটে ছিলো—এখন বেরিয়ে পড়েছে।

শিবাজী। মামাজি, আপনি মহৎ বংশোদ্ভব। মহারাষ্ট্র আপনার জন্মভূমি। একবার নয়ন উন্মীলন ক'রে জন্মভূমির অবস্থা দেখুন, দেবভূমি—আর্য্যভূমি বিধর্ম্মী-পীড়িত। যে গোদুগ্ধে অসহায় বাল্যাবস্থায় শরীর পুষ্ট হয়, আপনার মাতৃভূমে সেই গোহত্যা নিত্য,—উদাসভাবে আর কতদিন সহ্য কর্‌বেন?—কতদিন আর স্বজাতির দুর্গতি দেখ্‌বেন?—কতদিন দেবনিন্দা শুন্‌বেন?—কতদিন ধর্ম্মের গ্লানি, প্রতিমাভঙ্গ উপেক্ষা কর্‌বেন?—কতদিন দীনহীন মহারাষ্ট্র-সন্তানের পরপীড়ন দর্শন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আহার কর্‌বেন? দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, সকলই লোপ হলো। হে মহারাষ্ট্রবীর, আর নিশ্চিন্ত হওয়া আপনার উচিত নয়। জগতে এমন হীন পশু নাই যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'লে মস্তক

সঞ্চালন না করে। কেবল কি আমরা বিনা চেষ্টায় সেই বন্ধনে স্থির থাক্‌বো?—পরপীড়ন তার সহ্য কর্‌বো? না—আমরা আর্য্যসন্তান, আমরা হীন নই, আর্য্যকীর্ত্তি স্মরণ ক'রে, আর্য্যসন্তান বীরদম্ভে উত্থিত হোন,—শৃঙ্খল ছেদন করুন,—মাতৃঋণ পরিশোধ করুন,—মাতার দাসীত্ব মোচন করুন।

মোহিতে। নাও নাও ঢের হয়েছে, খুব বক্তা তুমি বুঝেছি। এখন তোমার কি আজ্ঞা বলো, কি হুকুম বলো, তাঁবেদারকে কি করতে হবে বলো? আমি প্রাণ থাক্‌তে সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করবো না! এতে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।

শিবাজী। তবে মামাজি, উপস্থিত এ স্থল হিন্দুর অধীন। মুসলমান অধীনে অদ্য রাত্রেই যাত্রা করুন। আশ্চর্য্য এই, ইষ্টপূজা করেন, প্রতিমাভঙ্গ দেখেন; দুগ্ধ পান করেন, গোহত্যায় ক্ষুব্ধ নন; পিতৃ-মাতৃ তর্পণ করেন, স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা নাই। মামাজী, আমি আপনার ভাগিনেয়, এতে আমার দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হ'চ্চে।

গঙ্গাজী। মশায়, মশায়, "বিশ্বাসঘাতক—কুলাঙ্গার" আর কি কি ছড়া ঝাড়্‌বেন ঝাড়ুন। রুগীর মুখে রোগ ব্যক্ত হোক। উনি আপনার ভাগিনেয়, আপনার স্বরূপ বর্ণনা ত করতে পারবেন না।

মোহিতে। ওঃ, ব্রাহ্মণ, খুব তোমার দরাজ মন।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে হ্যাঁ আমি যে স্বাধীন, আমার যে পোড়া মুখ ঘুচেছে, আমার মস্তকে ত বিজাতির পাদুকা নাই? আমি যে ব্রাহ্মণ ব'লে আপনাকে চিনেছি, মহারাষ্ট্র ব'লে আপনাকে পরিচয় দিই। স্বাধীনতা জীবন, অধীনতা মৃত্যু—এ আমার বেদবাক্য ব'লে ধারণা হয়েছে।

মোহিতে। দাও দাও—আমায় বিজাপুরে পাঠিয়ে দাও।

শিবাজী। যে আজ্ঞে, অদ্যই প্রস্তুত হোন। আমার লোক সম্মানের সহিত আপনাকে পৌঁছে দেবে।

মোহিতে। কেন, আমার লোককে কি সব বন্দী করেছ?

শিবাজি। আজ্ঞে না, তারা মা ভবানীর কৃপায় আমার বাক্যে স্বাধীন মহারাষ্ট্র ব'লে আপনাকে পরিচয় দিতে লজ্জিত নয়। এক্ষণে তারা সকলেই আমার দলভুক্ত,—মাতৃভূমিব জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তারা আর মুসলমান-অধীন নয়, আপনারি সঙ্গে তারা যাবে না।

মোহিতে। আচ্ছা আমি চল্লুম। বুঝ্‌তে পাচ্চনা, বুঝ্‌তে পাচ্চনা, এর ফল পাবে, সুলতান অল্পে ছাড়্‌বে না।

শিবাজী। মামাজি, যে জন্মভূমিবৎসল, স্বাধীনতা যার জীবন, সে সুলতান-কোপে ভীত হয় না! উপস্থিত কর্ণাটে আপনি আমার পিতার নিকট গমন করুন। ব্রাহ্মণ, যেসৃজীকে বলো, মাতুল মহাশয়কে কর্ণাটে প্রেরণ করেন।

গঙ্গাজী। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আস্‌তে আজ্ঞা হয়,—ক্ষুণ্ণ হবেন না, কর্ণাট থেকে গিয়ে আদিলসাকে সেলাম দেবেন।

[শম্ভাজি মোহিতে ও গঙ্গাজীর প্রস্থান।

শিবাজী। জননী জন্মভূমি, তোমার কার্য্য, আমার অপরাধ নাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তানাজীর গৃহ-মণ্ডপ।

লক্ষ্মীবাঈ ও তানাজী।

লক্ষ্মী। তুমি পূর্ব্বে দিন দিন রজনীযোগে কোথায় যেতে, নিশাবসানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ক্লান্ত হ'য়ে গৃহে আস্‌তে, আমি একদিন তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেম, "তুমি কোথায় যাও?" তুমি উত্তর দিয়েছিলে, "আমি বালিকা, আমি সে কথা শোন্‌বার যোগ্য নই।" এখন তো আমি বালিকা নই, এখন বল—কোথায় যাও?

তানাজী। তোমার শোন্‌বার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মী। পূর্ব্বে প্রায়ই তুমি গৃহে প্রত্যাগমন করতে, এখন মাস অন্তে কদাচ তোমার দেখা পাই। আমায় বলো, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী।

তানাজী। আমার নানা কার্য্য, সে সকল শুনে তোমার ফল কি?

লক্ষ্মী। আমার ফল কি? আমার স্বামী ঘরবাসী নয়, যখন দেখি—তখনই ঘোর চিন্তামগ্ন, শয়ন-ভোজনের অবকাশ নাই, স্বামীর এ অবস্থায় আমি কিরূপে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো? কেনই বা আমায় বল্‌বে না? আমি তোমার দাসী, তোমার কার্য্যে ত বাধা প্রদান কর্‌বো না। স্বামীর কার্য্যে সহকারিতা সতীর কার্য্য, আমি তোমার কার্য্যের সহকারী হবো, আমায় বলো নচেৎ আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়, আমার সে মনোবেদনা তুমি না বুঝলে কে বুঝ্‌বে?

তানাজী। কার্য্যের সহকারিণী হবে? দেখো—ভীতা হয়ো না।

লক্ষ্মী। যে কার্য্যে তুমি ভীত নও সে কার্য্যে আমি ভীতা কি নিমিত্ত হবো? আমি তোমার জীবনসঙ্গিনী, মঙ্গলামঙ্গলের অধিকারিণী, আমি ভীতা হবো—এই আশঙ্কায় আমার নিকট গোপন রাখো? কেন তুমি আমায় এরূপ হীন জ্ঞান করো? আমি অবলা, যদি সেই নিমিত্ত আমায় হীন বিবেচনা করো, তোমার সঙ্গের কি কোনও মাহাত্ম্য নাই? তোমার সেবার কি কোনও শক্তি নাই? তোমার দেবমূর্ত্তি দর্শনেও কি হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় না? দিবারাত্র তোমার ধ্যানে কি আমার মন বিশুদ্ধ হয় নাই? তবে কেন আমার নিকট গোপন রাখ্‌বে? আমি ভীতা হবো, কেন আশঙ্কা কচ্চো?

তানাজী। শোনো—আমরা পাঁচ বন্ধু একত্র হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, যে জন্মভূমিকে বিধর্ম্মীর অধীনতা হ'তে মুক্ত করবো। প্রতিজ্ঞা কথায় অল্প, কার্য্যে বড় অধিক। দিবারাত্র কার্য্য, আহার-নিদ্রার অবকাশ নাই। কার্য্য—বলবান শত্রু-বিরুদ্ধে অসি ধারণ, একাকী সহস্র শত্রুমধ্যে অসি সঞ্চালন, দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতারোহণ, দৃঢ় দুর্গপ্রাচীর অতিক্রমণ, শয়নে-স্বপনে অরি-নিধন চিন্তা। আমি রজনীযোগে কোথায় যেতেম জানো? কখন বা দুর্গ আক্রমণ, কখন বা বিপক্ষের রসদ লুণ্ঠন, কখন বা অসতর্ক বিপক্ষের উপর ব্যাঘ্রের ন্যায় পতন. রজনীযোগে নিত্য এই কার্য্য ছিল। মুসলমানের নিকট দস্যু নামে অভিহিত হতেম। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হয়েছে। এখন দিন দিন যুদ্ধ, দৃঢ় দুর্গ অবরোধ, অবিরাম রণশ্রম,—এই নিমিত্ত তোমার জন্য যতই ব্যাকুল হই, গৃহে প্রত্যাগমন করতে অবকাশ পাই না।

লক্ষ্মী। তোমার কার্য্য শুন্‌লেম, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, আমার কি কার্য্য, আমায় উপদেশ দাও। কিরূপে তোমার সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক কর্‌বো, সে শিক্ষা আমায় প্রদান করো।

তানাজী। তোমার বহু কার্য্য, কার্য্য মমতাবিহীন, যদি কখনো অলস দেখো, তেজস্বিনী ভাষায় উৎসাহ প্রদান কর্‌বে ; যদি রণে ভঙ্গ দিই, ভীরু ব'লে তিরস্কার কর্‌বে ; স্বহস্তে সজ্জিত ক'রে যুদ্ধে বিদায় দেবে ; আমি বীর ব'লে আত্ম-গৌরব করি, তুমিও বীরাঙ্গনা ব'লে আত্ম-গৌরব কর্‌বে। যদি কোনও বুভুক্ষু মহারাষ্ট্র দেখো— অনশনে নিজ ভোজ্য বস্তু তারে প্রদান কর্‌বে। যদি কোনও মহারাষ্ট্র-শিশু অনাথা দেখো, নিজ সন্তানের ন্যায় তারে পালন কর্‌বে, সঙ্গিনীগণকে নিজ নিজ স্বামীকে জন্মভূমির অনুরাগে উৎসাহিত কর্‌তে শিক্ষা দান কর্‌বে। যখন আবার দেখা হবে, আমরা পরস্পরে কার্য্যের পরিচয় আদানপ্রদান কর্‌বো। আমি বিদায় হই, মহাকার্য্য উপস্থিত।

লক্ষ্মী। তবে এসো, তোমায় স্বহস্তে সজ্জিত করি।

তানাজী। অন্য সজ্জার প্রয়োজন নাই, তুমি স্বহস্তে আমায় তরবারি দাও।

লক্ষ্মী। এই নাও। (অসি প্রদান)

তানাজী। বিদায় হলেম।

লক্ষ্মী। যাও, ভবানী তোমায় সঙ্কটে রক্ষা করুন। যেদিন ভবানী-কৃপায় আবার তোমার দর্শন পাবো, কিরূপ তোমার শিক্ষা গ্রহণ করেছি—পরিচয় দোবো। যোদ্ধারা মৃত্তিকায় শয়ন করে, আমার স্বামী যোদ্ধা—আজ হ'তে আমারও মৃত্তিকায় শয়ন। যোদ্ধারা কখন অনশনে কখন অর্দ্ধাশনে অতিবাহিত করে,

আমিও অনশনে অর্দ্ধাশনে বুভুক্ষু ব্যক্তির সেবা কর্‌বো, মাতার ন্যায় অনাথ বালককে পালন কর্‌বো, যাতে স্বামীর নিকট বীরাঙ্গনা ব'লে পরিচিতা হই, কায়মনোবাক্যে তা সাধন কর্‌বো, রাজগৃহে—দীন-কুটীরে আমার আদর্শ গৃহীত হবে, আমি বীরাঙ্গনা ব'লে আত্ম-গৌরব কর্‌বো। আমায় চরণধূলি দাও।

[তানাজীর প্রস্থান।

আজ আমার নূতন জীবন, নূতন সংস্কার,—আজ আমি বুঝ্‌লেম, আমি কে? কি নিমিত্ত নারীরূপে মার্হাট্টা গৃহে অবস্থিত, আজ বুঝ্‌লেম, আমি মাতৃভূমিবৎসল মহারাষ্ট্র-পত্নী, জন্মভূমিবৎসল মহারাষ্ট্র-পুত্র পালন কর্‌বো। যদি প্রয়োজন হয়,—না—এখন নয়—কেন এই ত আমি পতির হস্তে তরবারি তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি; তরবারি সঞ্চালনে কি নিমিত্ত অক্ষম হবো? না—এখন না—উপযুক্ত সময়েই উপযুক্ত কার্য্য বিধি। ওঃ মহারাষ্ট্র-রমণীর জীবন কি কঠিন! মমতা-বিসর্জ্জন—কার্য্যের প্রথম সোপান; মমতা ত দমন করেছি,—তবে চক্ষের জল—ক্রমে দমন কর্‌তে সক্ষম হবো!

[প্রস্থান।

— —

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিজাপুর দরবার।

খোবান খাঁ, আফজল খাঁ ও ওম্‌রাওগণ।

খোবান খাঁ। মহাশয়, আমীর ওম্‌রাও সকলেই উপস্থিত আছেন, যেরূপ সদ্‌যুক্তি হয়, স্থির করুন। আওরঙ্গজেবের সহিত আমরা সন্ধি সংস্থাপন করেছি, উপস্থিত মোগল-ভয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু শিবাজীর উপদ্রব দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি?

১ম ওম্‌রাও। মন্ত্রী মহাশয় যেরূপ বিবেচনা করবেন, তাই কর্ত্তব্য।

খোবান। আমার বিবেচনায় শিবাজীর সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য।

২য় ওম্‌রাও। কেন—আমরা কি তার সহিত যুদ্ধ করতে অক্ষম?

খোবান। উপস্থিত একরূপ অক্ষম। আমরা যদি পরস্পর আত্ম-বিগ্রহে নিযুক্ত না থাক্‌তেম, তাহ'লে শিবাজীকে দমন করা অতি সহজ কার্য্য ছিল। আমাদের আত্ম-বিগ্রহই শিবাজীর উন্নতির কারণ,—আমাদের মধ্যে সাধারণ শত্রুদমন-ইচ্ছা প্রবল না হ'য়ে, অনেক ওম্‌রাওয়ের স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছাই প্রবল।

১ম ওম্‌রাও। বালক আর স্ত্রীলোক-চালিত রাজ্যের এরূপ অবস্থা হওয়াই সম্ভব।

খোবান। কিন্তু এতে বালক আর স্ত্রীলোকের অপরাধ কি? বিজাপুর দরবারের আমরা সকলেই সদস্য, দরবারের উপর কার্য্য নির্ব্বাহের ভার। বিশৃঙ্খলার নিমিত্ত আমরাই দায়ী।

২য় ওমরাও। মন্ত্রী মহাশয়, আপনার কিরূপ শীতল শোণিত, আমরা বুঝ্‌তে পারি না। ঘাতক কর্ত্তৃক আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব হত হয়েছেন, তথাপিও আপনি সুলতান ও সুলতান-বেগমের শুভানুধ্যায়ী। এ হত্যার মূলে কে? আমাদের বিবেচনায় স্বয়ং বেগম।

খোবান। হ'তে পারে জানি না, কিন্তু স্বর্গীয় সুলতানের লবণে আমরা সকলেই পুষ্ট, তাঁর পুত্র নাবালক, আমাদের মনোমালিন্য পরিত্যাগ ক'রে তাঁর হিতসাধন করাই উচিত।

১ম ওমরাও। হিত আর অহিতে আমাদের ভালমন্দ কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। আমাদের সকলের উপরেই বেগমের সন্দেহ। সকলের উপর কোন না কোন পীড়ন আছে। হেথায় পদবৃদ্ধির আশা নাই, এস্থলে শিবাজীই প্রবল হোক আর মোগলই প্রবল হোক, আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

খোবান। কেমন আজ্ঞা কচ্চেন? আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি সম্পূর্ণ। বেগম যদি আমাদের সত্যই পীড়ক হ'ন, তাঁর পীড়ন সহ্য করা বিশেষ কঠিন নয়; কিন্তু যদি পর্ব্বতবাসী শিবাজীর অধীন হ'তে হয়, আমাদের গোলামী না ক'রে হিন্দুরা যদি আমাদের প্রভু হয়, সে অবস্থা কিরূপ ভয়ঙ্কর, তা কি একবারও অনুধাবন ক'চ্চেন না?

২য় ওমরাও। আপনি কি করতে বলেন?

খোবান। আমার মতে, যদি জাতীয় গৌরবের প্রতি লক্ষ্য রেখে, আমরা পরস্পর ঈর্ষাবর্জ্জনে প্রস্তুত থাকি, তাহ'লে সকলে একত্র হ'য়ে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রয়োজন; নচেৎ সন্ধি-স্থাপন ক'রে, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সাধন কর্ত্তব্য।

আফ্‌জল। আপনার শিবাজীর ভয় এত প্রবল কেন? সে ত একজন দস্যু, তারে দমন করা কঠিন কি?

খোবান। তারে দমন করা কঠিন কি? খাঁ সাহেব কি সমস্ত অবস্থা অবগত নন? মোগল বা পাঠান বিরুদ্ধে শত শত যুদ্ধে শিবাজী জয়ী। তার অদ্ভুত সৈন্যপরিচালনা, সে কোথায় কি অবস্থায় অবস্থান ক'চ্চে, তার গতি কোন্ প্রদেশে—কেহই নির্ণয় কর্‌তে সক্ষম নয়। এই দূতমুখে সংবাদ পাওয়া গেল, শিবাজী সসৈন্যে উত্তরে যাত্রা করেছে, পরক্ষণেই সংবাদ এলো, দূর দক্ষিণ প্রদেশে কোন এক দৃঢ় দুর্গ তার অধিকারে। কখন্ কোন্ বেশে দুর্গে প্রবেশ করে, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তৃণবিক্রেতা বেশে কতবার শিবাজী-সৈন্য কত দুর্গ অধিকার করেছে। ঘোরতর অন্ধকার রজনী—ঘোরতর দুর্য্যোগ—শিবাজীর পরম সুযোগ! কখন বামে, কখন দক্ষিণে, কখন পশ্চাতে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত আক্রমণ করে। তার সহিত যুদ্ধ যদি সহজ বিবেচনা করেন, কোন্ ব্যক্তি কত সৈন্য নিয়ে তার সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত, দরবারে জ্ঞাপন করুন।

১ম ওমরাও। তবে কি আপনি সন্ধি স্থাপন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?

খোবান। না, আপনারা যুদ্ধ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন, যুদ্ধ করুন। দরবারের মতেই আমার মত। কেবল এই মাত্র আমার নিবেদন যে, আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রভুকে স্মরণ ক'রে তাঁর নাবালক পুত্রের কল্যাণসাধন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হোক। ভাল—এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—দরবারে যুদ্ধের নিমিত্ত কোন কোন ওমরাও প্রস্তুত?

২য় ওমরাও। (জনান্তিকে ১ম ওমরাওয়ের প্রতি) বেটার বাপকে মেরে ফেল্লে, তবু খয়ের খাঁ গিরি ছাড়ে না।

১ম ওমরাও। (জনান্তিকে ২য় ওমরাওয়ের প্রতি) আমাদের কি? আমরা কেন সেই দস্যুযুদ্ধে প্রাণ দিতে যাই? ইচ্ছা হয়, উনি মন্ত্রী আছেন, উনিই যান।

খোবান। দরবাব নীরব কেন? শীঘ্রই কর্ত্তব্য স্থির করা প্রয়োজন। আমরা তর্ক বিতর্কে নিযুক্ত আছি, এ সময় বোধ হয়, চার পাঁচটী প্রদেশ শিবাজী অধিকার করেছে, এ সংবাদ লয়ে দূত আগমন ক'চ্চে। যদি কোন দূত বলে, যে শিবাজী সসৈন্যে বিজাপুরে আগতপ্রায়, তাতেও আমি আশ্চর্য্য হবো না। তার ক্ষিপ্রতা অলৌকিক।

১ম ওমরাও। (জনান্তিকে) মন্ত্রী মশায় আপনার কাজ করুন; আমরা ওর ভিতর নাই।

খোবান। দরবার এখনো নীরব? তবে কি আপনারা কর্ত্তব্যের প্রতি অমনোযোগী?

(পুত্রসহ বেগমের প্রবেশ)

বেগম। হে ওমরাওবৃন্দ, আপনাদের ভূতপূর্ব্ব সুলতানের পত্নী, সেই সুলতানের বালকের হস্ত ধারণ ক'রে আপনাদের দরবারে উপস্থিত। যদি আমি আপনাদের নিকট অপরাধী হ'য়ে থাকি, এ বালক অপরাধী নয়, এ বালককে রক্ষা করুন। আপনাদের সুলতান-পত্নীর দরবারে এই ভিক্ষা।

১ম ওমরাও। আমরা সদ্‌যুক্তিই কচ্ছিলেম—সদ্‌যুক্তিই কচ্ছিলেম।

বেগম। সদ্‌যুক্তি আর কি! আপনারা জনে জনে বীরপুত্র—বীর। সাধারণ শত্রু দমনে অস্ত্রধারণ করুন; নচেৎ সকলই নষ্ট হবে।

২য় ওমরাও। বেগম সাহেব, সকল বিষয় বিবেচনা ক'রে করা কর্ত্তব্য।

বেগম। এখনো বিবেচনা? দরবারে এমন কি কেউ নাই যে, এই তুচ্ছ শত্রু দমনে উৎসাহিত? কি আশ্চর্য্য সকলেই নীরব! এ দস্যুদমনে একজনও কি উদ্যমশীল নও? এখনো কি আপনারা বিমোহিত হ'য়ে অবস্থান কচ্ছেন? এখনো কি স্বরূপ অবস্থা আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হচ্চে না? যদি আপনারা নিরুদ্যম হন, অচিরে বিজাপুর হ'তে মুসলমান-গৌরব অন্তর্হিত হবে। এখন যারা আমাদের পদানত, তাদের অধীনে দেহভার বহন করতে হবে, যারা এক্ষণে কুক্কুর বিড়াল শৃগালের ন্যায় আমাদের ঘৃণার পাত্র, তারা আপনাদের জন্মভূমি, ধনসম্পত্তি সমস্ত অধিকার ক'র্‌বে, আপনাদের পুত্র-কলত্র তাদের দাস দাসী হবে; যারা সম্মান দানে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটী প্রদর্শন করলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতো, তাদের সম্মান প্রদর্শন ক'রে জীবন রক্ষা ক'র্‌তে হবে; অট্টালিকায় বর্ব্বরেরা প্রবেশ করবে; পবিত্র স্থান সকল দস্যু কর্ত্তৃক কলুষিত হবে, পবিত্র সমাধিভূমি, যথায় পিতৃদেবগণ বিরামলাভ ক'চ্চেন, হয় তো দস্যুপদ-চালনে সেই স্থান বিদলিত হবে। এ অবস্থায় দরবার নীরব কেন? বীরবৃন্দের তরবারি কোষে নিদ্রিত কেন? বীর-হুঙ্কার কি নিমিত্ত গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হচ্চে না?

আফজল। বেগমসাহেব, হুঙ্কার কিসের নিমিত্ত? একটা মর্কট বানরকে বন্দী করবার জন্য? গোলাম বেগমসাহেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয় নাই, নচেৎ গোলাম মর্কটকে এতদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে বেগমের পদতলে নিক্ষেপ করতো।

বেগম। খাঁসাহেব, রাজ-প্রসাদ গ্রহণ করুন। এতদিনে বিজাপুর দস্যুভয়ে নিশ্চিন্ত হলো!

আফ্‌জল। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হোন। সামান্য রজ্জুকে কেন কালসর্প বিবেচনা কচ্ছেন ?

বেগম। সামান্য শত্রু জ্ঞানে অল্প সৈন্য ল'য়ে যুদ্ধযাত্রা করবেন না। পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী, সপ্ত সহস্র পদাতিক, বহু পরিমাণে কামান এবং যথেষ্ট বন্য তীরন্দাজ ল'য়ে যুদ্ধ যাত্রা করুন। কল্যই আয়োজন হবে, আজ দরবার ভঙ্গ হোক।

[বেগমের প্রস্থান।

[আফ্‌জলখাঁ ও মল্লিকজী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মল্লিকজী। খাঁসাহেব, তামাম হাল সমঝ করেছ কি ? শিবাজী কে জানো ? আমি নমাজ করতে করতে দেখেছি, ও সয়তানের বেটা। আমাদের গুণা হয়েছে, গুণা হয়েছে।

আফজল। কি গুণা হয়েছে ?

মল্লিকজী। গুণা হয় নাই ? কাফেরকে বিজাপুর দরবার বড় বড় কাম দিয়েছে। কাফেরকে কোতল করে না, কাফেরের ভূতের পূজার জাইগির দিয়েছে। এতে খোদা রেগেছে, তাই কাফের এত লড়ছে।

আফজল। মল্লিক সাহেব, সত্য বলেছ, শিবাজীর সয়তান সহায় নিশ্চয়। নচেৎ প্রতি যুদ্ধে জয়লাভ কিরূপে ক'রে ?

মল্লিকজী। দেখেন দেখেন আমার বাতটা ওয়াজিব কি না দেখেন ?

আফজল। যথার্থই আজ্ঞা করেছেন—যথার্থই আজ্ঞা করেছেন।

মল্লিকজী। আমরা মুসলমান, মুসলমানের মত কাম করলে সয়তান দেবে যাবে।

আফজল। ঠিক আজ্ঞা করেছেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, দেখ্‌বেন,

কাফেরদের কিরূপ হাল করি। আবালবৃদ্ধবনিতা কোতল কর্‌বো, ভূতের মন্দির ভাঙ্গ্‌বো।

মল্লিকজী। আর একশো একশো গউ কাট্‌বেন, আর সেই গউএর লউ নিয়ে চারদিকে ছিটাবেন। ব্যস্‌, সয়তানি একেবারে ছুটে যাবে।

আফজল। যুদ্ধে চলুন, দেখ্‌বেন কি করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

গিরিতলস্থ প্রান্তর।

গঙ্গাজী।

গঙ্গাজী। দূর করো, ভেবেছিলুম, বামুনের ছেলে, তলোয়ার খাঁড়া ধর্‌বো না,—না, খালি বাক্যি ঝেড়ে সুখ হয় না। সব কপাকপ্‌ কোপায়, আর আমি বকা ধার্ম্মিকের মত একপাশে দাঁড়িয়ে থাকি। একটু লাফান-ঝাঁপান চাই।

(সুরেরাও, যেসূজীকঙ্ক প্রভৃতি মাওলী অনুচরগণ সহ শিবাজীর পর্ব্বত হইতে অবতরণ।)

শিবাজী। কি ঠাকুর, কি সংবাদ ?

গঙ্গাজী। আজ্ঞে আপনার মাতুলের কদর দেখে, এখানকার জাইগির-দারেরা একেবারে সব তাক্‌ হ'য়ে গেছে। বলে এমন নইলে মাতুলভক্তি !

শিবাজী। কেন আমার নিন্দা কচ্চে না কি ?

গঙ্গাজী। আজ্ঞে না, পাছে সেই ভক্তিটে তাদের উপর গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সকলে কর দিতে প্রস্তুত।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, বোধ হয় তোমার উপদেশে সকলে মাতৃকার্য্যে ব্রতী হয়েছে!

গঙ্গাজী। আজ্ঞে না, এতে আমার উপদেশ বড় চলে নাই, ভয় দেবতাই কতক উপদেশ দিয়েছেন। সকলে ভাব্‌ছে, কবে পার্ব্বণী আদায় করতে উপস্থিত হবেন।

শিবাজী। তানাজীর কিছু সংবাদ জানো?

গঙ্গাজী। ওঃ—সে বাঘের মেসো হলো।

শিবাজী। কি বল্‌ছ ঠাকুর?

গঙ্গাজী। আজ্ঞে তার অন্ধকারে চোখ জ্বলে। এই অন্ধকার রাত্রেই কোণ্ডনা দুর্গ ফতে করেছে।

শিবাজী। কল্যাণের কোন খবর জানো?

গঙ্গাজী। আবাজী স্বয়ং এসে সে খবর দেবেন, তিনি খুব জাঁকজমকেই আস্‌ছেন। কল্যাণ প্রদেশ হ'তেও পার্ব্বণী আদায় হবে বোধ হ'চ্ছে।

শিবাজী। এখন ঠাকুর কোন্ দিকে যাবে?

গঙ্গাজী। বড় হাত সুড়্‌সুড়্ কচ্চে, ঠিক বল্‌তে পাচ্ছিনে।

শিবাজী। সে কি?

গঙ্গাজী। হাতখানা দেখুন দেখি, এ বামুনের হাতে তলোয়ার চল্‌বে?

শিবাজী। ঠাকুর, তোমার যুদ্ধের সাধ হয়েছে?

গঙ্গাজী। আজ্ঞে হ্যাঁ, সব কপাকপ্ কোপায়, আমার কোমল প্রাণ, রক্ত দেখে কেঁদে কেঁদে ওঠে। কত বোঝাই যে, প্রাণ স্থির হ'। তা কি স্থির হয়—অমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে থাকে। দেখুন—দেখুন এ হাতে তলোয়ার ধর্‌তে পার্‌বো? বামুনে হাত—ভাব্‌ছি।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, তোমার তরবারি-ঝলকে শত শত শত্রুর চক্ষু মুদ্রিত হবে। মহারাষ্ট্র প্রদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুর্ব্বর্ণই তরবারি ধারণ করেছে। তুমি এই আমার তরবারি গ্রহণ করো।

গঙ্গাজী। কল্যাণের তরবারি বড় সাফ্, আমি আবাজীর নিকট এক খানা চেয়ে নেবো।

(তানাজীর প্রবেশ)

শিবাজী। ভাই তোমার জয় সংবাদ, তোমার আস্‌বার আগেই এসে পৌঁছেছে, অতি সুকৌশলে তুমি কোণ্ডনা দুর্গ আক্রমণ করেছিলে। অন্ধকার রজনীতে সিংহ যেরূপ করীমুণ্ড বিদীর্ণ করে, তুমিও সেই-রূপ অন্ধকার রজনীতে অসতর্ক মুসলমানগণকে পরাজিত করেছ। আজ হ'তে কোণ্ডনা দুর্গের নাম সিংহগড় হবে, আর পুরুষ সিংহ তানাজী তার অধিকারী।

তানাজী। রাজা, দুর্গের অধিকার অপেক্ষা তোমার কার্য্যে প্রতিদিন রণশ্রম আমার প্রিয়।

শিবাজী। ভাই তোমার বীরবাহু কদাচ অলস ভাবে অবস্থান করবে না।

(আবাজীর প্রবেশ)

আবাজী। মহারাজ, কল্যাণ প্রদেশ মহারাজের পদানত, সমস্ত দুর্গই হস্তগত হয়েছে।

শিবাজী। আবাজী, তুমি আমার সহপাঠী, স্বর্গীয় দাদোজী কোণ্ড-দেবের শিক্ষায়, তুমি যে তার উপযুক্ত শিষ্য, কল্যাণ জয়ে তার পরিচয় দিয়েছ।

আবাজী। মহারাজ অতি সামান্য কার্য্যে উচ্চ সম্মান প্রদান করেন।

শিবাজী। আবাজী, তোমার কার্য্য সামান্য নয়। কল্যাণ করগত হওয়ায় শত্রু-আশঙ্কা দূর হয়েছে। আমরা এখন বিজাপুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম হব। তুমি ধন্য!

আবাজী। মহারাজ, কল্যাণ-দুর্গাধিপ মুলানা আহম্মদ, বন্দী অবস্থায় দরবারে আনীত হয়েছে, তার প্রতি কি আদেশ হয়?

শিবাজী। আবাজী, আর বন্দী কেন? এখন আমাদের অতিথি, সম্মানের সহিত দরবারে আন্‌তে আজ্ঞা দাও।

আবাজী। মহারাজের নিমিত্ত আর একটী অমূল্য রত্ন আনয়ন করেছি। রত্ন মহারাজেরই যোগ্য। মহারাজ গ্রহণ কর্‌লে কৃতার্থ হবো।

শিবাজী। আবাজী, যদি স্বদেশের কার্য্যে সে রত্নের প্রয়োজন হয়, তা'হলেই সে রত্ন আমার নিকট অমূল্য।

আবাজী। মহারাজ দর্শন মাত্রেই বুঝ্‌বেন, সে রত্ন অমূল্য কি না?

শিবাজী। কই কোথায় রত্ন?

(আবাজীর ইঙ্গিতে দুইজন বাঁদীর সহিত মুলানা আহম্মদের পুত্রবধুর প্রবেশ)

এ কি, দরবারে স্ত্রীলোক কেন?

আবাজী। মহারাজ, এই অমূল্য নারীরত্ন। ভারতবর্ষে এঁর তুল্য সুন্দরী নাই, সম্রাজ্ঞী নুরজাহানও এঁর তুল্য সুন্দরী ছিলেন কি না সন্দেহ!

শিবাজী। আবাজী সত্য, আমাদের জননী যদি এরূপ সুন্দরী হতেন, তা'হলে আমরাও পরম সুন্দর হতেম। আবাজী, বোধ হয় স্বর্গগত গুরুদেব দাদোজী কোণ্ডের নিকট অস্ত্র শিক্ষাই তোমার স্মরণ আছে, তাঁর নীতি-উপদেশ বিস্মৃত হয়েছ অথবা আমি সেই নীতি-উপদেশ বিস্মৃত হয়েছি কি না, তাই পরীক্ষার নিমিত্ত, এই কুল-নারীকে সভায় উপস্থিত করেছ। আবাজী, গুরুদেবের নীতি

উপদেশ আমি বিস্মৃত হই নাই। নারী মাত্রেই মা ভবানীর অংশ, আমার সম্পূর্ণ স্মরণ আছে, নারীর অপমানে ভবানীর অপমান, এ কথা শয়নে-স্বপনে আমি বিস্মৃত নই। (রমণীর প্রতি) মা. পুত্রেব নিকট আগমনে জননীর অপমান নাই, পুত্রের কল্যাণ কামনায, পুত্রের নিকট জননী সর্ব্বদাই আগমন করেন। এতে জননীর মর্য্যাদার হানি নাই। মা, সন্তানের আলযে নিশ্চিন্তে অবস্থান করুন। যাও, মুলানা আহম্মদ সাকে সম্মানের সহিত দরবারে আনযন করো।

পুত্রবধূ। মহারাজ বুঝ্‌লেম, রাজ্যশাসনের আপনি প্রকৃত উপযুক্ত। আপনি নবরাজ্য স্থাপনের উদ্যম কচ্চেন, কতদূর কৃতকার্য্য হবেন, জান্‌বার জন্য আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি, নচেৎ আমার নিকট এই লুক্কাইত জহব ছিল. জয়োন্মত্ত আবাজী দেখ্‌তেন, মুসলমান রমণী প্রাণ কিরূপ তুচ্ছ জ্ঞান করে। মহারাজ, আমার মনে মনে তোমায় সন্তান জ্ঞান হচ্চে। আমার হৃদয়ে উদয হচ্চে, যে তোমার কুত্রাপি পরাজয নাই। আমার অন্তর আপ্‌না হ'তে ঈশ্বরের নিকটে তোমার জয় প্রার্থনা কচ্চে।

শিবাজী। মা, তোমার আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না।

(মুলানা আহম্মদের প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হয়। মাতা আমার কল্যাণের নিমিত্ত এখানে আগত। মাতাপুত্রে এতক্ষণ কথোপকথন হচ্ছিল। আপনাকে আমার এই অনুরোধ, আমার আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমায় তৃপ্ত করুন। আর কবে আপনার বিজাপুর গমন অভিপ্রায়, আজ্ঞা কর্‌বেন। আপনি উপবেশন করুন, নচেৎ আমি আসন গ্রহণ কর্‌তে অক্ষম।

মুলানা। বীরবর, আপনার বীরত্বের কথা আমি শতমুখে শ্রুত আছি, কিন্তু এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব সৌজন্য গুণে যে আপনি বিভূষিত, তা আমার ধারণা ছিল না। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি শত্রুর প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার অতি বিরল। আপনি মহাত্মা, আমি উচ্চ কণ্ঠে প্রচার কচ্চি। উচ্চ রাজগুণে আপনি সম্পূর্ণ বিভূষিত। এখন আমার অনুমান হলো, যে পদে পদে কিরূপে আপনি জয়লাভ করেছেন। আপনার মাহাত্ম্যে সৈন্য সৃষ্টি হবে, বীর সৃষ্টি হবে, রাজ্য সৃষ্টি হবে—এ বিচিত্র নয়। আপনি রাজা—আপনি আসন গ্রহণ করুন, আমায় আপনাকে সম্মান প্রদানে অধিকার দিন। আপনি মানী, আপনাকে সম্মান প্রদানে মান বৃদ্ধি হয়।

শিবাজী। এক্ষণে আপনি ক্লান্ত—বিশ্রাম লাভ করুন, পরে বিরূপ আদেশ করেন, আমায় জানাবেন। তানাজী, মহারাষ্ট্রেরা কিরূপ অতিথি সেবা করে, তা তুমি অবগত, এই মহাশয়ের আতিথ্য-ভার তোমার।

তানাজী। মহাশয়, অনুমতি হয়, আপনারা আগমন করুন।

মুলানা। মহারাজ, সেলাম।

পুত্রবধূ। বাবা, তুমি আমায় মা ব'লে সম্বোধন করেছ, আমি তোমায় সেলাম দিলে, তোমার অকল্যাণ হবে। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি প্রত্যহ প্রাতে ঈশ্বরের নিকট তোমার নিমিত্ত দোওয়া প্রার্থনা করবো।

(শিবাজীর মস্তক অবনত করণ)

[তানাজীসহ মুলানা আহম্মদ, তৎপুত্রবধূ ও বাঁদীদ্বয়ের প্রস্থান।

শিবাজী। হে সমাগত মহারাষ্ট্রগণ, হে মাতৃভূমিবৎসল বীরগণ, হে কীর্ত্তিমান অস্ত্রধারিগণ; স্বর্গীয় দাদোজী কোণ্ডের উপদেশ শোনো,

যদি কীর্ত্তিমান হ'বার উচ্চ আশা করো, মাতৃজ্ঞানে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌বে। ব্যভিচারীর ধ্বংশ অনিবার্য্য! পুরাণ পাঠে অবগত আছ,—সীতার অপমানে লঙ্কা ধ্বংশ হয়, দ্রৌপদীকে উরু প্রদর্শনে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হয়। সাবধান, ব্যভিচারীর উন্নতি নাই। বীরগণ, হৃদয়ে ধারণা রাখো, নারীর সহ আমাদের বিবাদ নাই, কিরূপে রমণীকে সম্মান কর্‌তে হয়, মহারাষ্ট্র তা প্রচার কর্‌বে। আমরা জন্মভূমির কার্য্যে ব্রতী, মাতৃকার্য্যে ব্রতী, নারীর অপমানে মাতার অপমান হবে।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। একজন মুসলমান সৈনিক রাজদর্শন প্রার্থনা করে।

শিবাজী। ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

সুরেরাও। বোধ হয়, বিজাপুরের দূত।

(মুসলমান সৈনিকের প্রবেশ)

শিবাজী। সৈনিক, তোমার মন্তব্য প্রকাশ করো।

মুসলমান। মহারাজ, আমরা সপ্তশত মুসলমান, বিজাপুরের সৈনিক-দল পরিত্যাগ ক'রে মহারাজের অধীনে কর্ম্ম প্রার্থনা করি।

শিবাজী। এ প্রার্থনার কারণ কি?

মুসলমান। মহারাজ, যদিচ বিজাপুর মুসলমান রাজ্য, তথায় আমাদের দুরবস্থার পরিসীমা নাই। জাইগিরদারের পীড়ন, উচ্চ রাজকর্ম্ম-চারীর পীড়ন, সুলতানের পীড়ন,—আমরা মুসলমান হ'য়েও আমাদের স্বাধীনতা নাই—অধীনের অধীন। কিন্তু মহারাজের রাজ্যে মুসলমানেরা মহারাষ্ট্রের ন্যায় স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা-

প্রয়াসে মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, আশ্রিতকে বর্জ্জন করবেন না।

শিবাজী। এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কি ?

যেসজীকঙ্ক। বিজাপুরের সুলতানের সহিত আমাদের শত্রুতা। এঁরা মুসলমান, এঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কতদূর সঙ্গত, তা মহারাজ বিচার করুন।

আবাজী। মহারাজ, আমার বিবেচনায় সঙ্গত। আমাদের বিজাপুরের সহিত শত্রুতা সত্য, কিন্তু সমস্ত মুসলমানের সহিত শত্রুতা নয়। বিজাপুরের অধীনে অনেক উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারী আছেন, এমন কি মহারাজের পিতৃদেব কর্ণাটে তাঁর সেনাপতি। আমাদের সৈনিক-কার্য্যে মুসলমান কি নিমিত্ত নিযুক্ত না হবে ?

শিবাজী। আবাজী, তোমার প্রস্তাব অতি সঙ্গত। হে মুসলমান বীর, আজ হ'তে তোমরা আমার সৈন্যদলভুক্ত। প্রজা আমার পুত্রের ন্যায় প্রিয়। তোমাদের যখন আমার প্রজা হবার বাসনা, তোমরাও জনে জনে আমার পুত্রের ন্যায় আদরণীয়! তোমাদের বাহুবলে অনেক শত্রু পরাজিত হবে, এইরূপ আমার প্রত্যাশা। আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি জাতির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছি, তোমরাও সেই স্বাধীনতার অধিকারী। স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ ক'রে, জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করবে, সন্দেহ নাই। আমার সম্পূর্ণ ধারণা, প্রজাপীড়ক ওমরাও-চালিত বিজাপুর দরবার, তোমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করেছে। আজ হ'তে তোমরা স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রদেশে স্বাধীন। সাধারণ শত্রু বিরুদ্ধে জাতিভেদ কখনই রবে না। জাতিভেদ-বুদ্ধি শত্রুর বাহু বলবান্ করে। জাতি-বিরোধে শত্রুর পদানত হওয়া

অনিবার্য্য। স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রদেশে ধর্ম্ম প্রভেদ বা জাতি প্রভেদে পরস্পর বিরোধের সম্ভাবনা নাই। স্বাধীনতাপ্রিয় মনুষ্যমাত্রই একজাতীয়। স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবদ্ধ। যে স্বাধীনচেতা, তার হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই। ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করে। সে ভেদাভেদ স্বাধীন মহারাষ্ট্রে নাই, পরমানন্দে স্বাধীন মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা ভোগ করো। তোমার সহচরগণকে ল'য়ে এসো, আমি জনে জনে পুত্র সম্বোধনে সম্ভাষণ কর্‌বো।

মুসলমান। মহারাজ, কৃতদাস আপনার উদারতায় চির আবদ্ধ।

[মুসলমান সৈনিকের প্রস্থান।

সকলে। (ব্যগ্রতাসহ) স্বামীজী আস্‌ছেন—স্বামীজী আস্‌ছেন !

(রামদাস স্বামীর প্রবেশ)

শিবাজী। গুরুদেব, চরণে দাসকে স্থান দিন। (চরণে পতন)

রামদাস। (তুলিয়া) শিব্বা, তোমায় আলিঙ্গন ক'রে হৃদয় শীতল কর্‌বো, আমার বহুদিন বাসনা। তুমি কে আমি ধ্যানে অবগত আছি। কিন্তু কুটীলমন সহজে বিশ্বাস স্থাপন করে না। ভূভার হরণে স্বয়ং শঙ্কর তোমার মাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন,—কিন্তু পরীক্ষা ব্যতীত এতদিন আমার মনে প্রত্যয় জন্মায় নাই। যখন তুমি সেই মুসলমান-কুলনারীকে মাতৃ সম্বোধন কর্‌লে, তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, তুমি জিতেন্দ্রিয় এইমাত্র ধারণা জন্মে। কিন্তু তোমার হৃদয় যে ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্য, তুমি যে সমচক্ষে হিন্দু-মুসলমানকে দর্শন করো সে পরিচয় এখন প্রাপ্ত হলেম। বৎস, তুমি যে হও, আমি সন্ন্যাসী, তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বার অধিকার আছে।

শিবাজী। গুরু—প্রভু—পিতা—আপনার চরণরেণু প্রার্থী, এ ব্যতীত দাসের অন্য অভিমান নাই। দাসের যা আছে, প্রভুই তার অধিকারী, আপনার অধিকার গ্রহণ ক'রে দাসকে চরিতার্থ করুন। এই আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করলেম। (উষ্ণীষ অর্পণ।

রামদাস। ভাল, তোমার সম্পত্তি গ্রহণ করলেম। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, রাজকার্য্য পরিচালনায় অপটু, তুমি আমার কর্ম্মচারী। শত্রু আগত প্রায়, তৎপর হও।

শিবাজী। আপনার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হলেম, তার নিদর্শন কি?

রামদাস। অপর নিদর্শন তো নাই, আমার উত্তরীয় গ্রহণ করো।

শিবাজী। জয় রামদাস স্বামীর জয়!

সকলে। জয় রামদাস স্বামীর জয়!

শিবাজী। এই আমাদের জয় পতাকা, আজ হ'তে গৈরিকবর্ণের জয়পতাকা মহারাষ্ট্রে উড্ডীয়মান হবে, সেই পতাকাতলে জয়লক্ষ্মী আবদ্ধ। মারুতি কর্তৃক যেরূপ দুরন্ত রাবণ ধ্বংশ হয়েছিল, মারুতি-প্রদত্ত এই পতাকাবলে আমাদের শত্রুও সেইরূপ ধ্বংস হবে।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, সর্ব্বনাশ! দুরাত্মা বিজাপুর-সেনাপতি আফ্‌জল খাঁ, তুলজাপুর আক্রমণ করেছে, শত শত দেবমন্দির ভগ্ন ক'রে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেছে। হিন্দু আবালবৃদ্ধবনিতা পথে হত্যা করতে করতে আসছে। তুলজাপুর লুন্ঠিত, দেবী ভবানীর ভগ্ন প্রতিমা ভূমিতলশায়ী!

শিবাজী। গুরুদেব—গুরুদেব—মায়ের কি লীলা?

রামদাস। বৎস, কাতর হয়ো না, দেবীর ভগ্ন শরীর দৃষ্টি ব্যতীত নিদ্রিত হিন্দুর হৃদয় জাগ্রত হবে না, ধর্ম্মহীন জীবনে ধর্ম্ম সঞ্চার হবে না, হীন প্রাণে মাহাত্ম্য উদয় হবে না। সেই নিমিত্ত দেবীর এই লীলা। এখন হ'তে যে ব্যক্তির শরীরে একবিন্দু হিন্দুশোণিত প্রবাহিত, অতি হীন হ'লেও সে ব্যক্তি উত্তেজিত হবে, অতি ক্ষীণ বাহুও বীরের ন্যায় তরবারি গ্রহণ ক'রবে, ভীরু ব্যক্তিও তৃণের ন্যায় সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিতে উৎসুক হবে, এ অমঙ্গল নয়—শুভ—হিন্দু-স্বাধীনতার ভিত্তি। অত্যাচার চরমসীমায় না উপস্থিত হ'লে পরাধীন দেশে পরাধীন জাতি নবজীবন প্রাপ্ত হয় না। নিরীহ আবালবৃদ্ধবনিতা হত্যা, অত্যাচারের চরম উপস্থিত! অত্যাচারীর ধ্বংশ অনিবার্য্য। চলো, ভবানীর নামে আমরা অগ্রসর হই।

শিবাজী। প্রভু, আপনার চরণে আমার এক অভিমান, যে কর্ণে ভবানীর প্রতিমাভঙ্গ শ্রবণ করলেম, সেই কর্ণে যদি শত রণস্থলে শত্রুর আর্ত্তনাদ না শ্রবণ করি, নিরীহ নির্ব্বিরোধী হিন্দুর এক-বিন্দু শোণিত পরিবর্ত্তে যদি সহস্র সহস্র শত্রুর বক্ষের শোণিত না প্রবাহিত হয়, যে পদবিক্ষেপে দেবমন্দির দলিত, সেইরূপ সহস্র সহস্র শত্রুশির যদি পদ-বিদলিত না হয়, যদি মহারাষ্ট্রীয় শত্রু, সিংহাসনে বা অট্টালিকার সুখশয্যায় দিবারাত্র মহারাষ্ট্রীয় ধ্যানে কম্পিত না হয়, যদি সনাতন আর্য্যধর্ম্ম সংস্থাপনে সক্ষম না হই, তা'হলে মৃত্যুকালে জানবো, যে প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধী! পিতৃকুল, মাতৃকুল—কলঙ্কিত! বিফল জন্ম—বিফল কর্ম্ম—বিফল উদ্যম—বিফল অস্ত্রধারণ—বিফল দেহভার বহনে জীবন অতিপাত করেছি! কুলের কণ্টক—কুলের কলঙ্ক—পিতৃমাতৃকুলের অধো-গতির নিমিত্ত দেহ ধারণ করেছিলেম! কিন্তু না—কদাচ না—

আপনার সম্মুখে আমার হৃদয় হ'তে উত্থিত হচ্চে—এই অসিতে শত্রুকুল নির্ম্মূল হবে, এই অসিতে শত্রু-শোণিত স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হবে, শত্রুশির গেণ্ডুয়ার ন্যায় ঘূর্ণিত হবে, ভারতে মহারাষ্ট্রে আর্য্য-স্বাধীনতার সহিত আর্য্যধর্ম্ম দিবাকরের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করবে! জয় মা ভবানী!

রামদাস। স্বস্তি!

সকলে। জয় মা ভবানীর জয়, জয় রামদাস স্বামীর জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভগ্ন মন্দির।

মল্লিকজী।

মল্লিকজী। বাঃ ক্যা তোফা! লালে লাল! খুব কোতল হয়েছে! খাঁ সাহেব ঠিক মুসলমান। কাফেরকে কাট্‌বে—মারবে। এই হুকুম—এই মুসলমানি!

(গঙ্গাজীর প্রবেশ)

গঙ্গাজী। সাহেব, মল্লিকজী কোথায়?

মল্লিকজী। (স্বগত) অ্যাঁ—এখনো কাফের এখানে আছে? অ্যাঁ এর হাতে যে হেতিয়ার! আমায় কোতল কর্‌বে না তো?

গঙ্গাজী। মশায় বলুন না, মল্লিকজী কোথায়? কোথায় গেলে তাঁর তস্‌রিফ্ দর্শন কর্‌বো?

মল্লিকজী। কেন—কেন—তুমি মল্লিকজীকে চাও কেন?

গঙ্গাজী। এই—তা হতেই আমার শত্রু নির্ম্মূল হবে।

মল্লিকজী। কে তোমার দুষ্‌মণ?

গঙ্গাজী। আমার দুষ্‌মণ শিবাজী—আর কে!

মল্লিকজী। তোমার দুষ্‌মণ কেন?

গঙ্গাজী। আর সে কথা তোমায় কি বল্‌বো—আমার জোয়ান ভাইটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার সেপাই করেছে, আমার ধানের গোলা লুট ক'রে তার সেপাইকে খাইয়েছে।

মল্লিকজী। কেন—তুমি কি জাত?

গঙ্গাজী। জেতে হিন্দু, কিন্তু মুসলমান হবার জন্যে ঘুরচি।

মল্লিকজী। অ্যাঁ—অ্যাঁ—তুমি এমন আদ্‌মি—তুমি এমন আদ্‌মি?

গঙ্গাজী। না ত মল্লিকজী তুমি দেখ্‌ছ কি?

মল্লিকজী। আমিই মল্লিকজী—আমিই মল্লিকজী।

গঙ্গাজী। ইঃ—

মল্লিকজী। আরে হ্যাঁ, আমি কি ঝুট্‌ বল্‌চি?

গঙ্গাজী। দেখ মল্লিকজী; আমি মুসলমান হবো।—ও বাবা!—

মল্লিকজী। তুমি চম্‌কাচ্চো কেন? মুসলমান হবে, তোমার ভয় কি?

গঙ্গাজী। উঁ! মল্লিকজী—মল্লিকজী আমার মাগ ছেলে সব বাড়ীতে। জোয়ান স্ত্রী, বাচ্ছা বাচ্ছা সব ছেলেগুলি।

মল্লিকজী। তোমার ডর কি?

গঙ্গাজী। আর ডর কি, কখন শিবাজীর সঙ্গে লড়াইয়ে হার্‌বে, আর আমার মাগছেলে এক গাড় কর্‌বে।

মল্লিকজী। হার্‌বো কেন—হার্‌বো কেন? খাঁসাহেব বহুৎ ফৌজ নিয়ে এসেছে।

গঙ্গাজী। ফৌজ আন্‌লে কি হবে? তবে তোমায় বল্‌বো মল্লিকজী—ও বাপ্‌রে!—

মল্লিকজী। কেন, তুমি এমন ডর পাচ্চো কেন?

গঙ্গাজী। তবে মল্লিকজী, তোমায় বলবো!—ও শয়তানের সঙ্গে সলা করেছে, তুমি কারুকে ব'লো না।

মল্লিকজী। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক! তুমি কিসে জান্‌লে?

গঙ্গাজী। জান্‌লুম কিসে?—ভোর বেলা একদিন মাঠে হাত-পা ধুতে গেছি, দেখি খানিক দূরে মস্ত কালো তালগাছের মতন জোয়ান—মস্ত দুই কালো ডানা—বল্‌ছে, "আমি শয়তান, তোর উপর খুসী হয়েছি। আমার ঠেঙে মন্ত্র শেখ্‌, তুই যেখানে মনে কর্‌বি, উড়ে যেতে পার্‌বি, আর যাদের তুই সঙ্গে নিবি, তারাও তোর সঙ্গে উড়ে যেতে পার্‌বে।" কি চুপি চুপি মন্ত্র দিলে; অমনি দেখি, এই হাত নাড়ে, আর ওড়ে!

মল্লিকজী। ঠিক ঠিক, শয়তানি শয়তানি!

গঙ্গাজী। ওগো মল্লিকজী—তবে কি ক'বে জিত্‌বে?

মল্লিকজী। হুঁ, খাঁসাহেব সলা করেছে, একটা বামুন সঙ্গে নিয়েছে, সেই বামুনটো শিবাজীকে বুঝিবে, খাঁসাহেবের পাশ নিয়ে আস্‌বে, আর খাঁসাহেব অমনি বেঁধে চালান দেবে।

গঙ্গাজী। ঐ গেলো ব্যাটা—মলো ব্যাটা—ডাকাত ব্যাটা!

মল্লিকজী আরে থাম্ থাম্—শোন্ শোন্!

গঙ্গাজী। বলো বলো—

মল্লিকজী। তারপর দরাজ লুট হুকুম হবে। যেমন তুলজাপুরের হাল দেখ্‌ছিস্‌, তেমনি সব জায়গার হাল হবে; আর, তোরে মুসলমান কর্‌বো।

গঙ্গাজী। খাঁসাহেব এখন কোথায় মল্লিকজী?

মল্লিকজী। পুরন্দরপুরের হিন্দুর দরগার এইরূপ হাল ক'রে, ওয়াইয়ের তরফ ছাউনি গাড়্‌বে।

গঙ্গাজী। তুমি এখানে রয়েছ যে?

মল্লিকজী। এই আঁখির সুখ ক'রে সয়ের ক'চ্চি।

নেপথ্যে। আর ভয় কি—শিবাজী আস্‌ছেন, আর ভয় কি?

মল্লিকজী। অ্যাঁ, কি?

গঙ্গাজী। মল্লিকজী, এসো এসো—পালাই চলো।

মল্লিকজী। আরে এ তরফ পালাবো কোথায়, ঐ যে সব কাফের আসচে।

গঙ্গাজী। না মল্লিকজী, তোমার পায়ে ধরি মল্লিকজী, তোমায় এই দিকেই যেতে হবে মল্লিকজী! (জড়াইয়া ধরণ)

মল্লিকজী। ঐ এলো—ঐ এলো—আমায় ছাড়্‌ ছাড়্‌, আমায় পাক্‌ড়াবে।

গঙ্গাজী। হ্যাঁ মল্লিকজী, পাক্‌ড়াবোই ত মল্লিকজী!

মল্লিকজী। বেইমানি—বেইমানি!

গঙ্গাজী। হ্যাঁ মল্লিকজী, বেইমানিই ত মল্লিকজী!

[ধাবমান মল্লিকজীর পশ্চাৎ গঙ্গাজীর প্রস্থান।

নেপথ্যে মল্লিকজী। দোহাই বাবা—ছেড়ে দে বাবা!

(একদিক হইতে অনুচরগণসহ শিবাজী ও অন্যদিক হইতে কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগরিক। মহারাজ, দুর্দ্দশা দেখুন, যোগ-উপলক্ষে দেবাদর্শনার্থে বহু সংখ্যক যাত্রী উপস্থিত হয়েছিল, অকস্মাৎ মুসলমানেরা আক্রমণ ক'রে, নিরস্ত্র নিরীহ আবালবৃদ্ধবনিতাকে হত্যা করেছে। মন্দির ভগ্নপ্রায়, দেবী-অঙ্গচ্ছেদ, চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন, দারুণ হত্যাকাণ্ড,

শোণিত-প্রবাহে শ্যামলা মেদিনী লোহিতাঙ্গী—হায় হায়, কি হলো!

শিবাজী। ভাই, আক্ষেপের সময় নাই, আক্ষেপে অত্যাচার নিবারণ হবে না। হিন্দুরা মোহমুগ্ধ, তাই এই দুর্দ্দশা; এ সকল আমাদের হীন সহিষ্ণুতার ফল। যদি মস্তক অবনত ক'রে এতদিন না বিজাতীর পীড়ন সহ্য করতেম—যদি আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত দান করতে শিক্ষালাভ করতেম—যদি আপনাকে মনুষ্য ব'লে আত্ম-সম্মান করতেম—যদি স্বদেশ রক্ষা, স্বজাতি রক্ষা, মানব-জীবনের কর্ত্তব্য জ্ঞান করতেম—যদি স্বজাতি, স্বধর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হ'তেম—যদি বিদেশী-শৃঙ্খল ঘৃণা করতেম—যদি অদৃষ্টের উপর নির্ভর না ক'রে মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করতেম, পুরুষত্বের উপর নির্ভর করতেম—যদি শাস্ত্রের স্বরূপ বচন উপলব্ধি করতেম, যে যুদ্ধ-মৃত্যু তীর্থ-মৃত্যু অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ, সহস্র যাগ-যজ্ঞ অপেক্ষা জন্মভূমির কার্য্য উচ্চ—যদি স্বদেশ-অনুরাগ, স্বজাতি-প্রেম মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচয়, এই সকল উচ্চ ধারণা হৃদয়ে স্থান দিতেম, তাহ'লে আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা কদাচ হতো না;—তাহ'লে আমরা অন্নের জন্য বস্ত্রের জন্য বিজাতীর মুখাপেক্ষী হতেম না,—তাহ'লে আমাদের নিরীহ, নির্ব্বিরোধী নিরস্ত্র শত শত স্বজাতির হত্যাকাণ্ড দর্শন করতে হতো না,—তাহ'লে দেবস্থান কলুষিত দেখতেম না, দেবমন্দির ভগ্ন দেখতেম না, দেবী-অঙ্গ ছিন্ন দেখতেম না। এ সকল মহাপাপের ফল,—জড়তা মহাপাপ, সেই মহাপাপের ফল! এসো সকলে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি,—লুপ্ত ধর্ম্ম উদ্ধার করি, মাতৃভূমির পর-শৃঙ্খল মোচন করি, একতায় পরস্পর আলিঙ্গন করি, মনুষ্য ব'লে সমাজে পরিচয় দিই,

বীরবীর্য্যে তরবারি ধারণ করি। এসো, শত্রুনিপাতে ব্রতসঙ্কল্প হই।

সকলে। জয় শিবাজীর জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—০—

বনমধ্যস্থ কালী-মন্দির।

লক্ষ্মীবাই।

লক্ষ্মী। মা শিবরাণী, স্বামী আমার রণভূমে; মা শিব-সীমন্তিনী, পদ-ছায়া দিয়ে তাঁরে রক্ষা করো। শুনেছি, দুর্দ্দম আফ্‌জল খাঁ যুদ্ধার্থে অগ্রসর,—ঘোর রণ আসন্ন। রণরঙ্গিনী, রণভূমে অসিহস্তে শত্রুর শিরশ্ছেদন করো। মাগো, তোমায় মা ব'লে তোমার প্রসাদী পুষ্প মস্তকে ধারণ ক'রে স্বামী যুদ্ধে গমন করেছেন, তোমার কার্ত্তিকের ন্যায় তাঁর বাহুবল অমোঘ করো। শক্তি দেবের শক্তি-প্রভাবে অসুরদল যেরূপ বিতাড়িত হ'য়েছিল, আমার স্বামীর অসিবলে সেইরূপ শত্রু বিতাড়িত হোক! শুনেছি, এ শঙ্কাপূর্ণ ডাকিনীবিহারিণী বিজন প্রদেশে, অমাবস্যা নিশায় তোমার চরণে রক্তজবা অর্পণ কর্‌লে, তুমি মনস্কামনা পূর্ণ করো। মা, আমার রক্তজবা গ্রহণ ক'রে আমার কামনা পূর্ণ করো মা!

(মুসলমান সৈন্তগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। আরে এই জঙ্গলে ভি একটা কাফেরের মন্দির, আয় মন্দির তুড়ি আয়।

২য় সৈন্য। আমি এই গৌ-হাড় গেঁথেছি, এ মূর্ত্তিটে তুল্‌বো না, ওর গলায় এই গৌ-হাড় দিব—কাফেররা খুব জব্দ হবে।

১ম সৈন্য। আরে দেখ্‌-দেখ্‌—একটা কাফেরের আউরাৎ দেখ্‌, খাঁ-সাহেবের কাছে নিযে যাই আয।

লক্ষ্মী। এ কি! কাব কণ্ঠস্বর? শত্রুর স্বর অনুমান হ'চ্চে। এই যে শত্রু উপস্থিত।

২য় সৈন্য। বিবি, তোমার বক্ত ফিরেছে, আমাদের সাথ চলো, খাঁ সাহেব তোমার খুব কদর করবে।

লক্ষ্মী। দুরাত্মা তস্কব, আর একপদ অগ্রসর হোস্‌নে, দেবীকোপে এখনি ভস্ম হ'বি!

১ম সৈন্য। হাঁ হাঁ, বহুৎ জাযগায আমরা খাক্‌ হযেছি। তুলজাপুর, পুরন্দব সেথায়ভি এম্‌নি এম্‌নি ভূত ছিল। এসো বিবি, কেন বেইজ্জৎ হবে—বেগম হবে, বড় আরামে থাক্‌বে! কাফের তোমার কি কদব জানে. আইস বিবি আইস, দরজা বন্ধ ক'রে কি করবে, এখনি দরজা তুড়্‌বো।

২য় সৈন্য। আরে, দরজা তোড়ো—

[মন্দির-দ্বারে পদাঘাত ও মন্দির-দ্বার ভগ্ন হওন।

লক্ষ্মী। মা, কি করলি, কি হলো? সতীরাণী, তোর মনে কি এই ছিল মা, বিধর্ম্মীর হস্তে পতিত হলুম? এই যে—এই যে পশুবলীর খড়্গ রয়েছে, এই যে মা আমায় বলীর খড়্গ প্রদান করেছেন। মা, নরবলী গ্রহণ করো। [খড়্গ হস্তে আক্রমণ।

সৈন্যগণ। পালা—পালা—দেও—দেও—

[সৈন্যগণের পলায়ন।

(কয়েকজন মাওলীসৈন্যসহ তানাজীর প্রবেশ)

তানাজী। কই শত্রু কোথা? এ কি রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি, মুক্তকেশী, অসি-করা ভৈরবী! ভীমা আরক্ত নয়না, কে এ শত্রুসংহারিণী! মার সহচরী কি আবির্ভূতা হ'যে শত্রু সংহার করেছেন! একি লক্ষ্মী? লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, তুমি হেথায় কেন?

(লক্ষ্মীর কাঁপিতে কাঁপিতে পতন)

তানাজী। লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, চেয়ে দেখো আমি!

লক্ষ্মী। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) কোথায় আমি? এ কি!

তানাজী। মার মন্দিরে কি নিমিত্ত এসেছিলে?

লক্ষ্মী। অ্যাঁ অ্যাঁ, মার মন্দির! খড়্গ—খড়্গ—দানব সংহার করবো—দানব সংহার করবো—মার মন্দির কলুষিত করতে এসেছে!

তানাজী। স্থির হও, স্থির হও। শত্রু পলায়ন করেছে, তবে যদি নৃত্য করবার ইচ্ছা থাকে, আমি বুক পেতে দিচ্চি, নৃত্য করো।

লক্ষ্মী। তুমি!

তানাজী। হাঁ আমি, তুমি এ বিজন স্থানে কি নিমিত্ত এসেছিলে?

লক্ষ্মী। তোমার বিজয়-কামনায়।

তানাজী। একাকিনী এ বিজন প্রদেশে আসা তোমার উচিত হয় নাই। তুমি কি শোনো নাই, দুরাশয় আফজলখাঁর সৈন্যেরা যথায় দেব-দেবীমন্দির, সেইস্থান আক্রমণ ক'রে দেবদেবী মূর্ত্তি ভঙ্গ করচে, দেব-অঙ্গ ছিন্ন ক'চ্চে। এই সঙ্কট সময়ে তুমি একা দেবীমন্দিরে এসে কেন বিপদ আহ্বান করেছ?

লক্ষ্মী। কি আশ্চর্য্য, তোমার ন্যায় বীরপুরুষেরা অস্ত্রধারী, তথাচ দেব-মূর্ত্তি ভগ্ন হ'চ্চে! আমার স্মরণ হ'চ্চে, এ মন্দিরও ম্লেচ্ছ আক্রমণ করেছিল, কিন্তু অসিধারিণী রমণী তাদের নিবারণ করেছে। আজ আমার মনে হয়, যে নারীর অস্ত্র ধারণে অধিকার নাই, এ কথা ভ্রম মাত্র। যখন পুরুষেরা দেব-দেবীমন্দির রক্ষা কর্‌তে অক্ষম, তখন রমণীরা খড়্গ ধারণ ক'রে মন্দির রক্ষা কর্‌বে; না পারে, মার চরণে নিজ শরীর বলি প্রদান কর্‌বে। যদি মুসলমান না অচিরে মহারাষ্ট্র-বলে বিতাড়িত হয়, তুমি দেখ্‌বে মহারাষ্ট্র-রমণীরা অসি হস্তে সেই দনুজকুল সংহার কর্‌বে। আজ হ'তে আর আমি অন্তঃ-পুরবাসিনী নই, আমি রণস্থলবিহারিণী, ভীরুজন-উৎসাহবর্দ্ধিনী, আমি রণরঙ্গিনী জগদম্বার সহচরী।

তানাজী। সত্যই তুমি রণরঙ্গিনীর সহচরী রণরঙ্গিনী। চলো গৃহে চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। *

—:০:—

কৃষ্ণাজীপন্তের শিবির।

কৃষ্ণাজীপন্ত ও ছদ্মবেশী শিবাজী।

শিবাজী। শিবাজী ত সন্ধি কর্‌বার জন্য লালায়িত, তার মনে নিশ্চয় ধারণা, যে আফ্‌জলখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

কৃষ্ণাজী। তা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌লেন না কেন?

শিবাজী। সাক্ষাৎ কর্‌বেন! ভয়ে অভিভূত হ'য়ে শয্যাশায়ী হয়েছেন

খাঁসাহেবের নিকট হ'তে আপনার মারফৎ পত্র পেয়ে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর ভয় দূর হয় নাই। আপনি স্বজাতি, তাই আপনার নিকট জান্‌তে পাঠালেন, যে খাঁসাহেব যে মর্ম্মে পত্র লিখেছেন, তা কি তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় ?

কৃষ্ণাজী। অভিপ্রায় নয় কেন বিবেচনা ক'চ্চেন ? খাঁসাহেব শাহাজীর পরম বন্ধু, খাঁসাহেবও যেমন বিজাপুরের পক্ষে সৈন্যসঞ্চালন ক'চ্চেন, শিবাজীও সেইরূপ করবেন—জাইগিরদার হবেন, অশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন।

শিবাজী। তবে তাঁর অভিপ্রায় সত্য ?

কৃষ্ণাজী। সত্য না হ'লে এরূপ পত্রই বা লিখ্‌বেন কেন ? আর আমায়ই বা প্রেরণ করবেন কেন ?

শিবাজী। শিবাজীর ভয় কি জানেন ? তিনি লোকপরম্পরায় শুনে আছেন, যে তাঁরই পরামর্শে শাহাজী বন্দী হন ; তাঁরই পরামর্শে উপরে-বায়ুপ্রবেশের-পথ-মাত্র কঠোর কারাগৃহে আবদ্ধ থাকেন, সাজাহানের অনুরোধে সেই কঠোর কারাগার হ'তে মুক্তিলাভ ক'রেও বিজাপুরে চার বৎসর নজরবন্দী থাকৃতে বাধ্য হন। লোকে বলে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজী খাঁসাহেবের অনুচর দ্বারাই নিহত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণাজী। না না—সে অলীক কথা—সে অলীক কথা। তিনি বলেন, শিবাজী যখন শাহাজীর পুত্র, তখন আমারও পুত্রস্থানীয়, তা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনুচিত ; কারণ যুদ্ধে শিবাজী নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যে পুত্রস্থানীয়, তাকে হত্যা করা কি কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় আক্রমণ হ'তে বিরত আছেন।

শিবাজী। বড়ই অনুগ্রহ—বড়ই অনুগ্রহ।

কৃষ্ণাজী। কাল প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ হ'লেই শিবাজীর সকল সংশয় দূর হবে।

শিবাজী। ভাল মহাশয়, একটী নিবেদন করি, খাঁসাহেব যখন তুলজা-পুরের ভবানীমন্দির আক্রমণ করেন, তখন কি মহাশয় উপস্থিত ছিলেন? শুন্‌তে পাই, আবালবৃদ্ধবনিতা যারা উপস্থিত ছিল, সকলকে হত্যা করেছেন, দেবীকে অঙ্গহীন করেছেন, মন্দির ভগ্ন করেছেন,—এ সমস্ত কি মহাশয় স্বচক্ষে দেখেছেন?

কৃষ্ণাজী। না না—সে স্থানে উপস্থিত ছিলেম না।

শিবাজী। আমারও সেইরূপ ধারণা। নচেৎ আপনি হিন্দু, সে দৃশ্য দর্শনে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হ'তো! আপনি আর বিজাপুরে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পার্‌তেন না; এরূপ অত্যাচার-নিবারণে অবশ্যই প্রাণপণ কর্‌তেন।

কৃষ্ণাজী। আমি একজন সামান্য কর্ম্মচারী—আমি একজন সামান্য কর্ম্মচারী, আমি কিরূপে নিবারণ কর্‌তেম?

শিবাজী। সত্য,—এরূপ অত্যাচার ত কেবল তুলজাপুরে নয়, পুরন্দরে এ হ'তেও অত্যাচার হয়েছে,—যে পথে খাঁসাহেব এসেছেন, সেই পথেই হাহাকার উঠেছে।

কৃষ্ণাজী। রাত্র হয়েছে, আর এ সকল আন্দোলনে প্রয়োজন কি? কল্য যেন শিবাজী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাহ'লেই সমস্ত মিটে যাবে, শান্তি স্থাপন হবে। দেখ, যখন আমরা মুসলমানের অধীন, এরূপ ঘটনা ত হবেই, আমাদের চেষ্টায় ত নিবারিত হবে না।

শিবাজী। যদি নিবারিত হবার উপায় থাকে, তাহ'লে কি আপনি সে উপায় অবলম্বনে প্রস্তুত?

কৃষ্ণাজী। আপনার কথার ভাব আমার উপলব্ধি হ'চ্চে না! যা সম্ভব নয়, সেরূপ আলোচনায় প্রয়োজন কি ?

শিবাজী। হে ব্রাহ্মণ, আপনি সত্যই কি আমার কথার ভাব উপলব্ধি কর্‌তে অক্ষম ? সত্যই কি আপনার ধারণা, যে এইরূপ দেবী-অঙ্গ ছিন্ন, মন্দির ভগ্ন, গোহত্যা, স্বজাতি আবালবৃদ্ধবনিতা হিন্দুহত্যা; এ সকল নিবারণের উপায় নাই ? যদি এরূপ নিশ্চিত ধারণা হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কিরূপে দেহভার বহন ক'চ্চেন ?—কিরূপে আপনাকে হিন্দু ব'লে পরিচয় প্রদান করেন ? কিরূপে যজ্ঞসূত্র করে ল'য়ে বেদমাতা গায়ত্রী পাঠ করেন ?

কৃষ্ণাজী। কেন—কেন—আমায় তিরস্কার ক'চ্চেন কেন ? আমা হ'তে কি উপায় হবে ?

শিবাজী। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনা হ'তে উপায় হবে না ? আমি আপনার দাসানুদাস, কিন্তু আমি সাহসহীন নই, আপনার সাহায্যে আমি অত্যাচারীকে দমন কর্‌বো ভরসা করি, তবে আপনার সাহায্যসাপেক্ষ।

কৃষ্ণাজী। আমার সাহায্যসাপেক্ষ কিরূপ, প্রকাশ করুন ?

শিবাজী। প্রকাশ কর্‌বো—আপনার হৃদয় কি কিছু বলে না ? —আপনি বিধর্ম্মীর মনোভাব সম্পূর্ণ অবগত হ'য়েও কি উপায় করতে অক্ষম ? আপনার দ্বারা এখনই উপায় হয়। ব্রাহ্মণ, পীড়িত জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন—স্বজাতির কল্যাণ-কামনা করুন—স্বধর্ম্মস্থাপনে উৎসাহিত হোন—দেবীর অঙ্গচ্ছেদের প্রতিশোধ প্রদান ক'রে যজ্ঞসূত্রধারণ সার্থক করুন; নচেৎ ব্রাহ্মণ-জন্ম বিফল হবে—পিতৃপুরুষের তর্পণের অধিকারী হবেন না,—বেদমাতা গায়ত্রী বিরূপা হবেন।

কঙ্কাজী। আপনি কে?

শিবাজী। (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া) আমি আপনার দাস—আমি শিবাজী। অত্যাচারের প্রতিবিধান করুন—মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করুন—বিজাতি হস্তে-হত হিন্দুগণের তর্পণ করুন - দেবকার্য্য সাধন করুন।

কঙ্কাজী। শিবাজী—শিবাজী—আর আমায় লাঞ্ছিত ক'রো না; আমি বিপ্রকুলাধম, মুসলমানের দাস, আমি তোমাকে প্রতারিত করতে এসেছি।

শিবাজী। কিরূপ?

কঙ্কাজী। আফ্‌জল খাঁ কোন এক দৈবজ্ঞ-প্রমুখাৎ শুনে হয়েছেন, যে তোমার সহিত যুদ্ধে তাঁর নিস্তার নাই, সেই নিমিত্ত তাঁর সন্ধির প্রস্তাব। তিনি কল্পনা করেছেন, যে সন্ধির নিমিত্ত তুমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে তোমাকে হত্যা, নয় বন্দী করবেন। আমি তোমায় প্রতারিত করতে পারলে জাইগির প্রাপ্ত হবো। আমায় ধিক্, আমি তোমায় প্রতারিত করতে উপস্থিত হয়েছি।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, প্রণামীস্বরূপ এই বহুমূল্য বস্ত্র গ্রহণ করুন।

কঙ্কাজী। বৎস, আর আমি রত্নের প্রত্যাশী নই। আমার হৃদয় কলুষিত, আমি স্বজাতিহত্যা দর্শন করেছি, দেবীর মন্দির ভগ্ন দর্শন করেছি, দেবীর ছিন্ন অঙ্গ দর্শন করেছি, বোধ হয় নিজ হস্তে চক্ষু উৎপাটন করলেও আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে না—অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধীভূত! একবার আলিঙ্গন দাও, তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শে আমার হৃদয় শীতল হোক। (আলিঙ্গন করিয়া) হায় হায়—আমার মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে,—আমি কি কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করেছি।

শিবাজী। আপনি কুলাঙ্গার নন, কুলতিলক। আপনার কৃপায় মহা-
রাষ্ট্রভূমি প্রবল শত্রুশূন্য হবে।

কৃষ্ণাজী। বাবা, কিরূপে ? আমি কি কার্য্য করবো, আদেশ কর ?

শিবাজী। খাঁসাহেবকে বলুন, যে আমি তাঁর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে
আনুগত্য স্বীকার করবো, কিন্তু তাঁর শিবির মধ্যে প্রবেশ করতে
আমার ভয় হয়। আমার ভয়, যে শিবিরে কুমন্ত্রীর উপদেশে পাছে
আমায় বন্দী করেন। শিবির অন্তরে রেখে যদি অল্প রক্ষক-
সমভিব্যাহারে অগ্রসর হন, আমিও দু'একজন রক্ষক ল'য়ে, তাঁর ও
আমার শিবিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হ'য়ে, তাঁর বশতাপন্ন হই।

কৃষ্ণাজী। বৎস, আফ্‌জল খাঁ অতি কুটীল, দীর্ঘাকার, মহাবলবান
পুরুষ; তুমি উপস্থিত হবামাত্র সহসা সে আক্রমণ করবে! কে
জানি, তোমার যদি অকল্যাণ হয়!

শিবাজী। ভবানীর আশীর্ব্বাদে ও আপনার চরণ-কৃপায় আমি
অসতর্ক নই। বিধর্ম্মীহস্তে অনায়াসে পরিত্রাণ পাবো। পারেন
যদি, যে ক'জন অনুচর-বেষ্টিত হ'য়ে তিনি আসবেন, সেই অনুচর
গণকে তার নিকট হ'তে একটু দূরে ল'য়ে যাবেন।

কৃষ্ণাজী। এ কার্য্য আমা দ্বারা সম্পূর্ণ হবে।

শিবাজী। তবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শয়ন করুন। আপনার প্রসাদে—
কল্যই জন্মভূমি শত্রুবিহীন হবে। দাসকে বিদায় দিন—দাসের
প্রণাম গ্রহণ করুন।

কৃষ্ণাজী। ভবানী তোমার মঙ্গল করুন।

[শিবাজীর প্রস্থান]

যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে সক্ষম হই, জীবন ধারণ করবো; নচেৎ
আত্মহত্যা ব্যতীত অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। বোধ হয় এতদিন

চণ্ডালগ্রস্ত ছিলেম, নচেৎ জন্মভূমির দুর্দ্দশা, স্বজাতির দুর্দ্দশা, ধর্ম্মপীড়ন, দেবদেবীভঙ্গ, কিরূপে সহ্য করেছি! মা ভবানী, আমার কি মার্জ্জনা নাই?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আফ্‌জল খাঁ ও শিবাজীর শিবিরমধ্যবর্ত্তী প্রান্তর।

শিবাজী, কাওজী ও জিউমহালা।

শিবাজী। আমরা প্রস্তুত?

কাওজী। মহারাজের আজ্ঞামত, সৈন্যেরা স্থানে স্থানে লুকায়িত আছে; চাকন প্রদেশ গুপ্তভাবে স্বয়ং নেতাজী রক্ষা ক'চ্চেন; যে মুহূর্ত্তে আপনার তোপধ্বনি শ্রুত হবেন, সেই মুহূর্ত্তেই অধ্যক্ষেরা চতুর্দ্দিক হ'তে শত্রু আক্রমণ করবেন।

শিবাজী। তুমি ও জিউমহালা উভয়ে আমার রক্ষার্থ নিকটে থেকো। এসো আমরা অন্তরালে অবস্থান করি; আফ্‌জল খাঁ যেন মনে করে, আমি ভীত হ'য়ে তার সমীপবর্ত্তী হ'তে বিলম্ব ক'চ্চি।

জিউ। মহারাজ, আমরা ভীত হ'চ্চি; আপনার বেশ পরিধান ক'রে আমি শিবাজী ব'লে পরিচয় দিলে হয় না? শুনেছি, আফ্‌জল খাঁ অতি বলবান।

শিবাজী। বীরবর, দেবমন্দিরভঙ্গকারী শত্রুনিধনে আমায় কেন বঞ্চিত করবে! আমি ভবানীর নিকট পণ ক'রেছি, আমি স্বহস্তে

তাকে বধ কর্‌বো—কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এই দেখ, আমি লৌহবর্ম্মে অঙ্গ আবরণ করেছি, মস্তকে লৌহশিরস্ত্রাণ। এই দেখ, ব্যাঘ্রনখে আমার হস্ত সজ্জিত। অসিশ্রেষ্ঠ ভবানী আমার কটিদেশে, আশঙ্কার কোন কারণ নাই। এসো অন্তরালে—বোধ হয় আফ্‌জল খাঁ আগতপ্রায়।

[সকলের প্রস্থান।

(আফ্‌জল খাঁ, গোপীনাথপন্ত, কৃষ্ণাজীপন্ত, গোবিন্দপন্ত ও সৈন্যবর্গের প্রবেশ)

গোপীনাথ। দেখুন, আপনার অভ্যর্থনার জন্য শিবাজী কিরূপ শিবির সজ্জিত করেছে।

আফ্‌জল। দেখ গোপীনাথপন্ত, তোমার প্রতি আমি রাগত হয়েছি—তুমি অতি অন্যায় বাক্য প্রয়োগ করেছিলে। আমার নিকট শিবাজী আস্‌তে ভয় পায়, একথা বল্‌তে তুমি সাহস করো? আমি তার নিমন্ত্রণে প্রতাপগড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছি, তুমি কিনা ব'লে, সন্দেহ বশতঃ শিবাজী আস্‌তে অস্বীকৃত! বোধহয় সন্দেহ তুমিই করেছিলে, তাই এরূপ কথা উত্থাপন করো।

গোপীনাথ। আমার অপরাধ হয়েছে—আমার অপরাধ হয়েছে।

আফ্‌জল। যাও তুমি শিবাজীকে সংবাদ দাও, আমি উপস্থিত হয়েছি।

গোপীনাথ। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে।

[গোপীনাথের প্রস্থান।

কৃষ্ণাজী। খাঁসাহেব, গোপীনাথের অপরাধ নাই। আপনি যেরূপ সজ্জিত হ'য়ে এসেছেন, শিবাজী দূর হ'তে দেখেই পলায়ন করবে। আপনার সৈন্যগণকে দূরে অবস্থান করতে আজ্ঞা দিন, দু'একজন মাত্র শরীররক্ষক নিকটে রাখুন; নচেৎ শিবাজী বহুসৈন্য দর্শনে পলায়ন কর্‌বে।

আফ্‌জল। আচ্ছা—আচ্ছা। সৈয়দবণ্ড, সৈন্যগণকে দূরে অবস্থান করতে বলো, তুমি আর গোবিন্দপন্ত আমার নিকটে থেকো।

[সৈয়দবণ্ডের প্রস্থান।

কৃষ্ণাজী। খাঁসাহেব, একটা মর্কটকে ধর্‌বার জন্য এত আয়োজন কেন করেছেন ?

আফ্‌জল। শিবাজী এখনও বিলম্ব ক'চ্চে কেন ?

কৃষ্ণাজী। আমি ত নিবেদন করেছি, সৈন্যেরা যতক্ষণ দূরে অবস্থান না করে, শিবাজী আস্‌তে সাহস কর্‌বে না।

(সৈয়দবণ্ডের পুনঃ প্রবেশ)

সৈয়দ। খাঁ সাহেবের আজ্ঞামত সৈন্যেরা দূরে কুচ করেছে।

আফ্‌জল। আঃ—এখনো বিলম্ব ক'চ্চে, আমি অধীর হ'চ্চি। কাফেরের শোণিতপানের জন্য আমার অসি চঞ্চল হ'চ্চে।

কৃষ্ণাজী। ঐ যে আস্‌ছে।

আফ্‌জল। ঐ তিনজনের মধ্যে শিবাজী কে ?

সৈয়দ। ঐ নাটা আদ্‌মিটে। আমি লড়াইয়ে ওকে চিনেছি।

আফ্‌জল। দেখ কৃষ্ণাজী, দেখ, ভয়ে ওর পা কাঁপ্‌চে—যেমন জবাইয়ের আগে গৌ কাঁপে, তেম্‌নি কাঁপ্‌চে।

কৃষ্ণাজী। কাঁপ্‌বে না ! আপনি বীর, আপনার দর্শনে কে না কম্পিত হয় ?—কি বলেন সৈয়দজী ?

সৈয়দ। ওয়াজেব্‌।

কৃষ্ণাজী। খাঁসাহেব, একটু অগ্রসর হোন, ওর সম্পূর্ণ ভয় দূর হোক। (সৈয়দবণ্ড ও গোবিন্দপন্তের প্রতি) আসুন, আমরা একটু পেছিয়ে

থাকি। খাঁসাহেব, অগ্রসর হোন; ঐ দেখুন শিবাজী, রক্ষক পশ্চাতে রেখে আপনিই আস্‌ছে।

(আফ জল খাঁর অগ্রসর হওন)

সৈয়দজী, আজ খুব লুট হবে!

সৈয়দ। আজ কোতল ক'রে জান ঠাণ্ডা হবে—শিবাজী বড় দুষমুণি করেছে, বহুৎ মুসলমান কেটেছে।

(শিবাজীর অগ্রসর হওন)

শিবাজী। খাঁসাহেব, সেলাম।

আফ্‌জল। এসো—এসো—কোলাকুলি করি এসো। (নিকটস্থ হইয়া) মর্কট, মউৎ দেখ। (অস্ত্রাঘাত)

শিবাজী। না বিধর্ম্মী, তোমারই দিন ফুরিয়েছে,—আমার সৌভাগ্য, তুমি অস্ত্রাঘাত আগে করেছ। (অস্ত্রাঘাত)

আফ্‌জল। কাফের খুন কর্‌লে—কাফের খুন কর্‌লে।

(আফ্‌জল খাঁর পক্ষ হইতে সৈয়দবণ্ড, কৃষ্ণাজী ও গোবিন্দপন্তের এবং শিবাজীর পক্ষ হইতে কাওজী ও জিউমহালার প্রবেশ)

(সৈয়দবণ্ড ও জিউমহালার যুদ্ধ ও সৈয়দের পতন এবং গোবিন্দপন্তের কাওজীকে আক্রমণ)

কাওজী। তুমি ব্রাহ্মণ, অবধ্য; যাও বিজাপুরে সংবাদ দাও।

(জিউমহালা কর্ত্তৃক গোবিন্দপন্তের অস্ত্র কাড়িয়া লওন এবং নেপথ্যে তোপধ্বনি ও "হর হর মহাদেব" শব্দ হওন)

নেপথ্যে মুসলমান সৈন্যগণ। ভাগো—ভাগো—দুষ্‌মণ—দুষ্‌মণ—

কাওজী। পশ্চাৎ ধাবমান হও—পশ্চাৎ ধাবমান হও। বিজাপুরে সংবাদ প্রদান কর্‌তে একজনও না ভগ্নপাইক প্রত্যাগমন করে।

শিবাজী। আমরা হিন্দু, কেহ আহত সৈন্যের উপর অস্ত্রাঘাত করো না। (কৃষ্ণাজীর প্রতি) আমাদের অধীনস্থ কয়েকজন মুসলমান দ্বারা খাঁ সাহেব ও তার সঙ্গীর যথারীতি সমাধির ব্যবস্থা করুন।

কৃষ্ণাজী। যে আজ্ঞে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ভবানী-মন্দির-সম্মুখস্থ নাটমন্দির।

জিজাবাই ও পূজারী।

পূজারী। মা, সাতদিন উপবাসী আছ; আজ এই চরণামৃত ধারণ করুন।

জিজা। কার চরণামৃত ধারণ করবো—ভবানীর? ভবানী ত মৃত—বিধর্ম্মীহস্তে মৃত! তবে আর তার কেন চরণামৃত ধারণ করবো?

পূজারী। মা, আপনার মুখে অমন কথা সাজে না।

জিজা। সাজে না? কেন সাজে না? আমায় কি বিশ্বাস করতে বলো, সেই মহিষমর্দ্দিনী, শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী, চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী মহাদেবী জীবিতা আছে? না—কদাচ নয়! তাহ'লে কি তার অঙ্গ ছিন্ন হয়, তাহ'লে কি তার মন্দির ভগ্ন হয়! তাহ'লে কি তার সাম্‌নে নিরীহ যাত্রী হত্যা হয়!—না না, আমি চরণামৃত ধারণ করবো না।

পূজারী। মা, আপনার বীরপুত্র বিধর্ম্মীর সম্পূর্ণ শাস্তি প্রদান করবে।

জিজা। কই, আমার বীরপুত্র কই, বীরপুত্র কোথায়? কই বিধর্ম্মীর বক্ষের শোণিত আমার নিকট কই লয়ে এলো? বিধর্ম্মীর হাহাকার-ধ্বনি কই গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হ'চ্চে? আমি বীরজননী, কেমন ক'রে প্রত্যয় কর্‌বো? কই আমার মার অঙ্গচ্ছেদের কি প্রতিশোধ হ'লো? হায় হায়, কি হলো—আমার পাপদেহ এখনও রয়েছে? মা, তুই মরেছিস্? মর্—মর্—মর্! আমিও মরি! যদি প্রতিশোধ না হয়, মহারাষ্ট্র মরুভূমি হোক, মহারাষ্ট্রে কোটী বজ্রাঘাত হোক! কালানলে সমস্ত দগ্ধ হোক, নিবিড় অন্ধকারে সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা আচ্ছন্ন করুক! কি হলো—কি হলো—জননীর অঙ্গচ্ছেদ আর যে সয় না।

(শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী। মা—মা, বিধর্ম্মীর বক্ষের শোণিত দর্শন করুন।

জিজা। কে রে শিব্বা, বিধর্ম্মীর বক্ষের শোণিত? দে দে—আমার সর্ব্বাঙ্গে লেপন কর্! আমার তাপিত দেহ কিঞ্চিন্মাত্র শীতল হোক্।

শিবাজী। মা, রণজয় হ'য়েছে, বিজাপুরসৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত, সহস্র সহস্র বিধর্ম্মীদেহ ধূলি-বিলুণ্ঠিত!—মহারাষ্ট্র বিধর্ম্মী-ভয়শূন্য।

জিজা। শিব্বা, বীরচূড়ামণি, ভবানীর প্রিয়পুত্র, তোমায় গর্ভে ধারণ ক'রে আমি ধন্য—হিন্দুকুল পবিত্র—জন্মভূমি পবিত্র—যে প্রদেশে তোমার অঙ্গের বায়ু সঞ্চালিত হয় সে প্রদেশ পবিত্র—তোমার নাম উচ্চারণে দিক্ পবিত্র,—জয় মা ভবানীর জয়!

শিবাজী। মা মা, তোমার পদে যেন আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে।

পূজারী। এখন ত সব হলো, এখন এক ঢোক চরণামৃত খাবি, না টাক্‌রায় লেগে মর্‌বি? (শিবাজীর প্রতি) মহারাজ, বেটী আজ সাত দিন অনাহারে আছে।

জিজা। দাও বাবা দাও—চরণামৃত পান করি।

(পুরোহিতের চরণামৃত প্রদান)

পূজারী। দেখ—আমার গৃহে এসে মাতা-পুত্রে যদি না দেবীর প্রসাদ ধারণ করো, তাহ'লে অপর পূজারী নিযুক্ত ক'রো ; আমি আর পূজায় আস্‌বো না।

জিজা। চলো বাবা, চলো। আমি এখন জান্‌লেম, মা আমার মহারাষ্ট্রে বিরাজিতা ;—মা নব-কলেবর ধারণ কর্‌বার নিমিত্ত জীর্ণ কলেবর ত্যাগ করেছেন ;—মহারাষ্ট্রে আবালবৃদ্ধবনিতাকে উৎসাহিত কর্‌বার নিমিত্ত এই বেশ ধারণ করেছেন! যেমন দক্ষযজ্ঞ নাশের নিমিত্ত সতী দেহত্যাগ করেছেন, সেইরূপ বিধর্ম্মী-ধ্বংসের নিমিত্ত কলেবর ত্যাগ করেছেন, শত্রুকুল নির্ম্মূল হবে—"জয় মা ভবানী" উচ্চরবে আর্য্যভূমি প্রতিধ্বনিত হবে—বর্ণাশ্রম স্থাপিত হবে—গোহত্যা নিবারিত হবে—আর্য্য-গৌরব পুনঃ প্রচারিত হবে! বাবা, চলো, আমরা প্রসাদ গ্রহণ কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী—আওরঙ্গজেবের মন্ত্রণাগার।

আওরঙ্গজেব, মোয়াজেম ও দিলির খাঁ।

দিলির। জাঁহাপনা, বিজাপুরের বিরুদ্ধে এরূপ যুদ্ধ আয়োজন হয় নাই ; সামান্য শিবাজী দমনের নিমিত্ত এরূপ আয়োজন কেন?

আওরঙ্গ। খাঁসাহেব, আপনি রণবিশারদ দূরদর্শী বীরপুরুষ, আজও

কি আপনার ধারণা, যে শক্র ক্ষুদ্র হয়? যে সময় আপনি দারা-সেকোর সৈন্য সঞ্চালন করেন, তখন আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র শত্রু কে ছিল? সম্রাটের ধনবল জনবল সকলই আমার বিরুদ্ধে, আপনার ন্যায় সেনাপতি আমার বিরুদ্ধে; তথাপি ত দারাসেকো সিংহাসন রক্ষা করতে সমর্থ হন নাই।

দিলির। জনাব, জনাবের সহিত ক্ষুদ্র শিবাজীর তুলনা করবেন না।

আওরঙ্গ। খাঁসাহেব, কিরূপ বলছেন? সামান্য জাইগিরদারের পুত্র, বিজাপুর পরাস্ত করেছে, বহুযুদ্ধে মোগলও পরাস্ত; এ শত্রুকে আমরা কদাচ সামান্য শত্রু বিবেচনা করতে পারি না। এই নিমিত্ত সিংহাসন আরোহণ ক'রেই এই প্রবল শত্রু দমনে কৃত-সংকল্প হয়েছি। আর কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করলে শিবাজী বিজাপুর অধিকার করবে। যদি একবার বিজাপুর অধিকার করতে সক্ষম হয়, তা'হলে মোগল অপেক্ষা বলবান্ হবে। বিবে-চনা করুন, কতদূর কৌশলী, যখন বিজাপুরের দ্বারে আমরা সসৈন্যে উপস্থিত হই, পাছে দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রবল হয়, এই নিমিত্ত মোগল-অধিকার আক্রমণ করে। তার নিশ্চয় ধারণা ছিল, বিজাপুরে মোগল অধিকারী হ'লে, মহারাষ্ট্র অধিকার অচিরে লয় প্রাপ্ত হবে, কিন্তু বিজাপুরের সহিত যখন আমাদের সন্ধি হয়, অমনি বিনীতভাবে আমাদের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করে। আমাদের সহিত সন্ধির পরেই বিজাপুর পুনরাক্রমণে প্রবৃত্ত হলো। এক্ষণে আমরা সিংহাসন প্রাপ্ত; সে কারণ শিবাজী বিজাপুরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। সে নিশ্চয় অনুমান করেছে, যে মহারাষ্ট্র আক্রমণে আমরা অচিরে অগ্রসর হবো। বোধ হয় আপনি অচিরে সংবাদ পাবেন, যে যদিচ সায়েস্তা খাঁ বহুসৈন্য লয়ে অগ্রসর হয়েছেন,

তত্রাচ তিনি পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হ'চ্চেন। যদি সংবাদ পাই, যে যশোবন্ত সিংহ, যিনি সায়েস্তা খাঁর সাহায্যার্থ প্রেরিত হয়েছেন, তিনি সায়েস্তা খাঁকে সাহায্য না ক'রে এই পর্ব্বত-দস্যুর সহায়তা ক'চ্চেন, এরূপ সংবাদেও আমরা চমৎকৃত হবো না। নিশ্চয় জান্‌বেন, মোগলের সঙ্গে মহারাষ্ট্র-সংগ্রাম বহুদিনব্যাপী হবে, শিবাজী এক বিষম কণ্টক, আমার জনহিতসাধনের প্রধান বাধা।

দিলির। জনাব! গোলাম, সম্রাটের মনোভাব উপলব্ধি কর্‌তে অক্ষম। জনাবের হিতসংকল্প শিবাজী কর্তৃক কিরূপে বাধাপ্রাপ্ত হবে?

আওরঙ্গ। খাঁসাহেব, আমার সংকল্প আপনি অবগত নন—কেহই অবগত নন। সকলেরই ধারণা আমি পিতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী, বোধ হয় অনেকেই বিবেচনা করেন—আমি সিংহাসন-লোলুপ। সিংহাসন আমার প্রযোজন সত্য, কিন্তু ভোগবাসনার নিমিত্ত নয়। অতি উচ্চ প্রয়োজনে আমি সিংহাসন অধিকার করেছি, নচেৎ ভ্রাতৃবিরোধে অস্ত্রধারণ কদাচ কর্‌তেম না, মুসলমান শোণিতপাতে কদাচ প্রবৃত্ত হতেম না। আমার মহৎ উদ্দেশ্য, এরূপ কি আপনার বিশ্বাস হয়?

দিলির। যে কথা জনাব স্বয়ং ব্যক্ত ক'চ্চেন, গোলাম তা অবিশ্বাস কর্‌লে গুণাগার হবে।

আওরঙ্গ। আমার উদ্দেশ্য শুনুন,—দারাসেকোর সহিত যুদ্ধে আপনার বীরত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছি, আপনি কায়মনোবাক্যে আমার পক্ষ হোন, এই আমার ইচ্ছা। দারার পক্ষ হ'য়ে পরাস্ত হওয়ায়, আপনার মনে দাগ থাকার সম্ভব; কিন্তু হে মুসলমান, যদি কোন ক্ষোভ আপনার হৃদয়ে থাকে, তা মোচন করুন।

দিলির। জনাব, কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্চেন। দিলির খাঁ আপনাকে মুসল-

মান ব'লে শ্লাঘা ক'রে থাকে, কপটতা ঘৃণা করে, কায়মনোবাক্যে দিলির খাঁ জনাবের পক্ষ।

আওরঙ্গ। আপনি যে প্রকৃত মুসলমান এ আমি সম্পূর্ণ অবগত, সেই নিমিত্ত আমি আপনাকে প্রধান সেনাপতি-পদে বরণ করতে কুণ্ঠিত হই নাই—সেই নিমিত্তই আপনার কাছে আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি; আপনি অনন্যমনা হ'য়ে শ্রবণ করুন।

দিলির। জনাব, মরুভূমি যেমন বারির নিমিত্ত ব্যাকুল, গোলামের হৃদয়ও জনাবের অভিপ্রায় শ্রবণের নিমিত্ত সেইরূপ উৎসুক।

আওরঙ্গ। এইমাত্র প্রকাশ করলেম, জনহিতসাধনই আমার একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য। যুদ্ধবিগ্রহের কারণ কি? তার কারণ—ধর্ম্মভেদ, আচার-ব্যবহারভেদ। যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী হয়, তা'হলে যে ব্যক্তি প্রকৃত ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী, সমস্ত ভারতবর্ষ তার শাসনাধীন নিশ্চয় হবে। প্রজারা ইহকালে শান্তি উপভোগ করবে, পরকালে স্বর্গবাসী হবে। এই নিমিত্ত সমস্ত ভারতবাসীকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করবো, এই আমার চির উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত বিলাসী পিতাকে আবদ্ধ করেছি, কাফের-প্রিয় ভ্রাতাকে বধ করেছি, মোরাদকে প্রতারিত করেছি, সুজাকে বিতাড়িত করেছি। সিংহাসন অধিকারে, সমস্ত ভোগ্যবস্তু অধিকারে, কিন্তু একদিনের নিমিত্তও কি আমায় বিলাসী দেখেছেন?—একদিনের নিমিত্তও কি আমায় অলস দেখেছেন?—যে বিধর্ম্মী ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, সে পরম শত্রু হ'লেও তার প্রতি বিরূপ দেখেছেন? বিশেষ বিবেচনা করুন, যদি, যেরূপ আত্মবর্ণনা করলেম তাহা সত্য হয়, আপনি মুসলমান, আমায় সাহায্য করুন।

দিলির। বাদ্‌সার মহৎ উদ্দেশ্যে কথঞ্চিৎ সাহায্য করতে যে সমর্থ হবে,

তার মনুষ্যত্ব সফল। কিন্তু এক নিবেদন, বলপ্রকাশে বাদ্‌সা কতদুর কৃতকার্য্য হ'তে পারবেন, সে বিষয়ে গোলামের সন্দেহ।

আওরঙ্গ। কেন খাঁসাহেব? কেতাবে স্পষ্ট লেখা আছে, ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বার নিমিত্ত কাফেরকে বোঝাবে, ভয় প্রদর্শন কর্‌বে, অবশেষে প্রাণবিনাশ কর্‌বে।

দিলির। দিল্লীশ্বর, কোরাণের অর্থ অতি উদার। মানব হৃদয় ভয়-প্রদর্শনে কুঞ্চিত হয়, উদার প্রেমদান ব্যতীত অপরের হৃদয়ে উদারতা আনা অসম্ভব; আর উদারতা ভিন্ন মনুষ্য কখনো বিমল সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। বাদ্‌সার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু বল-প্রকাশে সে উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হওয়ারই সম্ভাবনা।

আওরঙ্গ। কাফের হিন্দু পশুবিশেষ, বলপ্রকাশ ব্যতীত পশুহৃদয় দমিত হয় না।

দিলির। দিল্লীশ্বর, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, যাদের হৃদয়ে ঈশ্বরবিশ্বাস আছে, তারা কাফের নামে বর্ণিত হ'তে পারে না। এমন অনেক স্থান আছে, যথায় প্যাগম্বরের নাম পর্য্যন্ত মনুষ্যের কর্ণগোচর হয় নাই; তারা কি দীন পাবে না? এরূপ নিষ্ঠুরতা খোদার নয়! গোলাম একটী গল্প শুনেছে, যে গেব্‌রিল পৃথিবীতে মনুষ্যপরীক্ষা কর্‌তে এসেছিলেন, একজন প্রেমিকের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গেব্‌রিল তাঁকে বলেন, "আমি খোদার নিকট হ'তে এসেছি; যে যেরূপ ব্যক্তি, তার তালিকা আমার নিকট আছে, আমি প্রত্যক্ষ পরীক্ষার নিমিত্ত এসেছি।" সেই প্রেমিক ব্যক্তি উত্তর করেন, "আমি খোদা কেমন জানি না, কিন্তু আমি আদ্‌মি বড় ভালবাসি। এ তালিকায় আমার নাম আছে কিনা দেখুন দেখি?" গেব্‌রিল দেখ্‌লেন, তাঁর নাম তালিকার সর্ব্বপ্রথমে লিখিত। গল্প সত্য বা

মিথ্যা গোলাম জানে না, কিন্তু গোলামের নিশ্চিত ধারণা, বল-প্রকাশে বাহ্যিক অধীনতা হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃত অধীনতা প্রেম ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়।

আওরঙ্গ। ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-প্রচার অবশ্যই খাঁসাহেবের আন্তরিক বাসনা, তবে উপায় সম্বন্ধে আমাদের সহিত মতভেদ। এ মতভেদ তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা মীমাংসা করা উচিত।

দিলির। আমার সহিত মতভেদ মীমাংসায় দিল্লীশ্বরের প্রয়োজন নাই, আমি মুসলমান, প্রতিজ্ঞা ক'রে বাদ্‌সার অধীনতা স্বীকার করেছি, বাদ্‌সার যেরূপ আজ্ঞা, সেইরূপ কার্য্য করতে আমি বাধ্য।

আওরঙ্গ। হাঁ—হাঁ—আমাদের তা নিশ্চয় ধারণা। তথাপি যাঁরা ধর্ম্ম-পুস্তকে বিশেষ পারদর্শী, তাঁদের যেরূপ মত, তা অবগত হ'ন। তাঁদের মতে হিন্দু হোক আর যে জাতি হোক, যে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ না করেছে, সেই কাফের। পুস্তকের আজ্ঞা—যে ইস্‌লাম ধর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন করবে, তার প্রাণবধ বিধি।

দিলির। বাদ্‌সানন্দ, দয়াশীল প্যাগম্বর মানবহিতার্থে আগমন করে-ছিলেন, তিনি নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করেছেন, এরূপ কল্পনা করতেও আমার হৃদয়ে ব্যথা লাগে। তাঁর প্রেমের রাজ্য, তাঁর রাজ্যে প্রেমই প্রধান, এ আমার বাল্যাবধি ধারণা; সাহসা সে ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মতামতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; আমি বাদ্‌সার গোলাম, আমার মতামত বাদ্‌সার নিষ্প্রয়োজন।

মোয়াজেম। দিল্লীশ্বরের শ্রীমুখে দাস বহুবার শ্রুত আছে, যে প্যাগম্বরের প্রেমের রাজ্য। খাঁসাহেব ত সঙ্গত বল্‌ছেন।

আওরঙ্গ। হ্যাঁ প্যাগম্বরের প্রেমের রাজ্য, তাঁর অসীম দয়া। তুমি যখন রাজকার্য্য পরিচালনা করবে, তখন বুঝ্‌বে, যে অনেক সময়

সাধারণের হিতার্থে, সেই দয়ার বশবর্ত্তী হ'য়ে মানবের প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দিতে তুমি বাধ্য। সেই দয়ার প্রভাবই প্যাগম্বরের আজ্ঞা। যে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হ'তে অসম্মত, তার প্রাণদণ্ড হ'লে, প্রাণভয়ে বহুব্যক্তি ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে নিজ নিজ কল্যাণ সাধন কর্‌বে।

মোয়াজেম। দিল্লীশ্বর, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, ভয়ে বা প্রলোভনে ধর্ম্মগ্রহণ কদাচ মানবের কল্যাণকর হওয়া সম্ভবপর নয়। ধর্ম্ম হৃদয়ের ধন, হৃদয়ের সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই মানবের কল্যাণকর। প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্যক্তি পদ-প্রার্থনায়, বাদ্‌সার প্রিয় হবার নিমিত্ত ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে। কেহ বা রাজদণ্ডে প্রাণরক্ষার্থ, ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে সম্মত হয়। এরা যে প্রকৃত ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী—এ কথা গোলামের ধারণা হয় না। আর বাদ্‌সা আজ্ঞা কর্‌লেন, যে, সকলে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হ'লে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ রহিত হবে। বিজাপুর ত ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী, তবে আমাদের সহিত বিজাপুরের বিবাদ কেন? বিবাদের মূল স্বার্থ। মৌখিক ধর্ম্মের ভাণে স্বার্থত্যাগী হয় না, ধর্ম্মসেবায় স্বার্থ দূরীভূত হয়।

আওরঙ্গ। বিজাপুর কাফের। বিজাপুরপ্রদত্ত জাইগিরের উপসত্বে অনেক কাফেরের দেব-দেবীর পূজা হয়। আমার ইচ্ছা, প্রকৃত ইস্‌লামধর্ম্ম-বিস্তার। সময়ে এ সকল তোমার উপলব্ধি হবে। (দিলিরখাঁর প্রতি) খাঁসাহেব শুনুন, সায়েস্তাখাঁ ও যশোবন্তসিংহ দ্বারা মহারাষ্ট্র দমিত হয় নাই, এই আমার ধারণা। এতদিনে জয়-সংবাদ আসা উচিত ছিল। আমার বোধ হয়, আপনাকে সে কার্য্যে যাবার নিমিত্ত প্রস্তুত হ'তে হবে। মোয়াজেমকেও পরে প্রেরণ করবার প্রয়োজন হ'তে পারে। সৈন্যের কিরূপ অবস্থা, আমরা

কল্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা করবো ; প্রাতে যেন তারা সুসজ্জিত হয়, এরূপ আজ্ঞা প্রদান করুন। বাদ্‌সাই সিংহাসন দৃঢ় কর্‌বার নিমিত্ত মহারাষ্ট্র দমন একান্ত প্রয়োজন। নমাজের সময় উপস্থিত, চলুন, আমরা যাই।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক। *

—:০:—

চাকন দুর্গের সন্নিকট—সায়েস্তাখাঁর শিবির।

সায়েস্তা খাঁ, রাওভাওসিংহ ও সৈন্যগণ।

১ম সৈন্য। খাঁসাহেব, আমরা মৃত্তিকা খনন ক'রে দুর্গমধ্যে উপস্থিত হই। ভাব্‌লেম, অচিরে দুর্গ অধিকার কর্‌বো ; কিন্তু দেখ্‌লেম দুর্গরক্ষক ফিরঙ্গোজী প্রস্তুত। তিনি সকলের অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্‌লেন, সে ভীষণ আক্রমণে অধিকাংশ সৈন্য হত ও বাঁন্দা বন্দী হয়েছিল। ফিরঙ্গোজী আমায় এই দূতের সহিত প্রেরণ করেছেন। ফিরঙ্গোজীর অভিপ্রায় এই দূতের মুখে শুনুন।

সায়েস্তা। দূতবর, ফিরঙ্গোজীর কি অভিপ্রায়, তা ব্যক্ত করো।

রাওভাওসিং। মশায় যদি ফিরঙ্গোজীকে সশস্ত্র সসৈন্যে দুর্গ পরিত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে গমন কর্‌তে পথ প্রদান করেন, ফিরঙ্গোজী আপনার করে দুর্গ অর্পণ করতে প্রস্তুত।

সায়েস্তা। ভাল ভাল, ফিরঙ্গোজী অতি সুবোধ, আর অধিক দিন যুদ্ধ কর্‌লে সসৈন্যে বিনাশপ্রাপ্ত হতেন, আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত

তিনি সসৈন্যে কখন দুর্গত্যাগ করতে প্রস্তুত বলুন, আমরা পথ প্রদান করবো।

রাওভাও। তিনি অদ্যই প্রস্তুত।

সায়েস্তা। উত্তম। কিন্তু আমার এক অনুরোধ, তাঁর বীরত্বে আমি পরম সন্তুষ্ট, যদি তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আমি বীর-ব্যবহারে তাঁকে পুরস্কৃত করতে অভিলাষ করি।

রাওভাও। যে আজ্ঞে, তিনি সসৈন্যে আপনার সৈন্য অতিক্রম ক'রে গমন করবার পর, একাকী প্রত্যাগমন ক'রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

সায়েস্তা। আচ্ছা, তাঁকে সংবাদ দিন, আমি সম্মত।

[রাওভাওসিংহের প্রস্থান।

(১ম সৈন্যের প্রতি) তুমি সেনানায়ককে আদেশ দাও, কেহ সসৈন্য ফিরঙ্গোজাকে না অবরোধ করে। [১ম সৈন্যের প্রস্থান।

২য় সৈন্য। খাঁসাহেব, সসৈন্য ফিরঙ্গোজীকে বন্দী করলে হয় না?

সায়েস্তা। না, একজন মহারাষ্ট্র জীবিত থাকতে বন্দী হবে না, আর তারা প্রাণ উপেক্ষা ক'রে যুদ্ধ করলে বহু সৈন্য ক্ষয় হবে। এই সপ্ত পঞ্চাশৎ দিবস দুর্গ অবরোধ ক'রে মহারাষ্ট্র-বিক্রম আমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে। পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ট্র আক্রমণে আমি বিব্রত, অদ্যাবধি অল্প দুর্গই হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছি। যদি ফিরঙ্গোজীর সহিত প্রতারণা করি, অন্য কোন দুর্গাধিকারী জীবন থাকতে দুর্গ পরিত্যাগ ক'র্ব্বে না; বিশেষ বর্ষায় আমার বারুদ সিক্ত, তানাজীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে মহা আতঙ্কে দিবারাত্র অবস্থান করতে হ'চ্চে। চাকন দুর্গ অধিকারে এলে পুনায় প্রত্যাগমন ক'রে এই দারুণ বর্ষা অতিবাহিত করতে পারবো, সম্রাটও এ সংবাদে সন্তুষ্ট হবেন।

(ফিরঙ্গোজীর প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হয় ।

ফিরঙ্গো। খাঁসাহেবের কি আজ্ঞা ?

সায়েস্তা। আপনার বীরত্বে আমি পরম পরিতুষ্ট। আপনার মঙ্গল কামনায় আপনাকে আহ্বান করেছি ।

ফিরঙ্গো। খাঁসাহেবের কৃপায় আপ্যায়িত হলেম।

সায়েস্তা। বিবেচনা ক'রে দেখুন, মোগল বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র ধ্বংস প্রাপ্ত হবে নিশ্চয় ; এই নিমিত্ত আমার অনুরোধ, শিবাজীর পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে বাদ্‌সাই পক্ষ অবলম্বন করুন ; বাদ্‌সা আপনাকে উচ্চ সম্মান প্রদান করবেন ।

ফিরঙ্গো। খাঁসাহেব, আমি সে সম্মান-প্রয়াসী নই। আমি হিন্দু, জীবন থাক্‌তে হিন্দুপক্ষ পরিত্যাগ করতে সমর্থ হবো না।

সায়েস্তা। এ আপনার সদ্‌বিবেচনা আমার অনুমান হয় না। আত্মরক্ষা পরম ধর্ম্ম। যশোবন্ত, জয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দুবীরগণ মোগল-অধীনতা স্বীকার ক'রে আত্মরক্ষা করেছেন। মোগল-অধীনতা স্বীকারে আপনার সম্মানের হানি হবে না ; অপরদিকে নিশ্চয় জান্‌বেন, মহারাষ্ট্রের নিস্তার নাই।

ফিরঙ্গো। খাঁসাহেব বোধ হয় আমায় পরাস্ত ক'রে এরূপ বিবেচনা ক'চ্চেন ; কিন্তু জান্‌বেন, শিবাজীপক্ষে আমি একজন ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি। শিবাজীর নায়কেরা জনে জনে শত ব্যক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম। এইরূপ বহুসংখ্যক নায়ক তাঁর সৈন্য সঞ্চালন করেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি দিল্লীশ্বরের অধীন হ'লে, দিল্লীশ্বরের কোন লাভ নাই, কিন্তু আমার দারুণ অপকীর্ত্তি।

সায়েস্তা। আপনি কত অর্থ পেলে মোগলের অধীন হন ?

ফিরঙ্গো। আমি শিবাজীর অর্থে পালিত, তাঁর প্রদত্ত বৃত্তিতে আমার সম্পূর্ণ সংকুলান হয়, অধিক অর্থের প্রয়াস আমার নাই।

সায়েস্তা। আপনার অপকীর্ত্তি হবে, কেন এমন আশঙ্কা ক'চ্চেন? যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ প্রভৃতি এঁরা কি হিন্দু নন?

ফিরঙ্গো। তাঁরা হিন্দু কি না—তাঁরাই জানেন। কিন্তু তাঁদের কিরূপ হিন্দুব্যবহার, আমি ধারণা করতে অক্ষম। যে মুসলমান তাঁদের দেব-দেবীকে ভূত-দানো ব'লে অভিবাদন করে, যে মুসলমান তাঁদের দেবমন্দির ভগ্ন করে, পরমপূজ্যা গোমাতাকে হত্যা করে, সেই মুসলমানের অধীনত্ব স্বীকার ক'রে কিরূপে তাঁরা তাঁদের ইষ্টদেবের পূজা করেন, কিরূপে দেবদেবীর নিকট মস্তক অবনত করেন, কিরূপে বিধর্ম্মীবিরোধী হিন্দু-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেন, কিরূপে বিধর্ম্মীসম্মানে সম্মানিত হ'য়ে আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করেন, কিরূপে আর্য্যভূমির পীড়ন সহ্য করেন, এ আমার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। খাঁসাহেব, আপনার অনুকম্পায় আমি বাধিত; কিন্তু আপনার প্রস্তাবে আমি অসম্মত।

সায়েস্তা। আপনি অতি নির্ব্বোধ।

ফিরঙ্গো। আপনার নিকট সুবোধ ব'লে পরিচিত হবার আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

সায়েস্তা। যান।

[ফিরঙ্গোজীর প্রস্থান।

শিবির ভঙ্গ ক'রে পুনা অভিমুখে যাত্রা করো।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

-০:*:০-

ভবানী-মন্দিরসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

সইবাই, পুতলীবাই ও অন্যান্য নারীগণ।

সইবাই। ভগ্নি, শত্রু দ্বারদেশে; অতি কঠোর শত্রু। শত্রু ধর্ম্মবিরোধী দেববিরোধী, গো-ব্রাহ্মণ বিরোধী, রমণীর জীবনের সুসার সতীত্ব-বিরোধী। শত্রু, বালক বৃদ্ধ নারী উপেক্ষা করে না, পঙ্গপালের ন্যায় দেশ আচ্ছন্ন করেছে, পুণ্যভূমি পুনা শত্রুর করগত, বীরবৃন্দ জীবন উপেক্ষা ক'রে বক্ষের শোণিত দানে শত্রু অবরোধের চেষ্ট ক'চ্চে। এ সময় আমরা বীর-রমণী—আমাদের কি কার্য্য নাই?

১মা নারী। দেবি, এক্ষণে আমাদের কি কর্ত্তব্য বলুন?

সই। আমরা নারী, আমাদের ক্ষীণ বাহু শত্রুর প্রতিরোধ কর্‌তে অক্ষম, আত্মরক্ষায়ও অক্ষম, কিন্তু জীবনের সুসার সর্ব্বস্বধন সতীত্ব-রক্ষায় আমরা সক্ষম।

২য়া নারী। দেবি, বিধর্ম্মী শত্রুর আক্রমণে অনেকেই ত ধর্ম্মবিচ্যুত হয়েছে; এ শত্রু প্রবল হ'লে কি উপায়ে ধর্ম্মরক্ষা ক'র্‌বো?

সই। যারা ধর্ম্মভ্রষ্টা হয়েছে, তারা প্রজ্বলিত অনল অপেক্ষা যে, পর-পরশন তীব্র, তাদের এরূপ ধারণা ছিল না। পর-পরশন যাদের অনল অপেক্ষা তীব্র জ্ঞান, ধর্ম্মরক্ষার্থ তীব্র ছুরিকা আলিঙ্গন যাদের কোমল জ্ঞান, যাদের জীবন অপেক্ষা সতীত্ব প্রিয়, তাদের সতীত্ব শিবরাণী ভবানী রক্ষা করেন। জনে জনে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা গ্রহণ করো, এই ছুরিকা আমাদের সহায়। জেনো, এই ছুরিকা ভবানীপ্রদত্ত;

তিনি স্বয়ং আমার হৃদয়ে আবির্ভূতা হ'য়ে ব'লে দিচ্চেন, যে এই ঘোর বিপদে এই ছুরিকাই তোদের পরম সহায়।

অন্যান্য নারী। এই আমাদের সহায়, এই আমাদের সহায়, আমরা শত্রু বিনাশ করবো।

সই। না ভগ্নি, রমণীর কোমল কর নরহত্যার নিমিত্ত নয়, যদি শত্রু আগত হয়, স্তন্যপায়ী শিশুর বক্ষে অগ্রে এই ছুরিকা বিদ্ধ করে, পরে আপনার হৃদয়ে বিদ্ধ করবো। বিধর্ম্মী দেখবে, মহারাষ্ট্রীয় রমণী কিরূপ সতীত্বের আদর করে—কিরূপ জীবন উপেক্ষা করে,—কিরূপ কঠোর জননী—কিরূপ ধর্ম্ম-সোহাগিনী—মহারাষ্ট্র-রমণী কিরূপ তেজস্বিনী!

অন্যান্য নারী। বিধর্ম্মী দেখবে, মহারাষ্ট্র রমণী তেজস্বিনী!

সই। পুতলা, তুই ছুরিকা গ্রহণ করলি নি?

পুতলা। দিদি, আমার ছুরির প্রয়োজন নাই, অনলের প্রয়োজন নাই, গরলের প্রয়োজন নাই, যোজন-অন্তরে বিধর্ম্মীর নিশ্বাসে আমার শরীর দগ্ধ হবে। দিদি এত আয়োজন কেন? মহারাজ স্বয়ং রণস্থলে: ভবানীর খড়্গনির্ম্মিত ভবানী-তরবারি তাঁর বামকরে; অনল-উত্তাপে লৌহ যেমন তেজোময়, অনল সদৃশ মহারাজের তেজে সেইরূপ সহস্র সহস্র লৌহহৃদয় মহারাষ্ট্রবীর তেজঃপূর্ণ; বিধর্ম্মী সেই উত্তাপেই ভস্ম হবে। আমার শত্রু ভয় নাই, পতঙ্গবৎ শত্রু অনলদৃষ্টে আক্রমণ করেছে, অনলে ঝম্পপ্রদানে ভস্মীভূত হবে। কেনই বা রমণী ব'লে, আমরা আপনাকে ঘৃণা করি—কেন বা আমাদের কোমল বাহু জ্ঞান করি! মা ভবানী নারীরূপা, তিনি মহিষমর্দ্দিনী শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী, আমরা তাঁর দাসী, আমরা কি নিমিত্ত শত্রু-সংহারে সমর্থা না হবো! ধূমাবতী যেমন হুঙ্কারে দানব-দল ভস্ম ক'রেছিলেন, আমাদের হুঙ্কারেও তেমন শত্রুদল ভস্মীভূত হবে।

(জিজাবাইএর প্রবেশ)

জিজা। মা, তোমরা দেবার্চ্চনা পরিত্যাগ ক'রে এখানে কি ক'চ্চো? চলো, দেবমন্দিরে চলো—রণজয় প্রার্থনা করো। গৃহে গৃহে ভ্রমণ করো; যারা শত্রুভয়ে ভীত, তাদের উত্তেজিত করো, যারা অলসে গৃহে অবস্থান ক'চ্চে, এরূপ পিতা ভ্রাতা পুত্রকে সজ্জিত ক'রে সমর-ক্ষেত্রে পাঠাও; বীরাঙ্গনার কার্য্য করো। কি নিমিত্ত ক্ষুদ্র ছুরিকা ধারণ করেছ?—শত্রুভয়ে আত্মহত্যার জন্য? সে কার্য্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা সাধিত হয়। আমাদের বহুকার্য্য উপস্থিত—আহত যোদ্ধাদের শুশ্রূষা, ভীরু-হৃদয়-উত্তেজনা, দেব-অর্চ্চনা। এখনো অলঙ্কারে সজ্জিত কেন? অলঙ্কার ত্যাগ করো—রণব্যয়ে প্রদান করো। সতীর সিন্দূর ও শঙ্খমাত্র আভরণ, অপর আভরণের প্রয়োজন নাই। রণ-ব্যয়ে সর্ব্বস্ব দান করো। মহারাষ্ট্র-রমণী, মহারাষ্ট্ররমণীর কার্য্য করো।

সকলে। আমরা মহারাষ্ট্ররমণী, রণব্যয়ের নিমিত্ত বিভূষণা হ'য়ে মহা-রাষ্ট্ররমণীর কার্য্য কর্‌বো; চলো চলো—আমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করি।

নারীগণের গীত।

চল চল কুলনারী।
বীররমণী, বীরজননী, অলসে রহিতে নারি॥
আহত জনে, সেবিব যতনে, অলসে যে ব'সে পাঠাইব রণে,
পতিত সমরে, পশি তার ঘরে, মুছাব নয়ন-বারি॥
ঘোর সমরে পাঠাতে পতিরে, নয়ন সিক্ত হবে না নীরে,
বীরসাজে সাজায়ে কুমারে, হাতে দিব তরবারি॥
গগনে উঠিবে বীরকাহিনী, গাইব মিলি বীরমোহিনী,
ঝলকে ঝলকে খেলিবে দামিনী, ধাইবে অস্ত্রধারী॥

[লক্ষ্মী, সুতলা ও জিজাবাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(শিবাজীর প্রবেশ)

জিজা। শিব্বা, শুনলেম, পুনা শক্রকরগত; তুমি হেথায় কেন? যে গৃহে তুমি বাল্যক্রীড়া করেছ, সেই গৃহে বিধর্ম্মীর নটী আনন্দোৎসব কর্‌ছে; যে গৃহে শঙ্খধ্বনি ক'রে ভবানীর পূজা করেছি, তথায় বিলাসী মোগলের কলরব; যথায় শত শত ব্রাহ্মণভোজন হয়েছে, তথায় মোগলেরা গোমাংস ভক্ষণ ক'চ্চে; যে প্রাঙ্গণ দধি-দুগ্ধ-ক্ষীরে কর্দ্দমময় হতো, হয়ত সে স্থান গো-শোণিতে রঞ্জিত। শিব্বা, এ অবস্থায় তুমি হেথায় কেন? তোমার সিংহনাদে এখনো কেন শক্র-হৃদয় কম্পিত হ'চ্চে না, তোমার তরবারি কেন শক্র-শোণিতে রঞ্জিত নয়?

শিবাজী। মা, আপনার নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলেম, যদি কোন দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, আপনার চরণে অগ্রে নিবেদন কর্‌বো, সেই দুষ্কর কার্য্যে অচিরে প্রবৃত্ত হবো, সেই নিমিত্তই চরণে নিবেদন করতে দাস আগত। কিন্তু মা, আজ তিরস্কৃত হলেম, অতি ন্যায্য তিরস্কার! সেইজন্য শ্রীচরণে এই প্রার্থনা, যখন মোগল সম্রাটের সহিত বিরোধ, দুষ্কর কার্য্যসাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকতে হবে, বারবার চরণে বিদায় গ্রহণ করতে পার্‌বো না, সে জন্য মার্জ্জনা কর্‌বেন। উপস্থিত—আমার সেনানায়কের সহিত আপনারা সিংহগড়ে গমন করুন; পুনায় শক্র, এ স্থান নিরাপদ নয়।

জিজা। কেন কেন—তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্‌তে আস্‌বে না কেন?

শিবাজী। মা, নিয়তই আপনার আশীর্ব্বাদপ্রার্থী; কিন্তু যে কঠোর কার্য্য সম্মুখে উপস্থিত, তাতে বারবার বিদায় গ্রহণ অসম্ভব! দেখি, আমার এই প্রার্থনা, জানবেন, কঠোর কার্য্যেই নিযুক্ত আছি।

যতদিন না মহারাষ্ট্র মোগলশূন্য হয়, ততদিন কঠোর কার্য্যে বিরাম নাই। মা, আশীর্ব্বাদ করুন।

জিজা। শিব্বা—শিব্বা—আর কতদিনে তোমার চন্দ্রবদন দেখতে পাবো?

শিবাজী। মা, যে দিন যে গৃহে তোমার কোলে লালিত হয়েছি,—সেই গৃহে আবার আপনার চরণ-পূজা করতে সক্ষম হবো, সেই দিন দেখা হবে। যদি আর সপ্তাহ পুনা শত্রু-অধিকারে থাকে, তা'হলে, শিব্বানাম পৃথিবী হ'তে অন্তর্হিত হবে। যদি সপ্তাহ পুনায় মোগল বিচরণ করে, তা'হলে আমার জন্ম বিফল জ্ঞান করবো। যদি সপ্তাহ সায়েস্তা খাঁ পিতৃপুরুষগণের লীলাগৃহে দর্পে অবস্থান করে, তা'হলে তরবারি মোগলপদতলে রক্ষা করবো। ভবানীপূজায় অধিকার নাই জানবো—দেবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত জ্ঞান করবো। প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হ'চ্চি; যদি সপ্তাহ মধ্যে সে অনল শীতল হয় দাস আবার চরণবন্দনা করবে।—মা বিদায়!

জিজা। বৎস, ভবানী তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করবেন। তুমি বীর পুরুষ, তোমায় উপদেশ-প্রদান বাহুল্য। তুমি আহত বিপক্ষকে আত্মপক্ষীয় আহত সৈন্যের ন্যায় শুশ্রূষা করো, তুমি বিধর্ম্মী রমণীকে মাতৃজ্ঞান করো, তুমি হীনবলের প্রতি চিরসদয়, তোমার এই সকল গুণে মা ভবানী তোমার প্রতি প্রসন্না। প্রতিহিংসায় তোমা দ্বারা অনুচিত কার্য্য হবে না, এই আমার ধারণা!

শিবাজী। মা, তোমার পুত্র তোমার মুখে বিফল পুরাণ শ্রবণ করে নাই, শত্রুপরাজয় আমার সঙ্কল্প, নর-পীড়নে আমার ঘৃণা, দুর্ব্বল পালন আমার রাজধর্ম্ম। আপনার পুত্র কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েছে এ কথা কখনো আপনার কর্ণগোচর হবে না।

জিজা। না, কদাচ নয়, তুমি ভবানীর বরপুত্র। আমি দেবীপূজায় চ'লেম। তুমি দেবী প্রণাম ক'রে যুদ্ধ যাত্রা করো।

[জিজাবাই এর প্রস্থান।

শিবাজী (সইবাইয়ের প্রতি) আমি তোমার নিকটও বিদায় গ্রহণ করতে এসেছি।

সই। প্রাণেশ্বর, যে দিন তুমি আমার পাণিগ্রহণ করেছ, সেই দিনই জানি, রণক্ষেত্র তোমার বিলাসভূমি, সংগ্রাম তোমার কার্য্য, বিধর্ম্মীদমন তোমার উদ্দেশ্য, ধর্ম্মস্থাপন তোমার সংকল্প। যদিচ দাসী শ্রীচরণসেবার চিরপ্রার্থী, কিন্তু সে প্রার্থনা যে এখন পূর্ণ হবে না, তা দাসী সম্পূর্ণ অবগত। দিবারাত্র আপনার ধ্যানে নিযুক্ত আছি, এক মুহূর্ত্ত আপনার প্রতিমূর্ত্তি অন্তর হ'তে দূর নয়, জীবনে-মরণে আপনার সঙ্গিনী। বিদায় গ্রহণ ক'রে ত আমার অন্তর হ'তে বিদায় হ'তে পারবেন না। যাও নাথ, বীরকার্য্য সমাধা করো, যদি কখনো অবসর হয়, দাসী ব'লে স্মরণ রেখো।

শিবাজী। পুতলা, তুমি আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও।

পুতলা। মহারাজ, আমি কে? আমায় চরণে স্থান দিয়েছেন, সেই চরণেই আছি; এক মুহূর্ত্ত আপনার চরণচ্যুত নই। মহারাজ আমার সর্ব্বস্ব, আমার পৃথক্ অস্তিত্ব কোথায়? আমি রণক্ষেত্রে মহারাজের সঙ্গে বিচরণ করি, মন্ত্রণাগৃহে মহারাজের পদতলে, জীবনে-মরণে এক মুহূর্ত্ত আমি মহারাজ হ'তে স্বতন্ত্র নই।

শিবাজী। যাও, মাতার সহিত আমার কল্যাণকামনায় দেবী-আরাধনা করো।

পুতলা। আপনার কল্যাণ আমার মস্তকের সিন্দূর, মহারাজের স্বহস্তে-প্রদত্ত, এ সিন্দূর কদাচ মলিন হবে না।

শিবাজী। সময় সংক্ষেপ, আমি দেবী প্রণাম ক'রে অচিরে যাত্রা কর্‌বো! তোমরাও জননীর সহিত সিংহগড় গমন করো।

[শিবাজীর প্রস্থান।

সই। পুতলা, কি হবে? আবার স্থিরনেত্রে কি দেখ্‌ছিস্‌?

পুতলা। দিদি, তুমুল ঝড় উত্থিত হয়েছে—ঘোরতর ঝঞ্ঝা,—ঐ দেখ—ঐ দেখ—ঐরাবত-বাহনে ইন্দ্রের ন্যায় যেন বজ্রকরে মহারাজ অসুর দমন ক'চ্চেন! শোনো,—শোনো,—কলরব শোনো—শত্রুর আর্ত্তনাদ! দিদি—দিদি আমি কোথায়?

সই। পুতলা, তোর মন কি বলে?—এ মহাসঙ্কট হ'তে আমরা কি পরিত্রাণ পাবো?

পুতলা। দিদি, কেন ভয় ক'চ্চো? কুজ্‌ঝটিকায় ক্ষণকাল দিনকরকে আবরিত করে, আবার তপন-কিরণে অন্তর্হিত হয়; মোগল কুজ্‌ঝটিকায় এ রাজ-সূর্য্য কখনই আবরণ কর্‌তে পার্‌বে না।

সই। পুতলা—পুতলা—আমার বড়ই আশঙ্কা হ'চ্চে, শত্রু অতি বলবান্‌; মুষ্টিমেয় মহারাষ্ট্রসৈন্যে কি এই প্রবল শত্রু দমিত হবে?

পুতলা। দিদি, তুমি কি জাননা, মহাদেবী ভবানীর তেজে মহারাজের বীরদেহ নির্ম্মিত, ত্রিশূল-অংশে মহারাজের তরবারি, স্বয়ং দেবদেব মহাদেব নররূপে ধরণীতে অবতীর্ণ!—দেবদেবের পরাজয় কোথায়?

সই। তোর বিশ্বাসের অংশ আমায় দে, তা'হলে আমার হৃদয় শান্ত হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

—০:::০—

স্থান—রাজপ্রাসাদস্থ কক্ষ।

সায়েস্তা খাঁ। ও মল্লিকজী

মল্লিকজী। খাঁসাহেব, কোতল হুকুম দেন—কোতল হুকুম দেন

সায়েস্তা। আরে রোসো মল্লিকজী, কখন আমার কোতল হুকুম হয় তা দেখো।

মল্লিকজী। আর কি, যখন পুনায় এসে পড়েছেন, তখন দুষমণের বুকে চড়ে ব'সেছেন।

সায়েস্তা। আমি দুষ্‌মণের বুকে চ'ড়ে বসেছি, না দুষ্‌মণ আমার বুকে চ'ড়ে বসেছে—তা জানি না। দুষ্‌মণ ঝড়ের মতন কখন এসে পড়্‌বে,—এই ভয়ে আমার রাত্রে নিদ্রা হয় না, আর তুমি বল্‌ছ, "কোতল হুকুম দেন—কোতল হুকুম দেন।"

মল্লিকজী। আর দুষ্‌মণ কি কর্‌বে! শয়তান শিবাজী ভয়ে পালিয়েছে।

সায়েস্তা। ও অমন পালায়, আবার অন্ধকার রাত্রিতে ঘাড়ে এসে পড়ে।

মল্লিকজী। আরে কোতল হুকুম দেন—কোতল হুকুম দেন, তা'হলে সব শয়তানি ছুটে যাবে।

সায়েস্তা। যাও, তুমি গিয়ে কোতল হুকুম দাও। কাকে কোতল কর্‌বে? পুনায় কি একটা হিন্দু আছে? আমি কড়া হুকুম দিয়েছি, যে আমার হুকুম না পেলে একজনও হিন্দু পুনায় না আস্‌তে পায়।

মল্লিকজী। আরে চড়োয়া হ'য়ে কোতল হুকুম দাও, চড়োয়া হ'য়ে কোতল হুকুম দাও।

সায়েস্তা। মল্লিকজী, তুমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারো না দেখ্‌তে পাই? তানাজী, মোরোপন্ত প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে পুনায় রসদ পৌঁছে না, যশোবন্ত সিংহ কি অবস্থায়—সে সংবাদ পাই নাই। এ শত্রু সামান্য শত্রু বিবেচনা ক'রো না।

মল্লিকজী। কোতল করুন—কোতল করুন—সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

সায়েস্তা। মল্লিকজী, তুমি কোতল করতে বেরোও, আমার কর্ম্ম নয়।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। শিবাজীর নিকট হ'তে জনৈক দূত খাঁসাহেবের দর্শনে আগত হয়েছে।

সায়েস্তা। ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

মল্লিকজী। শয়তান ভয় পেয়েছে—ভয় পেয়েছে।—গো মারো—কোতল করো—কোতল করো—কাফেরের দেবতা তুলে ফেলো।

সায়েস্তা। মল্লিকজী, তুমি মুখে কোতল হুকুম ক'চ্চো, গো মারচো, দেবতা তুলচো, মহারাষ্ট্রে এ কাজ বড় সোজা নয়।

(গঙ্গাজীর প্রবেশ)

মল্লিকজী। এ কে? এই কাফেরটা আমায় পাকড়েছিলো। এ কাফের—তুই সেই না?

গঙ্গাজী। আপনি কি আজ্ঞা ক'চ্চেন?

মল্লিকজী। তুই সেই—আমায় পাকড়েছিলি?

গঙ্গাজী। খাঁসাহেব, ইনি কি বায়ুরোগগ্রস্ত?

মল্লিকজী। চোপ রাও কাফের।—আমার কোমর জাপ্‌টে ধরেছিলো।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে হাঁ।

মল্লিকজী। আমায় ঘিঁচে নে গিয়েছিলো।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে হাঁ।

মল্লিকজী। সেই তুল্‌জাপুরে।

গঙ্গাজী। খাঁসাহেব, এরূপ বাধা প্রদান কর্‌লে ত আমি দৌত্যকার্য্য কর্‌তে অক্ষম।

সায়েস্তা। মল্লিকজী, স্থির হোন।

মল্লিকজী। খাঁসাহেব, তুমি বুঝ্‌চ না। ও যাদু ক'রবে, এখনি কোমর জাপ্‌টে ধর্‌বে, ঘিঁচে নিয়ে যাবে। কোতল করো— কোতল করো।

গঙ্গাজী। খাঁসাহেব, এর সম্মুখে ত কোন কথাই হ'তে পারে না!

সায়েস্তা। মল্লিকজী, আপনি কক্ষান্তরে অপেক্ষা করুন।

মল্লিকজী। আচ্ছা—আমি যাচ্চি, হুঁসিয়ার, যাদু ক'রবে। ভাল চাও ত কোতল করো কোতল করো। [মল্লিকজীর প্রস্থান।

সায়েস্তা। কি বল্‌ছিলেন বলুন।

গঙ্গাজী। শিবাজী[illegible]—আপনি সন্ধি করুন, কিন্তু সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসীর [illegible] আছে। আমি শিবাজীর দূতরূপে আগমন করেছি কিন্তু মহারাষ্ট্রের হিতসাধনের নিমিত্ত আমি হেথায় আগত। শিবাজী সন্ধি প্রার্থনা করেছেন সত্য, কিন্তু সন্ধি তাঁর মনোগত নয়। যেরূপ আফ্‌জল খাঁর সহিত সন্ধি ক'রে তাকে নিধন করেছিলেন, এবারেও তাঁর অভিপ্রায় সেইরূপ। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, সামান্য বিজাপুরের সুলতান ও সম্রাট আওরঙ্গজেবে বিস্তর প্রভেদ। বাদ্‌সার সহিত কপটতায় সমস্ত মহারাষ্ট্র

সমূলে নির্ম্মূল হবে, তাই মহারাষ্ট্রবাসীর প্রার্থনা, আপনি শিবাজীকে দমন করুন, কিন্তু মহারাষ্ট্রকে অভয় দিন।

সায়েস্তা। শিবাজীকে কিরূপে দমন করবো?

গঙ্গাজী। যদি ইচ্ছা করেন, অদ্য রাত্রেই দমন করতে পারেন।

সায়েস্তা। কিরূপ কিরূপ?

গঙ্গাজী। শিবাজী মনস্থ করেছেন, আপনি তাঁর সন্ধিব প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে অসতক হবেন, শিবাজাও পুনার পশ্চিমে বৃক্ষ-আববণে সৈন্যস্থাপন ক'রে সহসা রজনীযোগে আপনাকে আক্রমণ করবে। আপনি প্রস্তুত থাক্‌লে, তাব মন্ত্রণা বিফল হবে। শিবাজী স্বযং সৈন্যচালনা কববে, তাকে করগত করা আপনার পক্ষে অধিক সহজ হবে।

সায়েস্তা। আপনার কথা যে মিথ্যা নয়, এ কিরূপে জান্‌বো?

গঙ্গাজী। অর্দ্ধরাত্রে প্রমাণ পাবেন। সতক পেহরা রাখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন, যে ধীরে ধীরে নগরের পশ্চিমপ্রান্তে আলোক প্রজ্জ্বলিত হ'চ্চে! জান্‌বেন—সেই সময়েই সৈন্য সমবেত হবে।

সায়েস্তা। আপনার বাক্য যদি সত্য হয়, বাদ্‌সাব নিকট বিশেষ পুরস্কার লাভ কর্‌বেন।

গঙ্গাজী। মহাশয়, মহারাষ্ট্রবাসীকে অভয় প্রদান কর্‌লেই বিশেষ পুরস্কৃত জ্ঞান কর্‌বো। বাদ্‌সার সহিত বিবাদে মহারাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম হয়েছে; এই সর্ব্বনাশ রহিত হয়, এই আমার প্রার্থনা।

সায়েস্তা। আপনি উত্তম বিবেচনা করেছেন।

গঙ্গাজী। আমি শিবাজীর নিকট প্রত্যাগমন ক'রে কি বল্‌বো?

সায়েস্তা। বল্‌বেন—আমি সন্ধিতে প্রস্তুত।

গঙ্গাজী। কি সর্ত্তে?

সায়েস্তা। যেরূপ সর্ত্ত শিবাজীর মনোনীত বুঝ্‌বেন, সেইরূপ বল্‌বেন।

গঙ্গাজী। কিন্তু একেবারে শিবাজীর সমস্ত সন্ধি-সর্ত্তে আপনি সম্মত, এ কথায় শিবাজীর প্রত্যয় হবে না।

সায়েস্তা। যাতে প্রত্যয় হয়, আপনি সেইরূপ বল্‌বেন।

গঙ্গাজী। তা'হলে আপনার নিকট আমার পুনর্ব্বার আসার প্রয়োজন হবে। আর সেই সময় শিবাজী কিরূপ ক'চ্চে, তার সন্ধান দিতেও আপনাকে পার্‌বো।

সায়েস্তা। প্রয়োজন হয়, আস্‌বেন।

গঙ্গাজী। রজনী আগতপ্রায়, শিবাজীর নিকট গমন ও প্রত্যাগমনে ফটক বন্ধ হবে, আমি কিরূপে প্রবেশ করবো? আমি আস্‌বার সময় সমস্ত সন্ধান নিয়ে আসবো, যাতে আপনার সৈন্য তাকে আক্রমণ ক'রে বন্দী করতে পারে।

সায়েস্তা। এখন সে কোথা? সে সন্ধান পেলে, আমি তাকে আক্রমণ করতে সৈন্য পাঠাই।

গঙ্গাজী। আপাততঃ তা আমি অবগত নই। শিবাজীর কোন এক দূত নগরপ্রান্তে আমার নিমিত্ত অপেক্ষা কর্‌বে, আমি প্রত্যাগমন করলে, শিবাজীর নিকট আমায় সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যাবে। শিবাজী অতি সতর্ক, কোন্ স্থানে অবস্থান ক'চ্চে, সকলকে জান্‌তে দেয় না।

সায়েস্তা। আচ্ছা, তুমি যদি সন্ধান নিয়ে ফিরে এসো, যদি প্রহরীরা না তোমায় প্রবেশ কর্‌তে দেয়, বল্‌বে, "সাবাস্তাজিন"। আজ এই কথা যে বল্‌তে পার্‌বে, প্রহরীরা তারে দোর খুলে দেবে, নচেৎ তার প্রাণবধ কর্‌বে।

গঙ্গাজী। যে আজ্ঞে, আমি চল্লুম; আপনি প্রস্তুত থাকুন। যে মুহূর্ত্তে আমি সংবাদ দেবো, সেই মুহূর্ত্তেই যেন আপনার সৈন্যেরা আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকে। এ সুযোগ পরিত্যাগ কর্‌লে শিবাজীকে ধরা বড় কঠিন হবে।

সায়েস্তা। আমি অগ্রেই যথাস্থানে সৈন্যগণকে প্রেরণ কর্‌বো।

গঙ্গাজী। আমি বিদায় হলেম—সেলাম।

[গঙ্গাজীর প্রস্থান।

সায়েস্তা। কে আছ, হাবিলদারকে ডাকো। বাদ্‌সাহ যথার্থই বলেছেন, কাফেরেরা সকলেই বিশ্বাসঘাতক। একবার শিবাজীকে করগত করতে পারলে মহারাষ্ট্র লুট কর্‌বো। শিবাজী বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করেছে,—মহারাষ্ট্র রমণীরাও সুন্দরী।

(হাবিলদারের প্রবেশ)

তুমি সসৈন্যে প্রস্তুত হ'য়ে নগরের পশ্চিমপ্রান্তে গুপ্তভাবে অবস্থান ক'রো। রজনীযোগে নিকটে যদি কোথাও আলো প্রজ্বলিত হ'তে দেখো, জানবে, শিবাজী সসৈন্যে আমাদের আক্রমণ কর্‌তে প্রস্তুত হ'চ্চে; সেই আলো লক্ষ্য ক'রে অমনি চতুর্দ্দিক হ'তে আক্রমণ করবে। যে শিবাজীকে ধৃত কর্‌তে পার্‌বে, সে বিশেষ পুরস্কৃত হবে।

হাবিল। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান।

সায়েস্তা। মল্লিকজী—মল্লিকজী—

(মল্লিকজীর প্রবেশ)

মল্লিকজী। হাঁ—হাঁ—কোতল হুকুম হবে নাকি, কোতল হুকুম হবে নাকি?

সায়েস্তা। আজ রাত্রে দেখ্‌বে, শিবাজীর কি দুর্দ্দশা হয়। কাল মহারাষ্ট্র কাফেরশোণিতে প্লাবিত হবে।

মল্লিকজী। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা—এই ত চাই—এই ত চাই।

সায়েস্তা। চলো—এখন নৃত্যঘরে আনন্দ করিগে।

মল্লিকজী। হাঁ, হাঁ—কোতল হুকুম দাও—কোতল হুকুম দাও, খুব আমোদ করো—খুব আমোদ করো

প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।*

—:০:—

পুনার উপকণ্ঠস্থ বন।

শিবাজী, গঙ্গাজী, তানাজী ও সৈন্যগণ।

শিবাজী। কি সংবাদ?

গঙ্গাজী। সায়েস্তাখাঁ সম্পূর্ণ প্রতারিত হয়েছে। তার সেনারা নগরের পশ্চিম প্রান্তে আলোক প্রজ্বলিত হ'তে দেখ্‌লেই সেই দিকে আক্রমণ করতে ধাবিত হবে। পুরী প্রায় অরক্ষিত থাক্‌বে।

শিবাজী। ভাই তানাজী, এই ত সুযোগ। আমরা বহু দুর্গ উল্লঙ্ঘন করেছি, আমাদের পুনার গৃহ-প্রাচারও উল্লঙ্ঘন কর্‌তে কষ্ট বোধ হবে না।

গঙ্গাজী। সে সব কোন প্রয়োজন নাই, আমার সঙ্গে আসুন।

'সাবাস্তাজিন' ব'ল্লেই ফটক খুলে দেবে। স্বচ্ছন্দে গৃহ প্রবেশ করবেন—আজ্ কের সঙ্কেত বাক্য এই।

শিবাজী। সাধু—সাধু! তোমার স্থায় সুহৃৎ সাহায্যে আওরঙ্গজেবকে বন্দী করা কঠিন নয়। দ্বিজবর, তোমার কৃপায় আজ পৈতৃক আবাসস্থান পুনরধিকার করবো। হে বীরবৃন্দ, তোমরা জনে জনে সহস্র সৈন্যের সম্মুখীন হ'তে সক্ষম; আমার পৈতৃক গৃহে বিধর্ম্মী বিহার ক'চ্চে, রাজগৃহে বর্ব্বরের আবাস, পুণ্যস্থানে চণ্ডালের পদবিক্ষেপ, গ ব-নাড়ে ভুজঙ্গের বিহার আমার সেই পৈতৃক ভূমি আজ উদ্ধার করো। —আমার কলঙ্ক দূর করো—আমার প্রতিজ্ঞাপূরণে সহায় হও।

তানাজী। শিব্বা, কথায় কি উত্তর প্রদান কর্‌বো, কার্য্যস্থলে নিয়ে চলো, আমরা বড়ই অধীর, তোমার পৈতৃক গৃহে বিধর্ম্মী মোগল, আমাদের হৃদয়ে দাবানল প্রজ্জ্বলিত,—সে অনল আজ শোণিত-স্রোতে শীতল হবে। প্রতিমুহূর্ত্ত যুগ বোধ হ'চ্চে, কতক্ষণে তোমার আদেশ প্রাপ্ত হবো, সেই নিমিত্ত পিধানে তরবারি চঞ্চল, আক্রমণে বিলম্ব কি?

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, কত সৈন্য পুরী রক্ষা ক'চ্চে?

গঙ্গাজী। দুই শতের অধিক নয়।

তানাজী। শিব্বা, আজ্ঞা দাও, দুই সহস্র হ'লেও বাধা প্রদান ক'র্‌তে পারবে না। প্রতি বাহুতে সহস্র বাহুর বল, তোমার পিতৃগৃহ উদ্ধার কর্‌বো—উৎসাহ হৃদয়ে ধরে না। যদি আজ কেহ আমাদের প্রতিরোধ করতে পারে, সে সার্থক মাতৃস্তন পান করেছে। যেবারি অসুরেরা সদলবলে মোগলের সাহায্য প্রদান করলেও, আমাদের আক্রমণে পুনা রক্ষা করতে অক্ষম হবে—চলো বিলম্ব কি?

শিবাজী। চলো, শত্রুকে প্রতারিত করবার জন্য আলোক প্রজ্বলিত করতে আদেশ দিই, আলোক লক্ষ্য ক'রে শত্রুসেনা ধাবিত হ'লেই আমরা পুরী আক্রমণ করবো।

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

—•:•:•—

পুনা—রাজপ্রাসাদস্থ নাচঘর।

সায়েস্তা খাঁ, মল্লিকজী ও নর্ত্তকীগণ।

সায়েস্তা। চলুক—চলুক—নাচ চলুক, আজ উৎসবের দিন; শয়তান শিবাজী এতক্ষণ বন্দী হয়েছে। যে শিবাজীকে ধ'রে আন্‌বে, এই মতির মালা দেবো। চলুক—নাচ চলুক। শিবাজী সায়েস্তাখাঁকে চেনে না—আমি কি যে সে লোক? এমন যে বাদ্‌সা আলমগীর তার মামা! হাঁ চলুক—নাচ চলুক!—

নর্ত্তকীগণের নৃত্য-গীত।

ঝড়দল বাদল গাজে।
বাজ বাজে হিয়া মাঝে॥
দামিনী দলকে, আঁখিয়া ঝলকে,
ঝর ঝর ঝর্ ঝর্ পবন হুঙ্কার
কাঁহা সেঁইয়া হামারি,
কোন পন্থ নারী পাছুকিয়া ফদিরাজে॥

(নেপথ্যে কলরব)

সায়েস্তা। কিসের গোলযোগ? ওঃ—শিবাজীকে ধ'রে আন্‌চে। শয়তান আজ উপযুক্ত শিক্ষা পাবে। মহারাষ্ট্রে এসে বহুৎ ক্লেশ পেয়েছি, দিল্লীর আমোদ ছেড়ে ঝড়-বৃষ্টিতে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরচি, আজ তার সব শোধ দেবো। মল্লিকজী, আজই কোতল হুকুম হবে।

মল্লিকজী। হাঁ, হাঁ, কোতল হুকুম হোক—কোতল হুকুম হোক!

নেপথ্যে। জমাদার। দুষ্‌মণ—দুষ্‌মণ—

(আবুল ফতেখাঁর প্রবেশ)

আবুল। পিতা, পিতা, পলায়ন করুন—পলায়ন করুন।—দুষ্‌মণ পুরী প্রবেশ ক'চ্চে; আমি দুষ্‌মণকে বাধা দিই, আপনি সত্বর পালান, আর তিল বিলম্ব করবেন না।

সায়েস্তা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

আবুল। পালান—পালান—কথার সময় নাই, ঐ দুষ্‌মণ এলো।

মল্লিকজী। অ্যাঁ—কোথায় কোথায়—কোন দিকে যাবো!

(লুক্কায়িত হওন)

(তানাজী ও সৈন্যগণসহ শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী। বালক, অস্ত্র পরিত্যাগ করো।

আবুল। দস্যু—তস্কর! দস্যুভয়ে মুসলমান অস্ত্র পরিত্যাগ করে না, দস্যুকে দণ্ড প্রদান করে।

শিবাজী। অকারণ কেন মৃত্যু আহ্বান ক'চ্চো?—অহেতু নরহত্যায় আমার ঘৃণা!

আবুল। দস্যু, তোমার নিকট অস্ত্র পরিত্যাগ করা অপেক্ষা মৃত্যু আমার শতগুণে শ্রেয়ঃ।

শিবাজী। তবে মরো।

(অস্ত্রাঘাত, আবুল ফতেখাঁর পতন, সায়েস্তাখাঁর পলায়নোদ্যোগ)

শিবাজী। সায়েস্তাখাঁ, আমি জানতেম, আপনি বীরপুরুষ; স্বচক্ষে পুত্রহত্যা দেখে পলায়নের চেষ্টা ক'চ্চেন! এই আপনার দম্ভ, এই দম্ভে মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন? আমার আবাসগৃহে নৃত্যগীত কর্‌তে সাহস করেছেন? কুক্ষণে মহারাষ্ট্রে পদার্পণ করেছেন, যদি মহারাষ্ট্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতেন, নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমোদ কর্‌বার সাহস হ'তো না—আপনি অবশ্যই দণ্ডনীয়।

সায়েস্তা। আমি নিরস্ত্র—আমি নিরস্ত্র,—আমায় বধ ক'রো না।

শিবাজী। অস্ত্র গ্রহণ ক'রে আমার সহিত যুদ্ধ কর্‌বার ইচ্ছা আছে কি? আমি অস্ত্র দিতে প্রস্তুত। নিরস্ত্র ব্যক্তিকে বধ করা আমার ঘৃণা।

সায়েস্তা। আমি ত সন্ধি কর্‌তে প্রস্তুত ছিলেম—আমি ত সন্ধি কর্‌তে প্রস্তুত ছিলেম।

শিবাজী। কপটাচারী, এখনো কপটতা! তুমি আমায় বন্দী কর্‌বে, এরূপ কল্পনা মনে স্থান দাও? এত দিনে কি মহারাষ্ট্র-বিক্রম তুমি অবগত হও নাই? পঙ্গপালের ন্যায় সম্রাট-সৈন্য ল'য়ে এসেছ, তথাপি মুষ্টিমেয় মহারাষ্ট্র-সৈন্যের নিকট বারবার পরাজিত; এতেও কি তোমার চৈতন্য হয় নাই?

সায়েস্তা। আমি সত্যই সন্ধি কর্‌তে প্রস্তুত ছিলেম—সত্যই সন্ধি কর্‌তে প্রস্তুত ছিলেম। তোমার দূত তোমায় মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে।

শিবাজী। তুমি অতি হীন! তোমার সম্মুখে বীর-ব্যবহারে তোমার বীরপুত্র মৃত, তথাপি তুমি কপটাচারে জীবন রক্ষার উপায় ক'চ্চ; তোমার স্থায় হেয় ব্যক্তির পৃথিবীতে স্থান হওয়া উচিত নয়। আমি অস্ত্রপ্রদানে তোমায় সম্মানিত কর্‌বার ইচ্ছা করেছিলেম, কিন্তু সে সম্মানের তুমি যোগ্য নও।

(বেগমগণের প্রবেশ)

১মা বেগম। বীরবর, রক্ষা করুন—রক্ষা করুন, আমায় পুত্রহীনা ক'রেছেন, আর কঠিন হবেন না, আমাদের চুড়ি রক্ষা করুন, আমাদের অনাথা কর্‌বেন না, আপনার নিকট আমরা পতিভিক্ষা ক'চ্চি; আপনি মহৎ, আমাদের পতির জীবন দান দিন।

শিবাজী। মা, আপনি মাতার স্থায় আমায় হেয় কার্য্য হ'তে নিরস্ত করেছেন। আমি এই কপটাচারীর কপটতায় আত্মবিস্মৃত হ'যে সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর্‌ছিলেম, নিরস্ত্র ব্যক্তির অঙ্গে অস্ত্রপ্রয়োগে উদ্যত হ'চ্ছিলেম, আপনারা আমাকে সেই হেয় কার্য্য হ'তে উদ্ধার করেছেন; আপনাদের শত শত সেলাম। (সায়েস্তাখাঁর প্রতি) খাঁসাহেব, রমণীতে আপনার জীবন রক্ষা করেছে, এই হেয জীবনভার বহন করুন, এই আপনার দণ্ড।

গঙ্গাজী। মল্লিকজী—মল্লিকজী, বেরিয়ে এসো—কোতল হুকুম দাও কোতল হুকুম দাও।

মল্লিকজী। বাপ্—সেই শালা শয়তান! (বেগে পলায়ন)

সায়েস্তা। (স্বগত) শয়তান!—বিশ্বাস কি? কখন জানে মার্‌বে!

(সায়েস্তাখাঁর সহসা লম্ফ প্রদান করিয়া জানালা হইতে পতিত হওন, এবং পশ্চাৎ হইতে গঙ্গাজী কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাতে অঙ্গুলি ছেদন)

শিবাজী। এ কি ব্রাহ্মণ!

গঙ্গাজী। মহারাজ, মার্জ্জনা করবেন, মহারাণীর দাগ দেগে দিলেম।

শিবাজী। আমি যাবে অভয় প্রদান করেছি, তার অঙ্গে কি নিমিত্ত অস্ত্রাঘাত করলে?

গঙ্গাজী। মহারাজের বাক্যে যে অবিশ্বাস করে,—মহারাজ অভয় দিয়েছেন, সে অভয় যে গ্রহণ না করে, তার অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে মহারাষ্ট্র অপরাধী হয় না, এ মহারাজেরই নিয়ম। মায়েদের বোঝান, বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই, অবিশ্বাসের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ--এই তিনটী অঙ্গুলি মাত্র।

শিবাজী। মা, আপনাদের কোন চিন্তা নাই, অদ্য রাত্রে আপনারা নিজ নিজ শয়নাগারে অবস্থান করুন, কল্য দিল্লী যাত্রা করবেন।

মা বেগম। মহারাজ—মহারাজ—আমাদের স্বামীর কি হবে?

শিবাজী। মা, আপনাদের অনুরোধে তাঁরও দিল্লী গমনের বাধা হবে না। তিনি বৃথা আশঙ্কা ক'রে বাতায়ন হ'তে লম্ফ প্রদান করেছেন।

মা বেগম। মহারাজের বাক্যে আশ্বাসিত হ'লেম।

[বেগমগণের প্রস্থান।

শিবাজী। (সৈন্যগণের প্রতি) এখনও আমাদের বিশ্রামের সময় নয়। যে বৃক্ষে আমরা মোগলসৈন্যদের প্রান্ত করবার জন্য মশাল জ্বালিয়েছি, এতক্ষণ মোগলসৈন্য তথায় উপস্থিত হ'য়ে, আমাদের অনুসন্ধান ক'চ্চে,—চলো, আমরা তাদের পশ্চাতে আক্রমণ করি।

সৈন্যগণ। হর হর মহাদেব!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রায়গড়—নাট-মন্দির।

জয়সিংহ ও শিবাজী।

জয়সিংহ। বীরবর, আজ আমার জীবন সার্থক! তোমার প্রসাদে আজ আমি স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে দেবীপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে সক্ষম হলেম। যেথায় মুসলমানের অধিকার নাই, হেথায় গো-ব্রাহ্মণ পালিত, বর্ণাশ্রম রক্ষিত, পবিত্র গৈরিক রাজপতাকা উড্ডীয়মান!

শিবাজী। সকলই মহারাজের কৃপায়। যে সময় মহারাজ ও দিলিরখাঁ সিংহগড় ও পুরন্দরদুর্গ অবরোধ করেন, সে সময় আমি ক্ষিপ্রকারিতা বশতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম; কেবল মহারাজের উপদেশেই বাদসার সহিত সন্ধি করতে প্রবৃত্ত হই। যদি পিতার ন্যায় সে সময় আপনি আমায় উপদেশ প্রদান না কর্‌তেন, নিশ্চয়ই মোগল কর্ত্তৃক আমার নবরাজ্য বিনষ্ট হ'তো।

জয়সিংহ। বৎস, তোমার সহিত মিলিত হ'য়ে বিজাপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ক'রে তোমার বীরত্ব যেরূপ দর্শন করেছি, তাতে আমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে, যে সেনাপতি দিলিরখাঁ ও আমি, উভয়ে একত্র হ'য়ে কত দূর তোমায় পরাজয় করতে সক্ষম হতেম, তার নিশ্চয়তা নাই। যাই হোক, উপস্থিত বাদ্‌সার সহিত সন্ধি করায়, তুমি নব-রাজ্য দৃঢ় করতে কৃতকার্য্য হবে।

শিবাজী। মহারাজ আমায় পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করেন, পুত্রকে যথাবিধি রাজনৈতিক উপদেশ প্রদান করুন।

জয়। বৎস, আমার নিকট উপদেশগ্রহণ-ইচ্ছা কেবল তোমার উদারতার পরিচয় মাত্র। তুমি স্বাধীন, আমি পরাধীন; তুমি হিন্দুর গৌরব, আমি হিন্দুর গ্লানি; তুমি স্বধর্ম্মস্থাপক, আমি বিধর্ম্মীর নফর; বৎস, তোমায় উপদেশপ্রদান আমার ধৃষ্টতা মাত্র। তবে যে তোমায় বাদ্‌সার সহিত সন্ধি করতে উপদেশ দিয়েছিলেম, তার কারণ, আমি বাদ্‌সার মনোভাব অবগত ছিলেম। যদি সেনাপতি দিলিরখাঁ ও আমি উভয়েই তোমার নিকট পরাজিত হতেম, বাদ্‌সা নিরস্ত হতেন না, পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রে দ্বিগুণ সৈন্য প্রেরণ করতেন। প্রবল মোগলবলের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধে নব-হিন্দুরাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি যথাজ্ঞান উপদেশ প্রদান করেছিলেম। যাক্, এখন বাদ্‌সার পত্রের কি উত্তর প্রদান করবো, তোমার নিকট জানতে ইচ্ছা করি।

শিবাজী। বাদ্‌সা মহারাজকে কি পত্র লিখেছেন?

জয়। বাদ্‌সার পত্রে অবগত হলেম, যে তুমি বাদ্‌সার পক্ষে বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় বাদ্‌সা পরম পরিতুষ্ট হয়েছেন, ও সপুত্র তোমার দিল্লীগমনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করেছেন। তোমার বালক পুত্রকে পাঁচহাজারী পদ ও তোমায় উচ্চ সম্মান প্রদান করবেন, এই তাঁর

অভিপ্রায়, এবং তোমায় স্বাধীন রাজা ব'লে দরবারে গ্রহণ করবেন। অবশ্যই এ নিমন্ত্রণ তোমার নিকট এসেছে।

শিবাজী। আজ্ঞে হাঁ, সেই পরামর্শের নিমিত্তই মহাশয়ের চরণ দর্শন বাসনা করেছিলেম।

জয়। তোমায় আবাহনে আমারও দেবীদর্শন-বাসনা পূর্ণ হলো; কিন্তু উপস্থিত অবস্থায় পরামর্শ প্রদান অতি কঠিন। বাদ্‌সার প্রকৃত মনোভাব অবগত হওয়া কাহারও সম্ভব নয়। তোমায় দিল্লীতে আহ্বান ক'রে কিরূপ ব্যবহার করবেন, তা নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু যদি তুমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করো, তা'হলে বাদ্‌সার সহিত একরূপ সন্ধিভঙ্গ করা হবে।

শিবাজী। মহারাজের পরামর্শ ব্যতীত আমি কর্ত্তব্য নির্ণযে অক্ষম।

জয়। বাদ্‌সার পত্র প্রাপ্ত হ'য়ে আমি বিস্তর চিন্তা করেছি। আমার মতে তোমার দিল্লী যাওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি তোমার সহিত দিল্লী গমন করবো না; কি জানি, যদি তোমার কোন অনিষ্ট ঘটে, আমি দিল্লীতে উপস্থিত থাকলে তার প্রতিবিধান করতে অক্ষম হবো। আমি আমার পুত্র রামসিংহকে পত্র লিখ্‌ছি, সে তোমায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সমাদর করবে, আর আমারও দেবী সমক্ষে প্রতিজ্ঞা, যত দিন আমার দেহে এক বিন্দু শোণিত প্রবাহিত হবে, দিল্লীতে তোমার অনিষ্ট সম্ভাবনা হ'লে সে শোণিত ব্যয়ে আমি কাতর হবো না। তোমার কিরূপ অভিপ্রায় আমায় জানিয়ো। তোমার আতিথ্যে আমি পরম পরিতুষ্ট। হিন্দুকুলতিলক, তোমার জয় হোক ;—আমি শিবিরে প্রত্যাগমন করি।

শিবাজী। মহারাজ, দাসের নমস্কার গ্রহণ করুন।

[জয়সিংহের প্রস্থান।

(মোরোপন্ত, নীলোপন্ত, তানাজী ও গঙ্গাজীর প্রবেশ)

তানাজী। মহারাজ, সংবাদ কি সত্য ?

শিবাজী। হ্যাঁ ভাই, সেই জন্যই তোমাদের আহ্বান করেছি।

তানাজী। মহারাজকে যদি বাল্যাবধি না জানতেম, তা'হলে মনে হ'তো, আমাদের সহিত পরিহাস ক'চ্চেন, এ কি অদ্ভুত সংকল্প! আপনার মুখে বার বার শ্রুত আছি, যে বাদসা আওরঙ্গজেব অতি কুটিল পন্থাবলম্বী; স্বেচ্ছায় সেই কুটিলের আয়ত্তাধীন হ'তে চাচ্চেন, এ সংবাদে আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্চে!

শিবাজী। ভাই, আমরা বিষম সন্ধিস্থলে উপস্থিত। বিজাপুর আমাদের শত্রু, সর্ব্বদা সুযোগপ্রয়াসী, বাদসার নিমন্ত্রণ যদি উপেক্ষা করি, মোগলও আমাদের শত্রু হবে। এই উভয় শত্রুর সহিত বিবাদে যদি আমাদের নবস্থাপিত হিন্দুরাজ্যের অমঙ্গল হয়, তা'হলে যে সকল বীরবৃন্দ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় জলধারাবৎ হৃদয়ের শোণিত দান ক'রে এই রাজ্য স্থাপন করেছেন, তাঁদের নিকট আমাদের অপরাধী হ'তে হবে।

তানাজী। শিবা, নিয়ত রণশ্রমে তুমি কি ক্লান্ত? ভাল, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আমাদের আজ্ঞা প্রদান করো, আমরা বাদসার ন্যায় শত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করবো।

শিবাজী। তানাজী, রাজ্যস্থাপন কেবল বলে হয় না। রাজনীতি উপেক্ষা করা কদাচ যুক্তিসঙ্গত নয়। তুমি বীর, যুদ্ধে প্রাণ দান করতে পারো, কিন্তু পিপীলিকা-জালে বিষধর কালসর্পকেও ব্যাকুল করে। রণদুর্ম্মদ শত্রু, কিন্তু বাদসার বল অপরিমিত, বিজাপুরও সেনাবলে ন্যূন নয়; দশ সহস্র শত্রু বিরুদ্ধে যদি আমরা প্রতি জন যুদ্ধ করতে সমর্থ হই, তথাচ শত্রুবল ক্ষয় হবে না। বাদসা কিরূপ

ব্যবহার করবেন অবশ্য সন্দেহের স্থল, যদি দিল্লীতে আমার দুর্ঘটনা হয়, তোমরা প্রাণপণে রাজ্য রক্ষা ক'রো। আর যদি বাদ্‌সার সহিত সন্ধি ক'রে রাজ্য দৃঢ় করতে সমর্থ হই, বিজাপুর অনায়াসে পরাস্ত করবো। আমার অনিষ্ট হ'লে এক জন মহারাষ্ট্রের অনিষ্ট হবে, তোমরা সকলেই সশস্ত্র থাকবে। কিন্তু ইষ্টসাধনে সমস্ত মহারাষ্ট্রের ইষ্ট, এ কার্য্যে আমায় বাধা প্রদান ক'রো না।

তানাজী। শিবাজী, তুমি একজন মহারাষ্ট্র? তোমার অনিষ্টে কেবল একজন মহারাষ্ট্রের অনিষ্ট? এ কথায় কি আমাদের মন পরীক্ষা ক'চ্চো?—রণজয়ে কত দূর গর্ব্বিত হয়েছি, তাই পরীক্ষা ক'চ্চো?—তুমি একজন? তুমি কি জানো না, তোমার অভাবে সমস্ত মহারাষ্ট্রপুরী অন্ধকার হবে! মহারাষ্ট্রে সকলই ছিল, অস্ত্রধারী বীর ছিল, ধনাঢ্য জাইগিরদার ছিল, মাওলী ছিল, বর্গী ছিল, কেবল শিবা ছিল না, সেই নিমিত্ত মহারাষ্ট্র, বিধর্ম্মীর পদানত হ'য়ে অবস্থান করতো। সমস্তই তমাচ্ছন্ন, স্বাধীনতার নাম উল্লেখও মহারাষ্ট্রে ছিল না, কিন্তু প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় শিবাজী উদয় হলো, মহারাষ্ট্র উজ্জ্বল স্বাধীনতা-বিভায় বিভাসিত হ'য়ে, স্বাধীন হিন্দু-পতাকা সগর্ব্বে ধারণ করলে। শিবা, তোমায় দিল্লী যেতে কদাচ দেবো না; তোমার বিরহে তানাজী জীবন ধারণ করতে অক্ষম। শত যুদ্ধে দেখেছ, সিংহ বিক্রমে শত্রু আক্রমণ করেছি; কিন্তু তুমি দিল্লী গমন করবে, এ কথায় আমার জীবনের শোণিত শুষ্ক হয়েছে, বাহু যুগলে বালকের বল নাই, যেন প্রাণহীন দেহে তোমার সম্মুখে অবস্থান ক'চ্ছি।

মোরোপন্ত। মহারাজ, এ দারুণ সংবাদে আমরাও নির্জ্জীব।

শিবাজী। স্বদেশপ্রিয় বীরতাব, স্বদেশ-হিতসাধনে কবর করবো,

তোমরা কর্ত্তব্যপরায়ণ, কর্ত্তব্যসাধনে বাধা প্রদান ক'রো না; ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনে অনিষ্ট আশঙ্কা পদে পদে;—যখন শত্রুসম্মুখীন হয়েছি, তখন নিবারণ করো নাই, আজ কেন নিবারণ ক'চ্চো? যদি অনিষ্টই ঘটে, তোমরা জনে জনে কর্ত্তব্যপরায়ণ, রাজারামকে সিংহাসনে স্থাপন ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'রো।

নীলোপন্ত। আমাদের পরিত্যাগ করা কি মহারাজের দৃঢ় সংকল্প?

শিবাজী। তোমাদের পরিত্যাগ করবো? তোমরা আমার জীবনের জীবন, মৃত্যুকালে তোমাদের মূর্ত্তি আমার সম্মুখীন হবে। দিল্লী-দর্শন আমার আজীবন সাধ, যেখানে পূর্ব্বে সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছে, সেই ভূমি দর্শনের নিমিত্ত আমার হৃদয় বাল্যাবধি লালায়িত!

গঙ্গাজী। আর বোধ হয়, এখন কিরূপ মোগলেরা হিন্দুকে পদাঘাত ক'চ্চে, তা দেখ্‌বারও সাধ আছে।

শিবাজী। গঙ্গাজী, ব্যঙ্গের সময় নয়।

গঙ্গাজী। আজ্ঞে না, একেবারেই নয়।

শিবাজী। শ্রীবৃন্দাবন, কাশীধাম প্রভৃতি মহা-মহা তীর্থদর্শন, গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতির পূতসলিলে অবগাহন—এ সাধ কোন্ হিন্দুর হৃদয়ে নাই?

গঙ্গাজী। আবার সেই সকল তীর্থ স্থানে, ভগ্ন-মন্দির ও মস্‌জিদের উচ্চ চূড়া, গো-শোণিতে আরক্ত পবিত্র স্রোতস্বতী-পুলিন, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অপমান, হিন্দুর মস্তক-মুণ্ডন ক'রে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ—এ সকলও মহারাজের দৃষ্টিগোচর হবে;—না, চক্ষু মুদ্রিত ক'রে পথ চল্‌বেন?

শিবাজী। গঙ্গাজী, তোমার বাক্য সংযত করো।

গঙ্গাজী। মহারাজের রাজ্যে অন্যায় বাক্য সংযত কর্‌তে শিক্ষা করেছি, কিন্তু ন্যায্য কথা বল্‌তে মহারাজের সম্মুখেও ভীত নই। ঐ উচ্চ মস্তক আওরঙ্গজেবের সিংহাসন-তলে অবনত হবে, এ কথা মনে হ'লে এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের মৃত্যু ইচ্ছা হয়। যাহোক আজ একটা জ্ঞান হ'লো, কি ক'রে রোদন করে, এ ব্রাহ্মণের জানা ছিল না, মহারাজ আজ সেই শিক্ষা দিলেন।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, কেন ব্যাকুল হ'চ্চো? আমি গুরুদেব রামদাস-স্বামীর অনুমতি গ্রহণ ক'রে, তবে দিল্লীগমনের সংকল্প করেছি।

গঙ্গাজী। রামদাসস্বামী মহারাজের গুরু, কিন্তু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের একমাত্র রত্ন শিবাজী।

তানাজী। স্বামিজী কি দিল্লীগমনে অনুমতি করেছেন?

শিবাজী। স্বামিজী আগত, তাঁর শ্রীমুখে শ্রবণ করো।

(রামদাসস্বামীর প্রবেশ ও সকলের চরণ বন্দন)

রামদাস। সকলে অবগত হও, দেবী-আজ্ঞা আমার মুখে প্রকাশ হয়েছে, শিব্বার দিল্লীগমন দেবীর আদেশ; তার কারণ দেবী আমার হৃদয়ে ব্যক্ত করেছেন। শিব্বার অভাবে মহারাষ্ট্রীয় রাজকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হবে, মহারাষ্ট্রীয়গণকে সেই শিক্ষা প্রদানার্থ কয়েকদিনের জন্য মহাদেবী শিব্বাকে স্থানান্তরিত ক'চ্চেন।

গঙ্গাজী। আর এই ব্রাহ্মণকেও সঙ্গে সঙ্গে পাঠাচ্চেন।

শিবাজী। ব্রাহ্মণ, মুসলমান-অধিকারে প্রবেশ তোমার অনিচ্ছা।

গঙ্গাজী। মহারাজ, এখন গো-অস্থিমালা ধারণে অনিচ্ছা নাই। রাজার প্রবৃত্তি-অনুসারে প্রজার প্রবৃত্তি হয়, আমিও ত মহারাজের প্রজা।

শিবাজী। না—না, তুমি কোথায় যাবে, মহারাষ্ট্রে তোমার বিস্তর কার্য্য।

গঙ্গাজী। মহারাজ অনেকবার এই ব্রাহ্মণকে পুরস্কৃত কর্‌বার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় নাই—পুরস্কার-প্রার্থনা করে নাই, এক্ষণে সেই পুরস্কারপ্রার্থী। মহারাজ দিল্লীর দরবার দেখ্‌বেন, প্রবলপ্রতাপ মোগল-দরবার-দর্শন, এ দীন ব্রাহ্মণেরও সাধ। কারাগারে আবদ্ধ করেন, সে স্বতন্ত্র; নইলে চরণ দুটী পথশ্রমে ক্লান্ত নয়। মহারাজ সঙ্গে না নেন, এই ফাটা চরণযুগল সাহায্যে স্বচ্ছন্দে দিল্লী গমন কর্‌বো, হস্তী-অশ্ববাহনে মহারাজ না পৌঁছতে পৌঁছতে এ ব্রাহ্মণ পৌঁছে যাবে।

[গঙ্গাজীর প্রস্থান।

শিবাজী। প্রভু, ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে দাসকে কৃতার্থ করুন।

রামদাস। তোমার জননীর নিকট ভিক্ষার নিমিত্তই উপস্থিত।

[শিবাজী ও রামদাস স্বামীর প্রস্থান।

গঙ্গাজী। যখন রামদাসস্বামীর আদেশ, আমাদের আর বক্তব্য কি? প্রাণপণে মহারাজের আজ্ঞা পালন করবো,—এই আমাদের কার্য্য।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রায়গড়—শিবাজীর অন্তঃপুর।

শিবাজী ও সইবাই।

শিবাজী। রাণী, আমি দিল্লী গমন কর্‌বো, শুনেছ কি?

সই। হাঁ মহারাজ।

শিবাজী। আজই।

সই। মহারাজ সিদ্ধসঙ্কল্প, দাসী চিরদিনই অবগত।

শিবাজী। দিল্লীশ্বর আমায় বহু সম্মানে আবাহন ক'রেছেন। তোমার বালক পুত্রকে পঞ্চহাজারী পদ প্রদান করবেন, আমি সপ্তহাজারী পদ প্রাপ্ত হবো; এরূপ সম্মান সম্রাটের নিকট আর কেহই প্রাপ্ত হন নাই।

সই। মহারাজ—

শিবাজী। বিস্মিত হ'য়ো না, এইরূপ মর্ম্মে বাদ্‌সা আমায় পত্র লিখেছেন।

সই। মহারাজ, বাদ্‌সা অবশ্যই এরূপ পত্র লিখেছেন, এ কথায় আমি বিস্মিত নই, কিন্তু মুসলমানপ্রদত্ত সম্মানে সম্মানিত হবেন, আপনার প্রিয়পুত্র সম্মানিত হবে, এ এক নূতন কথা শ্রীমুখে শুন্‌লেম। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট অবগত আছি, বালকবয়সে যখন স্বর্গীয় শ্বশুর ঠাকুর সুলতানের ইচ্ছামতে আপনাকে বিজাপুর দরবারে ল'য়ে যেতে ইচ্ছা করেন, তখন আপনি দৃঢ়সংকল্প করে-ছিলেন যে মুসলমান-দরবারে কদাচ সেলাম দিতে গমন করবেন না, কেবল পিতৃ-অনুরোধে দরবারে গমন করতে বাধ্য হন; কিন্তু এখন সে অনুরোধ নাই। মহারাজ স্বাধীন, স্বেচ্ছায় মুসলমানকে সেলাম দিতে গমন ক'চ্চেন, মুসলমানপ্রদত্ত সম্মানে পুত্রকে সম্মানিত করবেন এবং আপনি সম্মানিত হবেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা ক'চ্চেন, এ কথায় দাসী বিস্মিত হ'চ্চে।

শিবাজী। রাজ্ঞী, আমি তখন স্বাধীন ছিলেম। বালক বয়সে যদি সুলতান-কোপে পতিত হতেম, আমারই প্রাণবিনাশ হ'তো; কিন্তু এখন আমি স্বাধীন নই—আমি মহারাষ্ট্র-রাজ্যে জাতি হীন প্রজারও দাস, সকলের ইষ্টসাধন আমার কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্য।

মুসলমানকে সেলাম দানে আমার ব্যক্তিগত অসম্মান হ'তে পারে, কিন্তু মহারাষ্ট্রের মঙ্গল। অবিরাম যুদ্ধে মহারাষ্ট্র ক্লান্ত। মহারাষ্ট্রে শান্তিস্থাপন হবে, এই নিমিত্তই মুসলমানপ্রদত্ত সম্মান গ্রহণে অগ্রসর হ'চ্চি। আমার অন্তর অতিশয় বিচলিত, কিন্তু কর্ত্তব্য অতি কঠোর। যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে ঘোরতর সংগ্রামে গমন-কালীন স্বহস্তে আমাকে বীর-সাজে সজ্জিত করেছ—যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রফুল্ল বদনে আমায় যুদ্ধে যেতে বিদায় দিয়েছ—যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাজরাণী হ'য়ে দিবারাত্র প্রজার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছ, সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে ব্যাকুল অন্তরে তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ কর্‌তে এসেছি, হাস্যমুখে বিদায় দাও।

সঙ্ক। মহারাজ, হাস্যমুখে বিদায়-দান আমার পক্ষে কঠিন নয়। দিবারাত্র আমার প্রাণেশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে, এই চিন্তার উত্তাপে আমার হৃদয়ের সুসার শুষ্ক! মহারাজের উপদেশে মহারাষ্ট্র-রমণীর কর্ত্তব্য, দাসী সম্পূর্ণ অবগত। অবিচলিত-চিত্তে রণভূমে-পতিত একমাত্র পুত্রদর্শনে আনন্দপ্রকাশ মহারাষ্ট্র-রমণীর কর্ত্তব্য। দাসী এ কর্ত্তব্য অবগত, নচেৎ দাসী বালক শম্ভুর মহারাজের সহিত দিল্লীগমনে আপত্তি কর্‌তো—প্রবল-প্রতাপ কুটিল বিধর্ম্মীর রাজ্যে যেতে মহারাজের চরণ ধ'রে নিষেধ কর্‌তো—মহারাজ বিদায় গ্রহণ কর্‌তে এসেছেন—শ্রুতিমাত্রে মূর্চ্ছিতা হতো; কিন্তু মহারাজ বলেছেন, মহারাষ্ট্র-রমণীর কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র। প্রভু, প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হ'চ্চে, বল দিন, নচেৎ আত্ম-সংবরণ কর্‌তে দাসী অক্ষম হবে,—নচেৎ জানু পেতে করযোড়ে দিল্লী যেতে মহারাজকে নিষেধ কর্‌বে। প্রভু, মুসলমান কালসর্পস্বরূপ, সেই কালসর্পের বিবরে যাবেন, আমায় বল দিন, আপনাকে বিদায় দিই।

শিবাজী। রাজ্ঞী, তোমার বলের অভাব নাই; স্বদেশ-অনুরাগ নর-নারীর প্রধান বল। স্বদেশ-অনুরাগে তোমার হৃদয় পূর্ণ, সেই স্বদেশ-অনুরাগে তুমি আমায় বলীয়ান্ করো। মুসলমানের নিকট মস্তক অবনত করতে স্বেচ্ছায় গমন ক'চ্চি, এতে আমার হৃদয় কিরূপ অধীর, তা কি তোমার অনুভূতি হ'চ্চে না? তবে কেন আমায় অধীর করো—বীরাঙ্গনার ন্যায় বিদায় দাও।

সই। জননী জন্মভূমি প্রসন্না হও! মাগো, তোমার কার্য্যে স্বামীপুত্রকে কালসর্প-বিবরে বিদায় দান ক'চ্চে—জননী প্রসন্না হও! মাগো, বর প্রদান করো—হৃদয় ভক্তিপূর্ণ করো—মাগো, তোমার কৃপায় যেন ভারত-রমণীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা উদ্দীপিত হয়, কর্ত্তব্য যেন ভারত-রমণীর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। যেন ভারত-রমণী বীরাঙ্গনা বীরপুত্র প্রসবিনী হয়—যেন পরাধীনতা অপেক্ষা ভারত-রমণীর মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান হয়—যেন পুত্রকে স্তন-দুগ্ধের সহিত স্বদেশ-ভক্তি প্রদান করতে সক্ষম হয়—যেন উপদেশদানে পুত্রকে দৃঢ়ব্রত করতে সক্ষম হয়!—মাগো, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যেন ভারতের একমাত্র জীবনের সার হয়—মুক্তি অপেক্ষা যেন কর্ত্তব্যসাধন ভারতের প্রিয় হয়—যেন ভারতমহিলার উপদেশে ভারতভূমি আবার বীরভূমি ব'লে জগতে গৌরবান্বিত হয়। প্রভু, আমার হৃদয়ে শান্তি বিরাজিত, আপনি কর্ত্তব্য সাধনে গমন করুন।

(পুতলীবাইএর প্রবেশ)

শিবাজী। পুতলা, আমি দিল্লী যাবো। দিল্লী ভারতের রাজধানী, তোমার জন্য কি আন্‌বো?

পুতলা। আপনি দিল্লী যাবেন, দাসী কোথায় থাক্‌বে?

শিবাজী। আমি রাজকার্য্যে যাচ্চি; তুমি বুদ্ধিমতী, অমন ইচ্ছা ক'রো না।

পুতলা। কেন—আমার ইচ্ছা ত আমার বশ নয়। আমি ত মহারাজকে অনেক দিন বলেছি, আমি ত চিরদিনই মহারাজের সঙ্গে থাকি। অনেক বার দেহধারণ করেছি, অনেক বার দেহ ভস্মীভূত হয়েছে, কিন্তু আমি এক দিনও মহারাজ হ'তে অন্তর নই; মহারাজ যেখানে—আমিও সেখানে। মহারাজের সহিত রণক্ষেত্রে বিচরণ করি, শিবিরে অবস্থান করি, রাজগৃহে মহারাজের পদপ্রান্তে থাকি, দিল্লীতেও মহারাজের সঙ্গে থাক্‌বো। তবে জড় দেহ, যেখানে মহারাজের আজ্ঞা, সেই খানেই থাক্‌বে।

শিবাজী। পুতলা, তুমি বার বার এ কি বলো?

পুতলা। রাজকার্য্যে বিব্রত থাকায় মহারাজের স্মরণ নাই, আমার মহারাজের চরণসেবা ভিন্ন অপর কার্য্য নাই; আমার সমস্ত স্মরণ আছে। যত বার দেহধারণ করেছি, সমস্তই স্মরণ আছে, মহারাজ বার বার পৃথিবীতে কার্য্যের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন, দাসীও সঙ্গে আসে; আজ ত নূতন নয়!

শিবাজী। আমি দূরে থাক্‌লে, তুমি কি আমায় দেখ্‌তে পাও?

পুতলা। আমি সঙ্গে থাকি; নচেৎ মহারাজ, আমি পতিপ্রাণা, কিরূপে জীবন ধারণ করি? আমি পতিপ্রাণা, এ পরিচয় সংসার অনেক বার পেয়েছে, এবারও পাবে! মহারাজ যেখানে যাবেন, চলুন।

শিবাজী। এ কি বলে!—উন্মাদিনী নয়, পতিপ্রাণা! শুনেছি, যে সকল রমণী সহমৃতা হয়, তারা জাতিস্মর, এ কি সেই জাতিস্মর? পুতলা, আমি যখন দিল্লীতে থাক্‌বো, তুমি কি করবে?

পুতলা। আমি চিরদিন যা করি, তাই কর্‌বো—মহারাজের পূজা কর্‌বো! কেমন দিদি—আমি আর কি করি?

(জিজাবাইয়ের প্রবেশ)

শিবাজী। মা, আপনার আশীর্ব্বাদগ্রহণের নিমিত্ত যাচ্ছিলেম। আজ শুভদিন, আজই দিল্লী যাত্রা কর্‌বার মানস করেছি, আপনি কি আজ্ঞা করেন?

জিজা। শিব্বা, যত দিন তোমার স্মরণ আছে, স্মরণ করো। বাল্যাবধি কোন্ কার্য্যে তোমায় নিষেধ করেছি? বাল্যাবধি অতি দুষ্কর কার্য্য তোমার প্রিয়, আমি অবিচলিতচিত্তে সেই সকল দুষ্কর কার্য্য দর্শন করেছি। নিপুণ আরোহী যে ঘোটকারোহণে ভীত হয়েছে, সেই ঘোটক সঞ্চালন করেছ, আমি নিষেধ করি নাই;—তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করেছ, আমি স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছি;—সন্তরণে বিস্তৃত নদীবক্ষ পারাপার হয়েছ, আমি নিষেধ করি নাই। লোকে যখন বলে, তুমি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছ, যখন দুরারোহ পর্ব্বতদুর্গ আক্রমণ করেছ, যখন শত গুণ বিপক্ষবিরুদ্ধে সিংহনাদ করেছ, যখন মোগল বিজাপুর উভয় প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করেছ, এক দিনের নিমিত্ত বলি নাই, তুমি নিরস্ত হও।

শিবাজী। আপনি বীরমাতা।

জিজা। বৎস, স্ত্রীলোকের যত দিন স্বামী বর্ত্তমান, তত দিন স্বামীর অধীন, তার পর যোগ্য পুত্রের অধীন। তুমি আমার যোগ্য পুত্র, তোমার ইচ্ছাধীন কার্য্য আমার কর্ত্তব্য। তুমি নিজ কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হ'চ্চো, আমার আর আদেশ অপেক্ষায় প্রয়োজন কি? তবে যদি গর্ভধারিণী ব'লে গৌরব করো,—আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি—তোমার যথায় ইচ্ছা—গমন করো।

শিবাজী। আপনি বীরনারী, বীরজননী, বীরমাতার ন্যায় আপনার আদেশ।

(সজ্জিত শম্ভাজীর প্রবেশ)

শম্ভাজী। মহারাজ, আমরা কখন যাবো?

শিবাজী। গুরুজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করো। আমরা ভবানী প্রণাম ক'রে যাত্রা করবো।

শম্ভাজী। ঠাকুমা, আমি বাবার সঙ্গে দিল্লী যাই, বিদায় দেন।

। চিরজীবি হও। সই, পুত্রকে কি সুন্দর বীরবেশে সজ্জিত করেছ! কুলতিলক, মহারাষ্ট্রের মুখোজ্জ্বল করো!

শম্ভাজী। মা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

সই। (চুম্বন করণ)

শম্ভাজী। ছোট মা, তোমার পায় ধূলো মাথায় দাও।

পুতলা। বাবা, পিতার ন্যায় কীর্ত্তিমান হও, এ অপেক্ষা আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।

শিবাজী। মা, আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।

[শিবাজীর প্রণামান্তর শম্ভাজীসহ প্রস্থান।

জিজা। মা ভবানী, বজ্রে কি আমার হৃদয় নিৰ্ম্মাণ করেছ; নচেৎ সর্ব্বস্ব বিদায় দিয়ে আমি কিরূপে স্থির আছি।

সই। মা—মা, আপনি চঞ্চল হবেন না, আপনি চঞ্চল হ'লে আমরা কিরূপে স্থির থাকবো?

জিজা। মাগো, জানি না, কি উপাদানে বিধাতা আমায় নিৰ্ম্মাণ করেছেন! বাল্যকালে পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা। গর্ভবতী রমণী— বিপক্ষকরগত পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা—শিবাকে নিয়ে আমি জীবন

ধারণ করেছি। আমি কঠোর জননী, কখনও মাতৃমমতা বালককে দিই নাই, কেবল দিবারাত্র কঠোর শিক্ষা দিয়েছি। অন্ধকার গৃহে বালককে একা রেখে অন্তরে অবস্থান করেছি, নির্জ্জন দেবী-মন্দিরে বালকের নিকট হ'তে দূরে প্রস্থান করেছি। যে স্থান জনশ্রুতিতে ভয়ময়, রজনীযোগে সেই স্থানে পুত্রকে যেতে আদেশ দিয়েছি। বালক-হৃদয়ে যদি কদাচ কখন ভয়ের সঞ্চার সন্দেহ হয়েছে—তৎক্ষণাৎ কঠোর তিরস্কার করেছি। অস্ত্রশিক্ষায় ক্লান্ত হ'লে হীনবল ব'লে তাড়না করেছি। ক্ষুধায় কাতর হয়ে আমার নিকট আগমন করলে আগে শিক্ষার পরিচয় নিয়ে, পরে খাদ্যসামগ্রী দিয়েছি। শিব্বা চিরদিনই তরবারিপ্রিয়, হৃদয় কম্পিত হয়েছে, তথাপি নিষেধ করি নাই, মাতৃস্নেহ পাষাণী হ'য়ে দমন করেছি। আজ আমি পুত্র-পৌত্রকে পাষাণ হৃদয়ে কঠোর আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করলেম। পতির সহিত সহমৃতা হ'তে চেয়েছিলেম, কেন শিব্বা আমায় নিষেধ করলে,—তা হ'লে ত সপুত্র শিব্বাকে আজ বিদায় দিতে হতো না, আমাকে শূন্যগৃহ দেখ্‌তে হ'তো না, আমার জীবন শূন্য হ'তো না।

পুতলা। মা, কেন ভয় ক'চ্চেন? দেখ্‌ছেন না—আমার সিন্দূর উজ্জল রয়েছে? ভবানীর বরপুত্রের ভয় কি?

জিজা। সুভাষিণী, ভগবতী তোমার বাক্য সফল করুন।

সই। মা, আপনি দেবীভক্ত, দেবী আমাদের একমাত্র আশ্রয়; আমরা বৃথা আক্ষেপ কেন করি! চলুন দেবীর চরণে আমাদের মনোবেদনা জানাই।

জিজা। এসো মা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।*

পথ।

মহারাষ্ট্র-রমণীগণ

(গীত)

জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।

যার ছেলে যে মাকে ডাকে, কীর্ত্তি গায় তার রবি-শশী॥

দাপে তার ভূপাল কাঁপে, বীরের অসি পড়ে খসি,

দৃষ্টিতে তার সৃষ্টি নাশ, বিজন কানন মাঝে বসি;

সঙ্কট অটল সদাই কান্তারে সাগরে পশি।

শিশু করে অসি ধরে, ভীরু জনয় হয় সাহসী॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।*

দিল্লী—আওরঙ্গজেবের মন্ত্রণাগার।

আওরঙ্গজেব ও জাফর খাঁ।

আওরঙ্গ। বোধ হয়, আমাদের আদেশ মত পথে মহারাষ্ট্ররাজকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে?

জাফর। বাদ্‌সার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, এমন সাধ্য কোন কর্ম্মচারীর নাই; কিন্তু গোলাম আশ্চর্য্য হ'চ্চে, সম্রাট পর্ব্বত-দস্যুকে রাজা ব'লে সম্বোধন ক'চ্চেন।

আও। মন্ত্রীবর, যথাযোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান প্রদানে আমাদের কবে কুণ্ঠিত দেখেছেন? রাজা শিবাজী অতি যোগ্য ব্যক্তি, যে বিজাপুর দমন আমার কষ্টসাধ্য হ'য়েছিল, জয়সিংহ দিলির খাঁ প্রভৃতি সুযোগ্য সেনাপতি যাঁকে জয় করতে অশক্ত হয়েছিলেন, এই বীর-

পুরুষের সাহায্যে সেই বিজাপুর দিল্লীর অধীন। আমি রাজা ব'লে সম্মান করেছি, এ নিমিত্ত আশ্চর্য্য হ'চ্চেন,—সে ব্যক্তি রাজসম্মানের যোগ্য। আপনি প্রকাশ কর্‌লেন, বাদসাই আজ্ঞা পালিত হয়; যদি এরূপ হতো, এত দিন মহারাষ্ট্ররাজ নিমন্ত্রিত না হ'য়ে বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে আগমন করতেন। দিল্লী হ'তে দূরে আমার আজ্ঞা সম্পূর্ণ পালিত হয়, এ আমার ধারণা নাই।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। কুমার রামসিংহ বাদ্‌সাহ দর্শন-অভিলাষী।

আও। কুমার এসেছেন উত্তম, আমি কুমারের নিকট দূত প্রেরণ কর্‌তেম।

[দূতের প্রস্থান।

জাফর। বাঙ্গালা হ'তে সায়েস্তা খাঁ এক অদ্ভুত পত্র প্রেরণ করেছেন। বাদ্‌সা সম্মুখে, বাদ্‌সার আজ্ঞা হ'লে, সে পত্র পাঠ করি।

আও। অপেক্ষা করুন, কুমার রামসিংহ বিদায় হ'লে পত্রের মর্ম্ম শ্রবণ কর্‌বো।

(রামসিংহের প্রবেশ)

কুমার, মের্‌জা জয়সিংহের পুত্রের কোন স্থানে আসবার নিষেধ নাই; সংবাদ-প্রেরণ নিষ্প্রয়োজন ছিল।

রাম। ভৃত্যের প্রতি দিল্লীশ্বরের এই রূপই অনুগ্রহ। মহারাষ্ট্রশ্রেষ্ঠ শিবাজী নগরের বাহিরে শিবির স্থাপন করেছেন; বাদ্‌সার কিরূপ আজ্ঞা, ভৃত্যকে জ্ঞাপন করুন।

আও। রাজকুমার, দিল্লীর দরবার হ'তে "রাজা" উপাধি শিবাজী প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকে "রাজা" ব'লে উল্লেখ কর্‌তে কুণ্ঠিত হবেন না; অতি সম্মানের সহিত তাঁকে নগরে ল'য়ে আসুন। কুমার মনস-

খাঁকেও আপনার সহিত গমনের আদেশ প্রদান করা হয়েছে ; যদি তিনি প্রস্তুত থাকেন, আমরা তাঁর অভ্যর্থনার জন্য দরবারে অপেক্ষা করবো।

রাম। বাদসার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

আও। উজির, পত্রের কি মর্ম্ম, তিনি বাঙ্গালা শাসন করতেও অক্ষম?

জাফর। বাদ্‌সার প্রভাবে বাঙ্গালা সুশাসিত, প্রজারা শান্তিপূর্ণ, এক টাকায় আট মণ চাউল, দীনদরিদ্রের গৃহেও অন্ন আছে, আর খাঁ সাহেবের প্রতাপও দোর্দ্দণ্ড।

আও। হাঁ, বাঙ্গালায় প্রতাপ-প্রকাশ, মহারাষ্ট্রে প্রতাপ প্রকাশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সহজ। আমাদের ধারণা, বাঙ্গালায় প্রতাপ প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন, বাঙ্গালার প্রজামাত্রেই রাজভক্ত। যাহা হউক বাঙ্গালায় যে প্রজার অভাব নাই, ইহাই আহ্লাদের বিষয়। পত্রের মর্ম্ম কি প্রকাশ করুন।

জাফর। শিবাজী যে সম্রাটদর্শনে আস্‌ছেন-

আও। উজির, রাজা শিবাজী বলুন।

জাফর। রাজা শিবাজী যে সম্রাটদর্শনে আসছেন, তাতে খাঁসাহেব ভীত।

আও। তিনি বঙ্গদেশে, তাঁর ভয়ের বিশেষ কারণ ত দেখি না।

জাফর। সাহান্‌সা, তাঁর ধারণা, শিবাজী—রাজা শিবাজী শয়তানি-শক্তিসম্পন্ন। তিনি চল্লিশ হস্ত ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করেন, প্রস্তর প্রাচীর ভেদ ক'রে প্রবেশ করেন, কখনও গৃহচূড় ভঙ্গ ক'রে অকস্মাৎ আক্রমণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁকে শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হ'তে দেখেছেন, অন্ধকার রজনীতে সেই শয়তানি-

শক্তির বিশেষ বিকাশ। এই শয়তানি শক্তির প্রভাবেই, বীরবর আফ্‌জলখাঁকে মুগ্ধ ক'রে রাজা শিবাজী বধ করেছেন, প্রহরী-গণকে মুগ্ধ ক'রে পুনায় স্বয়ং খাঁসাহেবকে পর্য্যস্ত করেছেন। খাঁসাহেব বলেন, বাগিচা হ'তে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁর দ্বিতলস্থ গৃহে প্রবেশ ক'রে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। বাদ্‌সা সতর্ক ভাবে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন, এই তাঁর আবেদন। মহারাষ্ট্র বীর যাদুকর, এই তাঁর ধারণা।

আও। মন্ত্রীবর, প্রকৃত মুসলমানের নিকট শয়তানি-শক্তি বিশেষ বিকাশ পায় না, কারণ স্বয়ং প্যাগম্বর তাঁর সহায়। নটীর নৃত্য দর্শন বা বিলাসপ্রিয়তা সেই শয়তানি-শক্তির পুষ্টিসাধক মাতুলের তুষ্টির নিমিত্ত পত্রের উত্তর দিবেন, যে আমাদের অঙ্গুলী তাঁর অঙ্গুলীর মত কোমল নয়; রাজা শিবাজী সহজে তা কর্ত্তন করতে সক্ষম হবে না। আর বীরবর আফ্‌জলখাঁর ন্যায় আমরা অহেতু হিন্দুপীড়ক নই বা তাঁর ন্যায় কপট-আলিঙ্গনপ্রিয়ও নই। তাঁর তুষ্টির জন্য বিশেষ ক'রে উত্তরে লিখ্‌বেন, যে ইস্‌লামধর্ম্ম-বিস্তার আমাদের দিবারাত্র চিন্তা, এ ধর্ম্মবিস্তারে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বিরোধী। বাদ্‌সার গৃহে নৃত্য-গীত বাদ্যধ্বনি উত্থিত হয় না, এ নিমিত্ত বিলাসপ্রিয় দারাসেকোর পক্ষাবলম্বী ও সাসুজার পক্ষীয় মুসলমানেরা নিতান্ত সন্তুষ্ট নন,—ঐহিক বিলাসসম্ভোগ সকল যে মুসলমানের প্রিয়, তাঁরাই আমাদের প্রতি বিরূপ। তাঁদের নিমিত্ত আমার সর্ব্বদা সতর্ক থাকা—প্যাগম্বরের আদেশ। লৌহ বর্ম্মধারণ করি, লৌহবর্ম্ম হৃদয়ের বল প্রদান করে, বিলাস ইচ্ছা দূরে রাখে, মুকুটের অভ্যন্তরে লৌহ-শিরস্ত্রাণ ধারণে আমি অভ্যস্ত তিনি উপদেশ দিয়েছেন, আমি অগ্রাহ্য কর্‌বো না. তাঁর উপদেশ

উপেক্ষা করা আমার স্বভাব নয়। কেবল শয়তানি শক্তির ভয়ে নয়, বহু কারণে সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত হ'য়ে রাজা শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করবো।

জাফর। এক নিবেদন, বোধ হয় সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য রাজা শিবাজী নগর-বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করেছেন। গোলামের নিবেদন, যাকে রাজা ব'লে শ্রীমুখে সম্বোধন ক'চ্চেন, সামান্য কর্ম্ম-চারী মুখালিস খাঁ প্রেরিত হ'লে সম্মানের ত্রুটি হওয়া সম্ভব।

আও। খাঁ সাহেব, যথাযোগ্য সম্মানের ত্রুটি হবে না। রাজা শিবাজী বাদ্‌সার নিকট সপ্তহাজারী পদপ্রার্থী, তাঁর যথাযোগ্য সম্মান মুখালিসখাঁর দ্বারাই হবে। আর রাজা শিবাজী বুদ্ধিমান ব'লে আমার ধারণা; যদি তিনি গর্ব্বিত না হন, তাঁর অবশ্যই উপলব্ধি হবে, যে বাদসার কর্ম্মচারীর দ্বারা নগরপ্রান্ত হ'তে অভ্যর্থনা ক'রে আনা তাঁর সামান্য সম্মান নয়। আমাদের মন্ত্রণা শেষ হয়েছে, নমাজের সময় উপস্থিত।

[আওরঙ্গজেবের প্রস্থান।

জাফর। বাদ্‌সার মনোভাব অবগত হওয়া দুঃসাধ্য। আমি রাজা বলি নাই, তাতে তিরস্কৃত হলেম; কিন্তু অভ্যর্থনার ত বিশেষ সমারোহ নাই, এরূপ অভ্যর্থনায় শিবাজী অসন্তুষ্ট হবে, সন্দেহ নাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

দিল্লী—শিবাজীর আবাস-কক্ষ।

শিবাজী ও রামসিংহ।

শিবাজী। রাজকুমার, বোধ হয় দিল্লী আগমন আমার যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই; বাদ্‌সা আমার সহিত প্রতারণা করেছেন।

রাম। বাদ্‌সা পিতাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রতি বাদ্‌সার সম্পূর্ণ প্রত্যয় নাই। আমার ধারণা, আমি প্রতিভূস্বরূপ দিল্লীতে স্থান পেয়েছি। এ অবস্থায় মহারাজের কথার কি উত্তর প্রদান করবো? বাদ্‌সার মনোভাব আমার নিকট দুর্জ্ঞেয়।

শিবাজী। রাজকুমার, আর দুর্জ্ঞেয় নয়। আমি যখন মোগলরাজ্যে প্রবেশ করি, তখন যথাবিধি সম্মানপ্রদানে বাদসাহের কর্ম্মচারী ত্রুটি করে নাই, ক্রমে দিল্লীর যত নিকটবর্ত্তী হয়েছি, পর পর ত্রুটি লক্ষিত হয়েছে। দিল্লীপ্রবেশের পূর্ব্বেই এইরূপ, না জানি দরবারে কিরূপ হতাদরের সহিত গৃহীত হবো।

রাম। মহারাজ, আমার বিবেচনায় অসন্তোষ গোপন রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। যেরূপ আজ্ঞা ক'চ্চেন, সঙ্গত সত্য; কিন্তু দরবারে উপস্থিত না হ'লে বাদ্‌সার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হবে, আর সে ক্রোধপ্রকাশের সুযোগও প্রাপ্ত হবেন।

শিবাজী। যখন দিল্লীতে উপস্থিত হয়েছি, তখন দরবারে গমন ব্যতীত উপায়ান্তর ত নাই।

রাম। মহারাজ, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, বাদসাদর্শনোপযোগী কতকগুলি নিয়মাবলী আছে, হয় ত মহারাজ তা অবগত নন।

শিবাজী। কিরূপ, আজ্ঞা করুন।

রাম। সর্ব্বাপেক্ষা মহারাজের পক্ষে কঠিন নিয়ম এই, যে ভূমিস্পর্শ ক'রে তিন বার সেলাম প্রদান প্রয়োজন।

শিবাজী। সত্যই কঠোর নিয়ম; এরূপ নিয়ম পালনে আমি অভ্যস্ত নই।

রাম। মহারাজ, অতিশয় উদ্বিগ্ন হ'চ্চি—আপনার রক্ষার ভার আমার উপর অর্পণ ক'রে পিতা আমায় কঠিন ভারাক্রান্ত করেছেন। মহারাজ দরবারের নিয়ম না পালন ক'র্লে আমি জীবনদান ক'র্তে পার্‌বো, কিন্তু বাদসার কোপ হ'তে মহারাজকে রক্ষা করতে কত দূর সমর্থ হবো, তা আমার উপলব্ধি হ'চ্চে না। আমার পক্ষে এ বিষম সমস্যার স্থল। এক নিবেদন এই, যে অবশ্যই রাজনীতির বশবর্ত্তী হয়েই, মহারাজ মুসলমান অধিকারে আগমন কর্‌তে সম্মত হয়েছেন; কার্য্য অর্দ্ধসম্পন্ন করা মহারাজের কার্য্যে লক্ষিত হয় না।

শিবাজী। ভাল, যেরূপ ব'ল্লেন, আমি সেই রূপ কার্য্যেই সম্মত; কিন্তু উপস্থিত হৃদয়-তাড়নায় আমায় অতিশয় ব্যাকুল করেছে। কি জানি, ভবানীর চরণে কিরূপ অপরাধী হয়েছি, নচেৎ যে মস্তক কেবল তাঁর চরণে অবনত হয়েছে, সেই মস্তক বিধর্ম্মীর সিংহাসন-তলে অবনত কর্‌বো, এ অপেক্ষা কঠোর শাস্তি নরকে আছে কিনা জানি না। যাই হোক, মহারাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হয়েছি, সে ব্রত উদ্‌যাপনে সাধ্যমত চেষ্টা করবো। না পারি, আমার রক্ষার নিমিত্ত রাজকুমারকে দায়ী কর্‌বো না; আমি দরবারে যেতে প্রস্তুত।

রাম। বাদ্‌সা অদ্যই আপনাকে দরবারে সপুত্র ল'য়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন।

শিবাজী। ভাল, অদ্যই পিতাপুত্রে প্রস্তুত হবো।

রাম। অবশ্যই নজর প্রদানে মহারাজের অসম্মতি নাই।

শিবাজী। আর অতি অসঙ্গত কার্য্যেও অসম্মতি নাই, নজরপ্রদান ত ন্যায্য কার্য্য।

রাম। মহারাজ, তবে এক্ষণে বিদায় হলেম।

[রামসিংহের প্রস্থান।

(শম্ভাজীর প্রবেশ)

শম্ভাজী। পিতা—পিতা আমরা দর্‌বারে কবে যাবো ?

শিবাজী। হাঁ, মোগলকে সেলাম দিতে কবে যাবো, জিজ্ঞাসা ক'চ্চো ? —আজই। আমরা পিতাপুত্রে আজই মোগলদরবারে ভূমি স্পর্শ ক'রে মোগলকে সেলাম দেবো।

শম্ভাজী। কেন পিতা, আপনি ত বলেন, বিধর্ম্মীকে সেলাম দিতে নাই ?

শিবাজী। বল্‌তেম, যখন মহারাষ্ট্রভূমে ছিলেম—যেখানে হিন্দু-স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীয়মান ; সেই পতাকাতলে এই সগর্ব্ব উক্তি কর্‌তেম। আজ আমরা বিধর্ম্মীর অধিকারে, বিধর্ম্মী-দরবারে মস্তক অবনত কর্‌তে বাধ্য।

শম্ভাজী। চলুন—আমরা বাড়ী যাই।

শিবাজী। বৎস, উপায় নাই, আর আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি ক'রো না, আমার সমস্ত শিরায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ; যদি সেলাম না দিই, মোগল আর আমাদের গৃহে প্রত্যাগমন করতে দেবে না।

শম্ভাজী। সেলাম কর্‌তে ত আমি শিখি নাই, কি ক'রে সেলাম ক'র্ব্বো?

শিবাজী। যখন দরবারে উপস্থিত হবে, একবার দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ ক'রে মস্তক অবনত ক'রো, একবার মহাদেবী ভবানীকে স্মরণ ক'রে মস্তক অবনত ক'রো; আর একবার জন্মভূমির উদ্দেশে সেলাম দিও।

শম্ভাজী। এ আমি পার্‌বো।

শিবাজী। চলো, আমরা প্রস্তুত হইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

দিল্লীর দরবার।

আওরঙ্গজেব, জাফর খাঁ, রামসিংহ ও ওমরাওগণ।

১ম ওমরাও। আমাদের ধারণা ছিল, রাজা শিবাজী দস্যুপ্রধান দানব প্রকৃতিগত একজন হীনচেতা মহারাষ্ট্র; কিন্তু দেখ্‌লেম্ সম্পূর্ণ বিপরীত—অতি সজ্জন—অতি সদালাপী।

আও। আপনারা কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে গমন করেছিলেন?

২য় ওম। জাঁহাপনা, রাজা শিবাজীকে দর্শনের জন্য সমস্ত দিল্লীবাসী রাজপথে উপস্থিত হয়েছিল; কুলাঙ্গনারাও প্রাসাদশেখর হ'তে অবলোকন করেছেন। সকলের ধারণা ছিল, মাওলীরা বর্ব্বর, কিন্তু শিবাজীর সেনারা সুশিক্ষিত, ইতস্ততঃ দৃষ্টিবিহীন প্রণালীবদ্ধ

হ'য়ে বীরপদে নগরে প্রবেশ করলে। এই শিক্ষা বলেই তারা বহু রণজয়ী।

আও। আপনাদের মধ্যে কেহ তাঁর আবাসে গিয়েছিলেন কি, নচেৎ তাঁর সৌজন্য কিরূপে অবগত হ'লেন?

১ম ওম। জাঁহাপনা, কৌতূহল বশতঃ বান্দা তাঁর সহিত আলাপ কর্‌তে তাঁর গৃহে উপস্থিত হয়েছিল।

আও। বোধ হয়, আপনি একা নন, অনেকেই তাঁর সৌজন্যে বশীভূত হয়েছেন।

২য় ওম। সাহানসা, রাজা শিবাজী আলাপের যোগ্য ব্যক্তি।

আও। এখনই তার প্রমাণ প্রদান কর্‌তে পার্‌বেন, তিনি দরবারে আগমনে আদেশ পেয়েছেন।

১ম ওম। তিনি দরবারে আগমন কর্‌লে, জনাব অবশ্যই তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন।

আও। সম্ভব। আমরা রাজা শিবাজীর উদ্দেশে রাজকার্য্য উপেক্ষা ক'রে, অনেক সময় অপব্যয় করলেম। উজির, রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে বিবাদের কারণ দূর নয়, কিন্তু চিন্তার কারণ নাই, বোধ হয় রাজা যশোবন্ত সিংহ সে ভার গ্রহণ কর্‌বেন। গোলকোণ্ডা বিজাপুরকে সাহায্য করেছেন, এ সংবাদ আমরা অবগত; সত্বর গোলকোণ্ডায় পত্র প্রেরিত হোক, যে সম্রাটবিরোধী কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিরূপ অর্থদণ্ড দিতে গোলকোণ্ডা প্রস্তুত?

ওমরাওগণ। (পরস্পর) রাজা শিবাজী আস্‌চেন!--রাজা শিবাজী আস্‌চেন!

আও। আজ দরবার রাজকার্য্যে অমনোযোগী কি নিমিত্ত? (জাফর-খাঁর প্রতি) বাঙ্গালা সুশাসিত আপনার নিকট অবগত হলেম।

(শম্ভাজীসহ শিবাজীর প্রবেশ)

আও। আসুন রাজা শিবাজী!

শিবাজী। (তিনবার সেলাম করিবার ভাণ করিয়া স্বগত) "হরহর মহাদেব"—"জয় মা ভবানী"—"জয় পিতৃদেব!"

(শিবাজীকে ভূমি হইতে অনেকদূরে মস্তক নত করিয়া কুর্ণিশ করিতে দেখিয়া, রামসিংহের শিবাজীকে আবরণ করিয়া দণ্ডায়মান হওন)

আও। কুমার রামসিংহ, আপনার আবরণে রাজা শিবাজীকে দর্শন করতে আমি অক্ষম হ'চ্চি।

শম্ভাজী। (সেলাম করিবার ভাণ করিয়া) "ব্যোম্ মহাদেব"—"জয় মা ভবানী"—"জয় জন্মভূমি!"

আও। বালক কি বল্‌ছে?

রাম। দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের প্রতিনিধি সকলের ধারণা, সেই ঈশ্বর উদ্দেশে বালক সেলাম প্রদান ক'চ্চে।

আও। আমার বোধ হয়, রাজা শিবাজী এইরূপ সম্মান প্রদানে সুশিক্ষিত করেছেন।

(শিবাজীর নজর প্রদান)

এ যে বহুমূল্য দ্রব্য; এরূপ দ্রব্য দিল্লীর ভাণ্ডারে বিরল! কুমার, রামসিংহ, রাজার স্থান নিরূপিত হয়েছে, রাজা উপবেশন করুন্। আজ হ'তে রাজা পঞ্চহাজারী।

শিবাজী। কুমার, সম্রাটের নিকট আমি সপ্তহাজারীর প্রার্থী।

আও। রাজা দণ্ডায়মান কেন, উপবেশন করুন। অনেক রাজকার্য্য, রাজার সহিত অধিক আলাপ করবার অবকাশ নাই। মন্ত্রী, অপর কোন্ কোন্ পত্রের উত্তর দেওয়া আবশ্যক?

রাম। আসুন। (শিবাজীকে লইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন)

শিবাজী। সিংহাসন হ'তে এত দূরে আমার স্থান? এ স্থান ত ওমরাও-স্থানে পরিগণিত? দেখ্‌ছি ওমরাও যশোবন্তসিংহ উপবিষ্ট, এই সকল ব্যক্তির ন্যায় অনেক ওমরাও আমার সেনা পরিচালনা করে। আমি স্বাধীন রাজা, স্বাধীন রাজাও অপর স্বাধীন রাজার সম্মানের নিমিত্ত তাঁর অধীনে সেনাপতিপদ গ্রহণ করেন; আমি সেই সম্মান প্রদানের নিমিত্ত অষ্টমবর্ষীয় পুত্রের পঞ্চহাজারী পদ প্রার্থনা করি, ও স্বয়ং সপ্তহাজারী পদের প্রার্থী হই। আমি যে তাঁর সৈন্য ভুক্ত হবো, এরূপ কল্পনা আমার নয়। বাদসা যখন পঞ্চহাজারী প্রদান করলেন, আমার অনুমান হলো, সপ্তহাজারীর পরিবর্তে ভ্রম ক্রমে পঞ্চহাজারী ব'লে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তা নয়, অপমান করাই তার উদ্দেশ্য! আমি বাদসা কর্তৃক নিমন্ত্রিত, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে অপমান করা যে দিল্লীর সম্রাটের অভ্যাস, এ সংবাদ মেরজা জয়সিংহ আমায় দেন নাই।

রাম। রাজা, রোষপ্রকাশের উপযুক্ত সময় নয়।

শিবাজী। আর উপযুক্ত অনুপযুক্ত কি? যতদূর সম্ভব, সহ্য করেছি: এ অপমান অসহ্য। বাদসা মুসলমান ব'লে আত্মশ্লাঘা ক'রে থাকেন, মুসলমানের প্রধান ধর্ম্ম অতিথিসৎকার, কিন্তু সে ধর্ম্মপালন বাদসা করেন না। স্বর্গগত দারাসেকো বাদসাকে নমাজি ব'লে ব্যঙ্গ করতেন, সে ব্যঙ্গের স্বার্থকতা আজ উপলব্ধি হ'লো! বাদসার বল অপেক্ষা ছল প্রধান! বাদসা পিতার সহিত ছলনা করেছেন, ভ্রাতার সহিত ছলনা করেছেন, অধীনস্থ ব্যক্তির সহিত ছলনা করেছেন, আজ, অতিথির সহিত ছলনা ক'রে কপটীর শীর্ষস্থান অধিকার করলেন!

আও। কুমার রামসিংহ, রাজা কি বল্‌ছেন ?

শিবাজী। সম্রাট, কুমারকে কি নিমিত্ত জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন ? আমার বক্তব্য আমার নিকটে শুনুন। বাদ্‌সার সৌজন্যব্যঞ্জক পত্রে সৌজন্য বশতঃ বাদ্‌সাকে সম্মান প্রদানের নিমিত্ত দিল্লীতে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু যে বাদ্‌সার পত্র অবিশ্বাসযোগ্য, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বাদ্‌সার দরবারে প্রকাশ ক'চ্চি—দিল্লীর বাদ্‌সার বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য নাই। আমায় পঞ্চহাজারী ব'লে অসম্মান ক'রে বাদ্‌সা স্বয়ং সম্মানিত হন নাই। এই পঞ্চহাজারীর ভয়ে ভীত হ'য়ে, বাদ্‌সার অনেক যোগ্য ব্যক্তি মহারাষ্ট্র পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছেন, এ কথা বাদ্‌সার অবিদিত নয়। আমার অপমানে মুসলমান বাদ্‌সা যে অতিথিসৎকারে পরাঙ্মুখ, এই কলঙ্ক আপনার উপর গ্রহণ করেছেন। এরূপ কলঙ্কে যদি বাদ্‌সা লজ্জিত না হন, তা'হলে বাদ্‌সা-চরিত্র, মানব চরিত্রের বহির্ভূত !

রাম। মহারাজ স্থির হোন, বাদ্‌সার ক্রোধে প্রাণদণ্ড হওয়া সম্ভব।

শিবাজী। কি, আমার প্রাণদণ্ড ! কে আমার প্রাণদণ্ড করবে? আমার প্রাণদণ্ড করতে কে সাহসী হবে ? বাদ্‌সা বিশেষ অবগত আছেন, যে আমার প্রতি বিন্দু রক্তপাতে মহারাষ্ট্রে শত শত শিবাজী সৃষ্টি হবে। এক শিবাজীর জন্য পরাজিত বাদ্‌সা কপটতা অবলম্বনে বাধ্য হ'য়েছেন ; কিন্তু এরূপ কপটতা বাদ্‌সার উর্ব্বরা মস্তিষ্কে নাই, যাতে এই নব উত্থিত শিবাজী-চমূকে প্রতারিত করবেন। দিল্লীর সিংহাসনে ব'সে মহারাষ্ট্র-সিংহনাদে বাদ্‌সা কম্পিত হবেন। বাদ্‌সা যদি অতিথির প্রাণবধ করেন করুন—অতিথিসৎকার মুসলমানের প্রধান ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মবর্জ্জন করেন করুন ; কিন্তু দরবার শুনুন, বাদ্‌সা শুনুন, ক্ষুদ্র প্রাণভয়ে স্বরূপ বাক্য প্রয়োগে কদাচ কুণ্ঠিত হব না।

আও। কুমার রামসিংহ, দেখ্‌ছি রাজা শিবাজী পথ-শ্রমে অপ্রকৃতিস্থ, ওঁরে প্রকৃতিস্থ ক'রে সভায় আনা উচিত ছিল।

শিবাজী। শ্রুত আছি, বাদ্‌সা সর্ব্বদা ঘাতকের অস্ত্রভয়ে বর্ম্মাবৃত থাকেন, কিন্তু তা'অপেক্ষা কঠিনতর বর্ম্মে তীক্ষ্ণধার অপমান অবরোধ করেন; লজ্জা বা কলঙ্কভয় কখন বাদ্‌সার হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

[রাজার হস্ত ধারণ করিয়া শিবাজীর বেগে প্রস্থান।

আও। কুমার রামসিংহ, বোধ হয় রাজা পর্ব্বতপ্রদেশবাসী, সেই নিমিত্ত মোগলের নিয়মাবলী অবগত নন; যতদিন না নিয়ম শিক্ষা করেন, তাঁর দরবারে আগমন নিষেধ। আমরা যে তাঁর নিমিত্ত রাজপরিচ্ছদ, বহুমূল্য রত্ন ও হস্তী উপহার প্রদানে মানস করেছিলেম, রাজা যখন প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দরবারে আস্‌বেন, সে সকল উপযুক্ত সময়ে প্রদত্ত হবে। আজ দরবার কিঞ্চিৎ চঞ্চল দৃষ্ট হ'চ্চে, সকলে স্বস্থানে গমন কর্‌তে পারেন। উজির, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন।

[জাফর খাঁ ও আওরঙ্গজেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জাফর। বর্ব্বর শিবাজীর প্রতি সাহানসার কি আদেশ, বান্দা অবগত হ'লে সেইরূপ কার্য্য করে।

আও। রাজা উপস্থিত দিল্লীতে বাস করুন, কোতোয়াল সতর্ক থাক্‌বে— রাজা স্থানান্তরে না গমন করেন।

জাফর। যেরূপ অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেছে, তাতে প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

আও। না, তাতে মহারাষ্ট্র প্রদেশ দমিত হবে না। রাজা শিবাজী একজন বীরপুরুষ, যদি উনি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন, সিংহাসনের একজন প্রধান সহায় হবেন। আমি নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, রাজা

আমার অতিথি, যদি কেহ ঈর্ষাবশতঃ তাঁকে হত্যা কর্‌বার ইচ্ছা করে, আমি তা প্রতিরোধ করবো, সেই নিমিত্ত কোটালের প্রতি আদেশ, রাজার আবাসস্থান পঞ্চসহস্র প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হোক। রাজা অকারণ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তিনি পর্ব্বত প্রদেশ অধিকার ক'রে মনে মনে গর্ব্বিত, যে তিনি মোগলের অধীন নন। অবিলম্বেই শিক্ষা প্রাপ্ত হবেন—যে সমস্ত ভারতবর্ষই মোগলের অধীন। মোগলের অধীনত্ব স্বীকার ব্যতীত ভারতে অবস্থান বিড়ম্বনামাত্র। রাজার বালকপুত্রের দরবারে আস্‌বার নিষেধ নাই; দিল্লীর ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বালক-হৃদয় মুগ্ধ হবে, পার্ব্বতীয় দৃঢ়তা সে হৃদয়ে স্থান পাবে না। বালক যদি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, প্রাণদণ্ড অপেক্ষা রাজা শিবাজীর অধিক দণ্ড হবে। পুত্রের মমতায় হয় ত রাজা স্বয়ং ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বে। আদেশ পালন করুন।

জাফর। সাহান্‌সা, গোলামের অপরাধ মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়। সম্রাটের প্রতি এরূপ কটূবাক্য-প্রয়োগ, গোলামের অসহ্য। প্রাণদণ্ড ব্যতীত এ বর্ব্বরের অপর দণ্ড নাই।

আও। যে ব্যক্তি ভীরু, প্রাণদণ্ড তার পক্ষে কঠিন দণ্ড; কিন্তু যে ব্যক্তি অসি-হস্তে শত শত যুদ্ধে সকলের অগ্রগামী, দিল্লীর দরবারে যে কটূবাক্য প্রয়োগে সঙ্কুচিত নয়, অপমান অপেক্ষা যার মরণ শ্রেয়ঃ জ্ঞান, তার নিকট প্রাণদণ্ড অতি সামান্য দণ্ড। যথাবিধি দণ্ড প্রদান কর্‌তে যদি অসমর্থ হতেম; দিল্লীর রাজদণ্ড বলে গ্রহণ কর্‌তে সক্ষম হতেম না,—আল্লা কদাচ রাজদণ্ড আমার হস্তে অর্পণ কর্‌তেন না। গর্ব্বিত রাজা শিবাজীর উপযুক্ত দণ্ডবিধান হয়েচে। সঙ্কীর্ণ কারাবাসে স্বাধীন পর্ব্বতবিহারীর হৃদয় দিন দিন সঙ্কুচিত

হবে। এ বার যে দিন পুনরায় রাজাকে দরবারে দেখ্‌বেন, সে দিন এরূপ উন্নত মস্তক দেখ্‌বেন না, এরূপ ভূমি স্পর্শ না ক'রে সেলাম দিতে দেখ্‌বেন না, এরূপ অসংযত বাক্‌পটুতা দেখ্‌বেন না। যথাবিধি বাদ্‌সাকে সেলাম দিয়ে নত শিরে করযোড়ে দণ্ডায়মান দেখ্‌বেন। সিংহ যেমন আবদ্ধ হ'য়ে বাজীকরের সহিত ক্রীড়া ক'রে দর্শকের আনন্দ উৎপাদন করে, এই পর্ব্বত-সিংহ সেইরূপ নিজ উগ্রতা পরিহার ক'রে ক্রীড়ার সিংহের ন্যায় বশবর্ত্তী হবে। আজ্ঞা পালন করুন, শত্রুদমনের চিন্তাভার গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক। *

—•⁘•—

দিল্লী—শিবাজীর আবাস-কক্ষ।

শিবাজী ও শম্ভাজী।

শিবাজী। মিথ্যা—মিথ্যা—সকলই মিথ্যা! আমার জন্ম মিথ্যা—ভবানীর পুত্র মিথ্যা, দাদোজী কোণ্ডের উপদেশ মিথ্যা, মাতার মুখে পুরাণ শ্রবণ মিথ্যা—দেবদেবী সমস্ত মিথ্যা—ধর্ম্ম মিথ্যা—কর্ম্ম মিথ্যা; মিথ্যা ধর্ম্মসংস্থাপনে কেন প্রাণপণ করেছি! যাক্ মহারাষ্ট্র অতল সলিলে নিমগ্ন হোক—মহারাষ্ট্রজাতির উচ্ছেদ হোক! কেন?—এ অপমান সহ্য ক'রে কেন এ দেহভার বহন কর্‌বো?

শম্ভাজী। পিতা আপনি এরূপ ক'চ্ছেন কেন?

শিবাজী। কেন? আমার কার্য্যের অবসান হয়েছে। আমি পবিত্র বৃন্দাবন, মথুরা, বারাণসী দর্শন ক'রে, গঙ্গা-যমুনায় অবগাহন ক'রে

কীর্ত্তির চূড়া স্বরূপ বিধর্ম্মীকে সেলাম প্রদান কর্‌লেম !—বংশধরকে বিধর্ম্মীর তক্তে সেলাম দিতে দীক্ষা দিলেম ! স্বয়ং কলুষিত হলেম, পুত্রকে কলুষিত কর্‌লেম, হিন্দু-গৌরব কলুষিত করলেম, জাতীয় অভিমান কলুষিত করলেম ! এখন মহারাষ্ট্র-নামে লোকে উপহাস কর্‌বে ! শিবাজী-নামে লোকের ঘৃণার উদ্রেক হবে, এই কি পরিণাম !

শম্ভাজী। পিতা, অমন করবেন না—আমার কান্না আস্‌ছে।

শিবাজী। কাঁদো— কাঁদো—চক্ষের জলে তোমার পাপ ধৌত হোক, চক্ষের জলে তোমার কোমল দেহ জলময় হোক, আমার চক্ষে জল নাই—হৃদয়-তাপে সমস্ত বারি শুষ্ক হ'য়েছে !

শম্ভাজী। পিতা, আর অমন কর্‌বেন না, আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে !

শিবাজী। আর প্রাণে প্রয়োজন কি ? মোগল-বন্দী—মোগলের দাস। যাও- যাও—স'রে যাও—আমার নিকট থেকো না ! তীক্ষ্ণ তরবারি, কেন আর কোষে আবদ্ধ আছ ! অনেক বিধর্ম্মী-শোণিত পান করেছ, আমিও আজ বিধর্ম্মী, বিধর্ম্মীর দাস—আমার শোণিত পান ক'রে তৃপ্ত হও।

(তরবারি উন্মোচন করিয়া মূর্চ্ছা
ও শম্ভাজী কর্ত্তৃক হস্ত ধারণ)

(বৈদ্যবেশী গঙ্গাজীর প্রবেশ)

গঙ্গাজী। মহারাজের হস্ত পরিত্যাগ করো, বলো,—জয় মা ভবানী !

উভয়ে। জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী !

শিবাজী। (অজ্ঞান অবস্থায়) শিবা, আজ তুমি বিশ্বাসঘাতক কি নিশ্চিন্ত ? তুমি আমার পুত্র, তোমার পরাজয় কোথায় ? প্রাণ

করো—বাল্যকালে সুষুপ্ত অবস্থায় রাজ-স্বপ্ন আমিই প্রদান করেছি, শত দুর্গ আক্রমণে আমিই তোমার অগ্রগামী, কে তোমার অপমান কর্‌বে? তুমি কোথায় অপমানিত হয়েছ? যে আওরঙ্গ-জেবের সভায় ভারতের সমস্ত নবাব-সুলতান, রাজা-মহারাজ, আমীর-ওমরাও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করতে সাহস করে না, যাঁর আজ্ঞা ব্যতীত উত্থান-উপবেশনে কেউ সক্ষম নয়, সেই সভা তুমি বিনা সেলামে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছ। তোমায় বন্দী কর্‌বে এরূপ তুমি মনে স্থান দাও? তুঙ্গ পর্ব্বত-শেখরে বজ্রোপম লৌহগৃহে আবদ্ধ ক'রে কেউ তোমায় বন্দী কর্‌তে পার্‌বে না। আমি আমার কার্য্যে তোমায় দিল্লীতে এনেছি, আবার আমার কার্য্যে তোমায় পুনরায় মহারাষ্ট্রে ল'য়ে যাবো। তখন তুমি বুঝ্‌বে, কি সম্মানের নিমিত্ত তোমায় দিল্লীতে মোগলের নিকট উপস্থিত করেছি। স্থির হও।

[শিবাজীর প্রকৃতিস্থ হওন]।

গঙ্গাজী। (শিবাজীর অচেতন অবস্থায় "দেবী-বাক্য" সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকা দ্বারা দেওয়ালে লিখিয়া) জয় মা ভবানী! জয় মা ভবানী!

শম্ভাজী। জয় মা ভবানী!

শিবাজী। কে এসেছে—কে এসেছিল?

গঙ্গাজী। দেখুন—কে এসেছিল, তাঁর বাক্য আমি ছুরিকা দ্বারা দেওয়ালে লিখেছি।

শিবাজী। (লেখা পাঠ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক) মা অসুর নাশিনী, অবোধ সন্তানকে মার্জ্জনা করো। (গঙ্গাজীর প্রতি) আপনি কে?

গঙ্গাজী। আমি বৈদ্য।

শিবাজী। বৈদ্য ?

গঙ্গাজী। সংবাদ পেলেম আপনি রুগ্ন, তাই উপস্থিত হয়েছি।

শিবাজী। কে সংবাদ দিলে ?

গঙ্গাজী। সংবাদ যে দিক, মহারাজ শিবাজী যে পীড়িত, এ ত প্রত্যক্ষ। নচেৎ হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর আশা-ভরসা শিবাজী কি বিপদে কাতর হন ? তাঁর হৃদয়ে কি কখন নৈরাশ্য আশ্রয় করে ? তাঁর ধৈর্য্য কি বিচলিত হয় ? তিনি কি স্বদেশের, স্বজাতির, স্বধর্ম্মের মমতা পরিত্যাগ কর্‌তে পারেন ? তিনি কি নিজ অস্ত্রে আত্ম হত্যার উদ্যম করেন ?

শিবাজী। কে তুমি ?—গঙ্গাজী ?

গঙ্গাজী। বৈদ্য বলায় আপনার হানি কি ?

শিবাজী। হ্যা গঙ্গাজী, তুমি বৈদ্যই বটে। আমি পীড়িত।

গঙ্গাজী। পীড়ার ত চিকিৎসা কর্‌বো ?

শিবাজী। বটে বটে—দৈবকার্য্যও চাই। গঙ্গাজী, তোমার অভিপ্রায় আমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে। তুমি কি পদব্রজে দিল্লী অবধি এসেছ ?

গঙ্গাজী। মহারাজের নিকট ত মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস নাই।

শিবাজী। অকারণ কেন এত কষ্ট কর্‌লে ?

গঙ্গাজী। কষ্টের উপযুক্ত পুরস্কার পাবার প্রত্যাশায়।

শিবাজী। গঙ্গাজী, তোমার যোগ্য পুরস্কার ত পৃথিবীতে নাই।

গঙ্গাজী। আছে—মহারাজ শিবাজীর মুক্তি।

শিবাজী। গঙ্গাজী, তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা পরাজিত। তোমার বৈদ্য-বেশ দর্শনে আমার মনে একটী কৌশলের উদয় হ'চ্ছে, বোধ হয় তুমিও মনে মনে সেইরূপ যুক্তি করেছ। আমার মনে হচ্ছে,

আমি রুগ্ন, এই কথা প্রচার করি, তোমার দ্বারা চিকিৎসাও হোক, আর দৈবশান্তির নিমিত্ত দেবস্থানে, পীরের স্থানে প্রতি শুক্রবার মিষ্টান্ন প্রেরণ করি।

গঙ্গাজী। মহারাজ এ অতি উত্তম যুক্তি, কিন্তু এ যুক্তি আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। আমি ভেবেছিলেম, রোগী রাজা শিবাজীর পরিবর্ত্তে বৈদ্য শিবাজী বাইরে যাবে, আর বৈদ্যরাজ স্বয়ং রোগী হবেন।

শিবাজী। না গঙ্গাজী, তা'হলে শম্ভা মোগল-করগত থাকবে, আমিও পলায়নের জন্য প্রস্তুত নই, সম্ভবতঃ মোগল কর্ত্তৃক ধৃত হবো, আর তোমারও কঠোর দণ্ড হবে। আমি জানি কঠোর দণ্ড তুমি তৃণজ্ঞান করো, কিন্তু যা সদ্‌যুক্তি তাই করা শ্রেয়ঃ। সতর্ক মোগলকে প্রতারিত করা সময়-সাধ্য।

গঙ্গাজী। মহারাজ, বামনে বুদ্ধির আর কত দৌড়! আমি নিত্য আপনাকে দেখ্‌বার ছলে আস্‌বো, যেরূপ আদেশ করেন, পালন কর্‌বো।

(রামসিংহের প্রবেশ)

রাম। মহারাজ, পিতা আমার মস্তক বিষম কলঙ্কভারে অবনত করেছেন; আপনাকে বন্দী করাই বাদ্‌সার উদ্দেশ্য। এ পুরী প্রহরী-বেষ্টিত। পিতাকে পত্র লিখেছি; মুক্তির উপায় ত কিছু দেখি না।

শিবাজী। রাজকুমার, আমার নিমিত্ত চিন্তিত হবেন না। আমার এক আবেদন; আমার সহিত যে সকল মাওলী সৈন্যেরা দিল্লী আগমন করেছে, এ স্থানের জল-বায়ু তাদের অসহ্য, বাদ্‌সার আদেশ পেলে, তারা গৃহে প্রত্যাগমন করে।

রাম। মহারাজ, এ আবেদন বাদ্‌সা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ কর্‌বেন, কিন্তু মুক্তির একমাত্র উপায় মহারাজ পরিত্যাগ ক'চ্চেন।

শিবাজী। একসহস্র মাত্র মাওলী মোগল-রাজধানী হ'তে আমার রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। যদিচ জনে জনে তারা আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তারা মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন কর্‌লে, আমার বন্ধুরা সংবাদ প্রাপ্ত হবেন। তাঁরা আমার মুক্তির উপায় অবশ্য কর্‌বেন।

রাম। ভাল, মহারাজের যেরূপ অভিরুচি। এক নিবেদন, দিল্লীশ্বর আপনার পুত্রের সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন; যদি অনুমতি করেন, সময়ে সময়ে কুমারকে ল'য়ে দরবারে উপস্থিত হই।

শিবাজী। আমার কোন আপত্তি নাই।

শম্ভাজী। না—আমি যাবো না।

শিবাজী। যাও বাবা, রাজকুমার আমার পরমাত্মীয়, ইনি যা বলেন, সেইরূপ করো। (স্বগত) পিতা—পিতা—স্বর্গ হ'তে দেখুন, আবার বিধর্ম্মীর দরবারে পুত্রকে প্রেরণ কর্‌তে আমি বাধ্য। আমি বাল্য-চপলতা বশতঃ আপনার বাক্য উপেক্ষা করেছিলেম, তার সম্পূর্ণ প্রতিফল।

রাম। মহারাজ কি ক্ষুন্ন হ'চ্চেন?

শিবাজী। রাজকুমার, ক্ষুন্ন হওয়ার কারণের অভাব নাই। এসো শম্ভা, তোমার দরবারের পরিচ্ছদে স্বহস্তে সজ্জিত ক'রে দিই।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক। *

—o—

রায়গড়—শিবাজীর অন্তঃপুর।

সইবাই ও পুতলা বাই।

সই। পুতলা, একি, তুই এরূপ কাতর হচ্ছিস্ কেন? আমরা ক্ষত্রিয় রমণী, স্বামী সর্ব্বদাই সঙ্কট মধ্যে বিচরণ করেন, এতে আমাদের কাতর হওয়া উচিত নয়! তুই এত দিন ত আনন্দ ক'চ্ছিলি? আজ তিন দিন এমন ব্যাকুল হ'চ্ছিস্ কেন?

পুতলা। দিদি, যখন আমরা বৃন্দাবন, মথুরা, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করেছি, তখন আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলেম, যখন পবিত্র-সলিলা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীতে অবগাহন করেছি, তখন পবিত্র-মনে স্বামীর অনুগমন করেছি। এখন আমরা বন্দী, প্রভুকে বিষণ্ন দেখ্‌ছি, তিনি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন, তিনি দিবারাত্র চিন্তা-মগ্ন, আমি আনন্দ কর্‌বো কেমন ক'রে?

সই। তুই আয়—মা তোরে দেবী-মন্দিরে ডাক্‌ছেন।

পুতলা। কেমন ক'রে যাবো, চতুর্দ্দিকে মোগল-প্রহরী বেষ্টিত, আমার ত যাবার উপায় নাই।

সই। কি পাগলের মত বক্‌চিস্?

পুতলা। ঐ দেখো—ঐ দেখো দিদি, চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরী বিচরণ ক'চ্চে, ঐ শোন—কঠোর নাদে অধ্যক্ষেরা সতর্ক ক'চ্চে, বিনা অনুমতিতে কেউ না পুরের বাহির গমন করে। ঐ শোন—মহারাজকে বন্দী ক'রে প্রহরীরা উপহাস ক'চ্চে, কেহ কেহ কটু বাক্য প্রয়োগ ক'চ্চে আমি প্রহরী-শ্রেণী ভেদ ক'রে কেমন ক'রে যাবো?

(এক দিকে জিজাবাই ও অন্য দিকে তানাজী, মোরোপন্ত, নীলোপন্ত ও কৃষ্ণাজীর প্রবেশ)

তানাজী। মা আমরা মহারাণী পুতলাদেবীর পত্র পেলেম, ঘোর বিপদ উপস্থিত! এ সংবাদে কিরূপে স্থির থাক্‌বো? মার্জ্জনা করুন, অন্তঃপুরে প্রবেশ রাণীর আজ্ঞা।

জিজা। পুতলা, এ কি তোর উন্মত্ততা? তুই রাজকর্ম্মচারীদের নিকট পত্র কি নিমিত্ত প্রেরণ করেছিস্? কেন এই সকল বীর পুরুষদের উৎকণ্ঠিত করেছিস্? দিন দিন তোর এ কি আচার? তুই কুলনারী, রাজকর্ম্মচারীদের কি নিমিত্ত পত্র লিখেছিস্?

পুতলা। কেন মা তিরস্কার ক'চ্চ? সঙ্কটে রাজকর্ম্মচারীদের সংবাদ না দিয়ে কিরূপে স্থির থাক্‌বো? প্রভু মোগলের বন্দী, মোগল কর্ম্মচারীরা প্রভুর প্রাণবধের নিমিত্ত বার বার বাদ্‌সাকে উত্তেজিত ক'চ্চে, প্রভু সহায়-বিহীন। কয়জন পারিষদ মাত্র সহায়, তারাও একরূপ প্রভুর সহিত বন্দী। এরূপ সঙ্কটে কর্ম্মচারীদের আহ্বান না কর্‌লে কে প্রভুকে উদ্ধার কর্‌বে? মাগো, কর্ম্মচারীবৃন্দের রাজাকে রক্ষা ব্যতীত উচ্চকার্য্য কি আছে? প্রভু বন্দী অবস্থায় অবস্থান কর্‌লে কি রাজকার্য্য হবে? বিপক্ষ আক্রমণ, কার বাহুবলে নিবারিত হবে? মহারাষ্ট্র কে রক্ষা কর্‌বে? বীরবৃন্দ, আমার করযোড়ে মিনতি, মহারাজকে রক্ষা করুন, নচেৎ স্বদেশ হিতের যত অনুষ্ঠান ক'রেছেন, সকলই বিফল হবে। এখনি উপায় বিধান করুন।

জিজা। পুতলা, স্থির হ! তোর কথা যদি সত্য হয়, যদি যেরূপ অবস্থা বর্ণনা কর্‌লি সত্য হয়, তথাপি রাজকার্য্যে তোর হস্তক্ষেপ কি

নিমিত্ত ? রাজকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য, তোর উত্তেজনার অপেক্ষা করে না। তুই কুলস্ত্রী, কুলস্ত্রীর আচার কর্. পতির সঙ্কটে ক্ষত্রিয় রমণী দেবারাধনা করে, সেই দেবারাধনায় নিযুক্ত হও। মা কেঁদো না, তোমার এ অনুচিত কার্য্য হয়েছে, এ কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। দিবারাত্র চিন্তা ক'রে, তোমার মস্তিষ্ক বিকল হয়েছে। শিবাজী আমার সামান্য নয়, ভবানীর পুত্র, তার বিপদ আশঙ্কা কর্‌লে ভবানীর অসম্মান হয়। তার অমঙ্গল সম্ভাবনা ? যদি সত্যই বিপদ হ'য়ে থাকে, বিপদ-উদ্ধারিণীকে ডাকো। এরূপ আচরণে শিব্বার নিকট তিরস্কার-ভাজন হবে।

পুতলা। মা আমি দাসী, তিরস্কার-পুরস্কারের প্রার্থী নই, তাঁর সেবার প্রার্থী, তাঁর শ্রীচরণ-প্রার্থী। মাগো, আমি কেমন ক'রে স্থির থাক্‌বো ! ঐ যে, ঐ যে প্রহরী-গর্জ্জন শুন্‌তে পাচ্চি, এই যে তিনি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে শয্যাশায়িত। মা মা, কি হবে ? (মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণাজী। মা, এঁর কথা উপেক্ষা কর্‌বেন না। যে দিন আমি বিজাপুরের পক্ষে আফজল খাঁর দূত হ'য়ে, মহারাজ শিবাজীর অতিথি হই, রজনীযোগে যখন মহারাজ শিবাজী আমার অতিথি হন, সেই সময়ে তাঁর বাম পার্শ্বে এই রমণী-মূর্ত্তি আমি দর্শন করেছি। তখন আমার মনে হলো, এ দৃষ্টিভ্রম, এখন মনে হচ্চে এই সাধ্বীই মহারাজের রাজশক্তি. এঁর শক্তিতেই মহারাজ বলবান, এঁর ভাগ্যেই মহারাজ রাজ্যেশ্বর। যাই হোক কথার সময় নাই, আমি বিদায় হলেম। আমি আজই দিল্লী যাত্রা কর্‌বো। আমার সমস্ত বিশ্বাস হ'চ্চে, দেখি যদি এই ব্রাহ্মণ-কাষ্ঠবিড়ালীর দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় !

[প্রস্থান।

তানাজী। মা, আমার দূত সংবাদ দিলে, একটা জনশ্রুতি এইরূপ যে দিল্লীতে মহারাজ আবদ্ধ। যদি সত্য হয়, আমাদের কি কর্ত্তব্য ?

জিজা। বাবা, তোমাদের কর্ত্তব্য, তোমরা জানো, আমি স্ত্রীলোক, আমায় কি বল্‌ছ ? আমার এইমাত্র ধারণা, যে তোমাদের মহারাজ যেরূপ আদেশ দিয়েছেন, সেই কার্য্য সমাধান করা তোমাদের কর্ত্তব্য। যদি শিব্বা সত্যই বন্দী হ'য়ে থাকে, তার অনুপস্থিতিতে যেরূপ তার আদেশ, সেইরূপ তোমরা পালন করো।

তানাজী। মা, জনশ্রুতি শ্রবণে আমরা অধীর হয়েছি। মহারাজ আমাদের জীবন, আমরা দেহমাত্র। বল নাই, বুদ্ধি নাই, সমস্ত শূন্যজ্ঞান হ'চ্চে। যদি মহারাজ বন্দী হ'য়ে থাকেন, কি নিমিত্ত জীবন ধারণ কর্‌বো ? রাজপুতেরা যেরূপ জহরব্রত অবলম্বন ক'রে সদলে বিনষ্ট হ'তো, আমরাও সেইরূপ মোগলরাজ্য আক্রমণ ক'রে জীবন অর্পণ করবো। ক্ষুদ্র পদাতিক হ'তে উচ্চ সেনানায়ক পর্য্যন্ত সকলের এই সঙ্কল্প ; আপনার কিরূপ আজ্ঞা ?

জিজা। তানা, এ মহারাষ্ট্রের যোগ্য সঙ্কল্প নয়, শিব্বা কে ? শিব্বা জন্মভূমিবৎসল—এই জন্য শিব্বা প্রধান। শিব্বা জন্মভূমির শত্রু-বিনাশে কৃত-সঙ্কল্প, এই জন্য শিব্বা মহারাষ্ট্রের প্রিয়, শিব্বা জন্মভূমির কার্য্যে জীবন উপেক্ষা করেছে, এই জন্য শিব্বা বীরাগ্রগণ্য ! শিব্বা জন্মভূমির হিতসাধনে তৎপর, এই জন্য শিব্বা রাজা। শিব্বা ধর্ম্ম-সংস্থাপক, এই জন্য ভবানীর প্রিয়পুত্র ব'লে প্রমাণ। শিব্বার কার্য্যই প্রশংসার, নচেৎ শিব্বা সামান্য নর-দেহধারী। এমন শত শিব্বার যদি তোমাদের সম্মুখে অকল্যাণ হয়, এমন শত শিব্বা যদি মুসলমান-কারাগারে আবদ্ধ হয়, তথাপি জন্মভূমির কার্য্যে তোমাদের তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য ; জন্মভূমির কার্য্য শিব্বার প্রিয়

কার্য্য, তোমরা সেই প্রিয় কার্য্য সাধন ক'রে শিবার বন্ধু। তোমরা সকলে জানো, শিবার জন্মদাতা যখন বিজাপুরে বন্দী, যখন তার জীবন সংশয়, তখনও শিবা এক দিনের নিমিত্ত কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। তোমরাও সেই উচ্চ আদর্শ অনুকরণ করো, জন্মভূমিবৎসল তোমাদের বন্ধু হোক, জন্মভূমির কার্য্য তোমাদের কর্ত্তব্য হোক, জন্মভূমির কার্য্যে জীবন ধারণ করো, জন্মভূমির কার্য্যে সর্ব্বদা জীবন-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত থাকো। মনুষ্যত্বলাভ করবে, গৌরব লাভ করবে, জনে জনে শিবার ন্যায় কীর্ত্তিমান হবে, যাও জনে জনে স্বকার্য্য সাধনে মনোনিবেশ করো।

তানাজী। মা! মহারাজের অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণে আমরা কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত থাকবো ?

জিজা। সংবাদ জনশ্রুতিমাত্র, আর পতিবিরহবিধুরা উন্মাদিনী পুতলার প্রলাপ! পুতলা দেবদৃষ্টিসম্পন্না হ'লেও কার্য্যস্থলে স্বপ্ন বা উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর করা কদাচ যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু যদি সংবাদ সত্যই হয়, তোমাদের অভিপ্রায় কি ?

তানাজী। আপনার চরণে ত অগ্রেই নিবেদন করলেম। লক্ষ সৈন্য ল'য়ে চতুর্দ্দিক হ'তে দিল্লী আক্রমণে অগ্রসর হবো! মহারাজ বন্দী, আমরা প্রতিজনে সহস্র ব্যক্তিকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবো। মোগলকে কম্পিত করবো! দিল্লীর সিংহাসনে কপট বাদ্সা সন্ত্রাসে আমাদের সিংহনাদ শ্রবণ করবে। যদি কৃতকার্য্য না হ'তে পারি, জীবন বিসর্জ্জন দেবো, এই আমাদের সঙ্কল্প!

জিজা। বালিকা পুতলার প্রলাপ অপেক্ষা তোমাদের এ বীরত্ব প্রলাপ মাত্র। তোমাদের জন্মভূমি কার হস্তে অর্পণ করবে? মহারাষ্ট্রীয় বালক-রমণীগণকে কে রক্ষা করবে? রাজপুতের জহরব্রত গৌরবের

বটে কিন্তু ফলপ্রদ নয়; বিশাল রাজপুতানা আমার বাক্যের সার্থকতা প্রদান কচ্চে। রাজপুত আজ মোগল অধীন। মহারাষ্ট্রের সঙ্কল্প নিষ্ফল গৌরব নয়—গৌরব কার্য্যসম্পন্ন। গৌরব গোহত্যা নিবারণ, গৌরব দেবদেবীর সম্মান, গৌরব বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংস্থাপন! মহারাষ্ট্র-রমণী এমন কেহই নাই যে অগ্নি অপেক্ষা পর-পরশন তীব্রতর জ্ঞান না করে। ঘরে ঘরে সহমৃতা তার প্রমাণ; কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি মহারাষ্ট্র-রমণীর লক্ষ্য, সেই উদ্দেশ্য-সাধনে সন্তানকে দীক্ষিত করা তাদের কার্য্য! অহেতু শত্রুভয়ে অগ্নিপ্রবেশ তাদের সঙ্কল্প নয়। মহাকার্য্যে ব্রতী হয়েছ, মহাকার্য্য সাধন করো। শিব্বা বন্দী, একথা শ্রবণে শত্রুরা মহারাষ্ট্র আক্রমণ কর্‌তে অগ্রসর হবে, তোমরা সেই শত্রু নিবারণের জন্য প্রস্তুত হও। শিব্বা ভবানীর পুত্র, তার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়ো না। যদি সে বন্দী হ'য়ে থাকে, স্বয়ং ভবানী তাকে উদ্ধার কর্‌বে। কর্ত্তব্য পালন করো, রাজমাতার আদেশ।

তানাজী। বীরজননি, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

[তানাজী প্রভৃতির প্রস্থান।

জিজা। মা, কি হলো মা! শিব্বা কি সত্যই মোগল কারাগারে? আহা বাছা যে আমার মুখপানে চেয়ে বিদায় ল'য়ে গেছে! আমার বালক আমার মুখপানে চেয়ে গেছে! আমি তো বলি নাই, শিব্বা, সঙ্কটে যেও না। মা ভবানী, কি কর্‌লে?

সই। মাগো, সত্যই যদি মহারাজ আবদ্ধ হ'য়ে থাকেন, মহারাজের আদর্শে মহারাষ্ট্রবাসী জনে জনে এর প্রতিবিধানের নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ কর্‌বে! ঘরে ঘরে বীরনারী একমাত্র পুত্রকে প্রাণদানে উত্তেজিত কর্‌বে; চতুর্ব্বর্ণ একপ্রাণে অস্ত্রধারণ ক'রে বিপক্ষ বিতাড়িত কর্‌বে! বীরনারীরা স্বহস্তে বেণী ছেদন ক'রে ধনুর্গুণ নির্ম্মাণ

করবে! অলঙ্কারে তীরফলক প্রস্তুত করবে। দীনবেশে দেশে দেশে ভিক্ষা ক'রে রণব্যয়ের অর্থ সংগ্রহ করবে! মা, কর্ত্তব্যের ত্রুটি মহারাষ্ট্রে কদাচ হবে না। তবে আমাদের দশা—মা, যখন বীরপুত্র প্রসব করেছ, আমরা যখন বীরস্বামী বরণ করেছি, দিন দিন ত আমাদের এইরূপ সঙ্কট আশঙ্কা। শত্রু-কারাগার, রণভূমি এ সকল ত দিবারাত্র চক্ষুর উপর বিরাজ করে,—আজ কেন আমরা কাতর হবো! তুমি বার বার বলো—তিনি ভবানীর পুত্র, ভবানীর প্রতি কেন আমরা বিশ্বাসহারা হই?

পুতলা। (উল্লসিতা হইয়া) মা, মা, ভবানী এসেছেন, ভবানী আশ্বাস দিচ্ছেন, ভবানী উদ্ধার করবেন বলছেন। মহামায়া সকলকে মুগ্ধ করবেন, মায়াপ্রভাবে প্রহরীরা মুগ্ধ হবে, তীব্রদৃষ্টি সম্রাটও প্রতারিত হবে। জয় ভবানী—জয় ভবানী—আর চিন্তা নাই। মা, ভবানী সংবাদ দিতে আমায় পাঠিয়েছেন। মা—মা—এসো এসো—সহস্র রক্তোৎপল তুলে দেবী পূজা করিগে।

জিজা। মা, মুখ তুলে কি চেয়েছ মা!

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক। *

—:০:—

দিল্লী—শিবাজীর আবাস-কক্ষ।

শিবাজী, গঙ্গাজী, হীরোজী ও পারিষদগণ।

শিবাজী। দেখুন, আজ মা ভবানীকে স্মরণ ক'রে বহির্গত হই।

গঙ্গাজী। মহারাজ, আজই পেটিকামধ্যে সপুত্র পলায়ন করুন।

প্রহরীরা এখন আর পেটিকা অনুসন্ধান করে না, প্রতি শুক্রবারে দেবস্থানে মিষ্টান্ন প্রেরিত হয়, এই তাদের ধারণা।

শিবাজী। (হীরোজীর প্রতি) কি বলেন, মা ভবানীকে স্মরণ ক'রে পেটিকার মধ্যে প্রবেশ করি ?

হীরোজী। মহারাজ, শঙ্কা দূর হ'চ্চে না ! মাওলী সৈন্যেরা থাক্‌লে ভাল হতো, যদি ধৃত হন, কতকটা তারা বাধা প্রদান কর্‌তো।

শিবাজী। অগণন মোগলসৈন্যের মাঝে প্রাণ দিতে পার্‌তো, আমার পলায়নের বাধা ব্যতীত সাহায্য হতো না। আমরা পেটিকার মধ্যে প্রবেশ করি, আপনারা সামান্য মওলীবেশে আমাদের দু'জনকে বহন ক'রে লয়ে যান। আর বহুদিন হ'তে আমি পীড়িত, এ কথা প্রকাশ আছে, আজ আমার পীড়া বৃদ্ধি হয়েছে, কেহ না বিরক্ত করে, এই কথা প্রহরীদের জানাও।

হীরোজী। আমি এই সংবাদ দিয়ে, আপনার বেশ পরিধান ক'রে আপনার শয্যায় শয়ন কর্‌বো। ভৃত্যেরা যদি কেউ প্রবেশ করে বা প্রহরীরা গোপনে অনুসন্ধান করে, দেখ্‌বে যে আপনি শয্যায় আছেন।

শিবাজী। আপনি কিরূপে পলায়ন কর্‌বেন ?

হীরোজী। কল্য আমি নিজবেশে কোনও ঔষধের নিমিত্ত গমন ক'চ্চি, প্রহরীদের বল্‌বো। প্রহরীরা আমায় যাবার নিষেধ কর্‌বে না ; কিন্তু মশায়, আমার চিন্তা হ'চ্চে।

গঙ্গাজী। কোন চিন্তা নাই। আমি প্রহরীদের সহিত বিশেষ আলাপ করেছি, আমি ভাং মিশ্রিত মিষ্টান্নে তাদের বুদ্ধিশক্তি আবরিত কর্‌বো। চলুন, আমরা প্রচার করি, মহারাজের বড় পীড়া ; মঙ্গল-কামনায় কালও মিষ্টান্ন প্রেরণ করা যাবে। [গঙ্গাজীর প্রস্থান।

(পেটিকা লইয়া দুইজন মাওলী ও শম্ভাজীর প্রবেশ)

শিবাজী। এসো বৎস, আজ আমাদের এই অপূর্ব্ব যান।

শম্ভাজী। মহারাজ, এতে যেতে পারবো ?

শিবাজী। 'পারবো না,'—জেনো, এ কথা মহারাষ্ট্র-ভাষায় নাই কেবল হীন কার্য্য করবো না—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

(পেটিকায় শিবাজী ও শম্ভাজীর প্রবেশ)

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী—শিবাজীর আবাস-বাটীর তোরণ।

গঙ্গাজী ও জমাদার।

গঙ্গাজী। (মিঠায়ের চুপড়ি হস্তে) আরে, খাওনা জমাদার সাহেব, খাওনা।

জমাদার। রাজা কেমন আছেন, জানো ?

গঙ্গাজী। আরে, দিনকতক ব্যারাম গড়ালেই ত ভালো। ব্যামো ভাল হ'লে ত আর মিষ্টান্ন বিতরণ হবে না।

জমাদার। এ রাজাটার কত রোপেয়া ? বাদ্‌সার মাফিক খরচ ক'চ্চে। হিন্দু ফকির, মুসলমান-ফকিরকে দেদার দিচ্চে ; আর প্যাঁটরা প্যাঁটরা ভর্ত্তি ক'রে মেঠাই ভেজ্‌চে !

গঙ্গাজী। প্যাঁটরা ক'রে মেঠাই পাঠায়।

(পেটিকা লইয়া ভৃত্যগণকে গমন করিতে দেখিয়া)

ঐ অত বড় প্যাঁটরা সব মেঠায়ে ভর্ত্তি, খুলে দেখো না ত! আমার অম্‌নি নোলা সক্ সক্ কর্‌তে থাকে। মনে হয় যে, ঐ প্যাঁটরার মত পেট হ'তো, দু'হাতে মেঠাই খেতুম। দেখোনা—দেখোনা—একটা প্যাঁটরা খুলে দেখো না—মেঠাইয়ে সব ভর্ত্তি!

জমাদার। আরে, আমরা ঢের দেখেছে! আগে আগে আমরা প্যাঁটরা না দেখে কি ছেড়ে দিতো! ভাব্‌ছি, রাজাটা মারা যাবে। আজ খবর পেলো, শুয়েছে। হকিম বলেছে, কেউ গোলমাল না করে।

গঙ্গাজী। তা'হলেই ত মুস্কিল, আর মেঠাই খেতে পাবো না,—তোমায় কে ব'ল্লে—তোমায় কে ব'ল্লে?

জমাদার। ঐ হীরোজী। বাদ্‌সাকে রোজ খবর ভেজি কিনা; সেই ব'ল্লে বড় সুস্থ হ'য়ে পড়েছে, বেশী দিন আর টেঁকে না।

গঙ্গাজী। আজ্‌কের দিন ত মেঠাই খেয়ে নি।

জমাদার। খুব খাচ্চে—খুব খাচ্চে।

(মত্ত অবস্থায় কতকগুলি প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরীগণ। বড় জবর মেঠাই—বড় জবর মেঠাই! বামুন, আর গোটা কতক দে।

গঙ্গাজী। না, এ মেঠাই আমি খাবো, আর অদ্দেক জমাদার সাহেব খাবে।

জমাদার। দে—দে—আমার মুখে গুঁজে দে।

গঙ্গাজী। জমাদার সাহেব তুমি খাও; ঐ হীরোজী আস্‌ছে, খবরটা নিই।

জমাদার। বাঃ বাঃ—বড় জবর!

(হীরোজীর প্রবেশ)

গঙ্গাজী। (জনান্তিকে) কি সংবাদ ?

হীরোজী। (দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গী করিয়া জনান্তিকে) ভোরের বেলায় যে পেটিকা পীরের দরগায় যাবার ভাণে মাওলীরা মাথায় ক'রে নিয়ে গেছে, সেই পেটিকায় মহারাজ সপুত্র গমন করেছেন। আর আর পারিষদেরা পেটিকা বহন-ছলে সকলে চ'লে গেছে। আমি এতক্ষণ মহারাজের শয্যায় মহারাজের বেশে শয়ন ক'রেছিলেম। এখন শীঘ্র চলো—জনকতক মাওলী সৈন্য ল'য়ে, যারা মহারাজের পশ্চাৎ গমন করবে, সুযোগ পেলে তাদের প্রাণবধ করবো।

গঙ্গাজী। (চীৎকার করিয়া) আহাঃ—

জমাদার। কি হয়েছে ?—কি হয়েছে ?

গঙ্গাজী। আর কি হয়েছে! বন্দি ডাক্‌তে যাই ; (হীরোজীর প্রতি) আপনি হকিম ডাক্‌তে যান।

[উভয়ের প্রস্থান।

জমাদার। আহা! রাজাটা বড় ভালা ছিলো।

১ম প্রহরী। আরে জমাদার, রেখে দাও রাজা,—ফুর্ত্তি করো—ফুর্ত্তি করো! একটা কাফেরকে পাহারা দিতে পাঁচ হাজার লোক মজুৎ, কোথায় ভাগ্‌বে!

(সকলের নৃত্য-গীত:)

হুঁসিয়ার রহে না নেহি ঝুঁকনা।
হরদম্ ভাঙ্ পিনা, হরদম্ মিঠাই খানা,
হরদম্ ক'রে ফিরে, ভাল ঢুকনা-র
কোই না জাগে, কোই না ভাগে, হাকিমুবা রাগে,
পাহারা যে দাগ না লাগে ;
যো কামে মাজে উস্‌কো রোকনা।
পিছে রসেসে ভর্ ভর্ ভর্ হুঁকা ফুঁকনা।

(পোলাদখাঁর প্রবেশ)

পোলাদ। একি, এরূপ উন্মত্ততা কিসের নিমিত্ত ?

জমাদার। এরা আমোদ ক'রে মিঠাই খেয়েছে।

পোলাদ। একি, মাদক-মিশ্রিত মেঠাই নাকি ?—শিবাজীর খবর কি ?

১ম প্রহরী। এত বেলা সেটা মরিয়ে গিয়েছে।

জমাদার। শুনলেম, তার ব্যামো বড় ভারি। হীরোজী আর একটা বামুন জলদি হকিম ডাকতে গেলো।

পোলাদ। একি, এমন অবস্থা!—দেখা যাক্! (ভিতরে প্রবেশ)

জমাদার। একি, বড় নেশা হয়েছে, বড় বেয়াদুরি ত হলো! এ বামুনটে কি খাওয়ালে নাকি!

১ম প্রহরী। থোড়া ভাং—থোড়া ভাং!

(পোলাদখাঁর বাহিরে দ্রুত আগমন)

পোলাদ। একি—কি ক'রেছ—শিবাজী কোথায়—তার লোকজন কোথায় ?

জমাদার। অঁ্যা—অঁ্যা—

পোলাদ। তার গৃহ শূন্য—শয্যা শূন্য—নিস্তব্ধ—জনপ্রাণী নাই,—কোথায় গেলো ? তুমি ঘুস খেয়ে বা'র ক'রে দিয়েছ!

জমাদার। অঁ্যা—না—না কোতয়ালজী! ঐ বামুন ছুটো মিঠাই দিলে—তাই খেয়েছি!

পোলাদ। অবশ্যই ঘুস খেয়েছ! আমি তোমাদের সতর্ক থাকতে বলেছি, কেন সতর্ক হও নাই ? মেখো—খোঁজো—যদি না ধরতে পারো—বাদশার কোপে প্রাণে-রাজ্জার মারা যাবে।

জমাদার। হুজুর, আমাদের অপরাধ নাই—আমাদের অপরাধ নাই!

পোলাদ। না—তোমাদের অপরাধ নাই—আমার অদৃষ্টের অপরাধ!—যাও—দেখো—চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করো; সর্ব্বনাশ হবে—বাদ্‌সার কোপে সকলের প্রাণ যাবে।

[পোলাদখাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কি সর্ব্বনাশ হ'লো! বাদ্‌সার নিকট কি ক'রে সংবাদ দেবো! আর বিলম্ব করা উচিত নয়, এই দণ্ডেই সংবাদ প্রদান করি।

[প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর-দরবার।

আওরঙ্গজেব, জাফর খাঁ, রামসিংহ, দূত ও ওমরাওগণ।

আও। কুমার রামসিংহ! আজ রাজা শিবাজীর মেজাজ কিরূপ?

রাম। জাঁহাপনা, আজ দুই দিবস হকিমের আদেশ, কেউ না তাঁকে বিরক্ত করে! শুন্‌লেম, তাঁর সঙ্কট পীড়া, শয্যায় শুয়ে আছেন।

আও। সে কি! আমার অতিথি, রাজ-হকিমকে ডাকো, আমি তাঁর উপর চিকিৎসার ভার অর্পণ করবো। আমার অতিথি, তাঁর অমঙ্গলে আমার অপবাদ হবে।

[হকিম ডাকিতে জনৈক দূতের প্রস্থান।

(পোলাদখাঁর প্রবেশ)

কোতয়ালজি, কি দুঃসংবাদ এনেছেন, যে জন্য অপরাধীর ন্যায় দরবারে উপস্থিত হ'য়েছেন?—শিবাজীর কি কোন দুঃসংবাদ?

পোলাদ। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা—গোলাম—গোলাম—

আও। সত্বর বলো,—আমি সকল সংবাদের জন্ম প্রস্তুত। যখন আমার অতিথির এরূপ কঠিন পীড়া, যে তাঁর গৃহে প্রবেশ সকলের নিষেধ, কুমার রামসিংহেরও প্রবেশ নিষেধ, দু'দিন প্রকৃত সংবাদ না পাওয়ায় যে জন্য আমি রাজহকিমকে চিকিৎসার জন্ত সংবাদ প্রেরণ করেছি, এরূপ তোমার কোন সংবাদ নাই, যা শ্রবণে আমি প্রস্তুত নই।

পোলাদ। শিবাজী সপুত্র পলায়ন করেছে।

আও। চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরিত হোক, বোধ হয় আমার অতিথি পীড়ার তাড়নায় কোন দিকে বহির্গত হ'য়েছে। যাঁর বাদ্সার প্রসাদ ইচ্ছা, সত্বর সংবাদ আনুন। সমস্ত দাক্ষিণাত্য-জয়-সংবাদ অপেক্ষা রাজা শিবাজীর সংবাদে আমি আনন্দিত হবো। কোতোয়ালজি, বোধ হয় তার পারিষদবর্গেরও কোন সংবাদ জানেন না ?

পোলাদ। সাহানসা, শিবাজীর গৃহে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌লেম, তথায় জনমানব নাই, কেবল বহির্দ্দেশে প্রহরীরা সশস্ত্র অবস্থান ক'চ্চে।

জাফর। শয়তানি ! শয়তানি !

আও। শয়তান মোগল-গৃহে প্রবেশ করেছে। কোতোয়ালজি যান, যদি কিঞ্চিৎ অপরাধ লাঘব কর্‌তে পারেন চেষ্টা করুন ; জান্‌বেন, আপনি সামান্ত অপরাধে অপরাধী নন।

[পোলাদখাঁর প্রস্থান।

কুমার রামসিংহ, রাজা শিবাজী তাঁর মাওলীসৈন্তগণকে স্বদেশে প্রেরণার্থ দরবারে আবেদন ক'রেছিলেন, বোধ হয়, তখন আমাদের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস জন্মে। সৈন্যে পলায়ন অপেক্ষা একক পলায়নের বিশেষ সুযোগ হবে, এই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। আমাদের প্রতি তাঁর এরূপ সন্দেহ তখন আমার মনবুদ্ধি, হয় নাই ; কিন্তু

সে আমার ভ্রম, এরূপ ভ্রম আমার সর্ব্বদা হয় না। অনুমিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ যখন তাঁর আবেদন প্রাপ্ত হই, যে তিনি গোলকোণ্ডা, বিজাপুর প্রভৃতি মোগল অধীনস্থ কর্‌বার নিমিত্ত স্বদেশযাত্রা প্রার্থনা করেন, আমরা সে আবেদন পত্রের পার্শ্বে লিখি, "যথাসময়ে আদেশ প্রাপ্ত হবেন;" তদবধি আর সে আবেদনের উল্লেখ নাই।—কুমার কি বলেন? এ অবস্থায় আমার জানাই উচিত ছিল, যে আমাদের আতিথ্য-সৎকারে রাজা শিবাজী সন্তুষ্ট নন।

রাম। দিল্লীশ্বর, নফর এ কথার উত্তর প্রদানে কিরূপে সক্ষম হবে?

আও। হ্যাঁ, তারপর শুন্‌লেম, প্রতি বৃহস্পতিবারে রাজা শিবাজী গুরুপূজা করেন, পরদিন অতিথ-ফকির, দেবস্থান-পীরস্থানে পেটিকা যোগে মিষ্টান্ন প্রেরণ করেন; তখনও অবশ্য কুমার তাঁর মনোভাব অবগত হ'তে পারেন নাই। এ সকল পেটিকার ক্রয়ভার কি রাজকুমারের ছিল? রাজকুমারের পাচক দ্বারা কি মিষ্টান্ন সকল প্রস্তুত হ'তো? অবশ্য কি প্রয়োজন আপনার জানা ছিল না। যান—দেখুন—তিনি আপনার পিতার দ্বারা প্রেরিত, তাঁর অমঙ্গলে আপনার পিতা ক্ষুব্ধ হবেন, তাঁর সংবাদ গ্রহণ ক'রে দরবারে প্রত্যাগমন ক'র্‌বেন। এবার যখন কুমারের সাক্ষাৎ লাভ হবে, কুমারের নিকট রাজা শিবাজীর সংবাদ প্রত্যাশা কর্‌বো।

রাম। (স্বগত) শিবাজী স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন সংবাদ পাই, তাহ'লে আমি পিতৃ-প্রদত্ত তার কার্য্যে উদ্ধার লাভ করি, মৃত্যুদণ্ডও আমার পুরস্কার জ্ঞান হয়।

আও। বাদ্‌শার আজ্ঞা কি উপলব্ধি হয় নাই?

রাম। জাঁহাপনা, যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

আও। যথাসাধ্য নয়, দরবারে শিবাজীর সংবাদ লয়ে আসবেন, এই আমার প্রত্যাশা।

রাম। (স্বগত) আজ হ'তে দরবারে আসা আমার নিষেধ, সে অমঙ্গল নয়।

[সেলাম করিয়া রামসিংহের প্রস্থান।

আও। দরবার ভঙ্গ হউক। খাঁসাহেব অপেক্ষা করুন।

[ওমরাওগণের প্রস্থান।

জাফর। জনাব, গোলাম; তখনই নিবেদন ক'রেছিলো, কাফেরের প্রাণবধ করুন।

আও। আপনার বিবেচনা-অনুরূপ পরামর্শ প্রদান ক'রেছিলেন। যদি শিবাজীর প্রাণবধ হতো, আপনার কি ধারণা, একজনও হিন্দু সর্দার আর আমার পক্ষাবলম্বন করতো? অপর রাজা কি আমায় প্রত্যয় ক'রে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'তো? রাজা শিবাজী কর্তৃক আমি বহুবার প্রতারিত হ'য়েছিলেম; আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁর বালকপুত্রকে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে রাজা শিবাজীকে মুসলমানের অধীনস্থ জয়সিংহের ন্যায় সেনানায়ক-পদে স্থাপন করি। যদি জয়সিংহের পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন, যদি কোতোয়াল আমার আজ্ঞা উপেক্ষা না করতেন, আপনিও যদি প্রকৃত মন্ত্রীর ন্যায় পেটিকা কোথায় যায় আসে, স্বরূপ তত্ত্ব গ্রহণ করতেন, তাহ'লে শিবাজী পলায়ন করতে সমর্থ হ'তেন না। গুপ্তচর-বিভাগের সর্দার তারাবৎরায়কে গোপনে আদেশ দিন, যে নানা বেশে বহুজন রাজা শিবাজীর অনুসন্ধানে প্রেরিত হয়—যোগী, সন্ন্যাসী, ফকির, উদাসীন বেশে প্রতি সম্প্রদায় অনুসন্ধান করে।—যান, শীঘ্র যান।

জাফর। শয়তান—শয়তান—শয়তানি যাদুতে পালিয়েছে।

আও। শয়তানের যাদু আমাদের অসতর্কতা, অথবা শয়তানের প্রধান যাদু—অর্থ।

[জাফরখাঁর প্রস্থান।

আমাকেও প্রতারিত করেছে! পার্ব্বতীয় মূষিক সামান্য শক্তিশালী নয়! কি আশ্চর্য্য—আমার স্পর্দ্ধা চূর্ণ হলো! দারার সহিত যুদ্ধে আমি চিন্তান্বিত হই নাই, মুরাদ-সুজাকে দমন অতি সহজেই নিষ্পন্ন হয়েছে, দিল্লীর সিংহাসন সহজেই অধিকার করেছি, কিন্তু এই পর্ব্বত-দস্যুকে দমন করতে বা অক্ষম হই। যদি এই পার্ব্বতীয় যোদ্ধা মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন করতে পারে, জয়সিংহ তার সহায় হবে নিশ্চয়, উভয়েই রণকুশল, দুই শত্রু দমন নিতান্ত সহজ নয়; কিন্তু কঠিন কার্য্যে কখনই পরাঙ্মুখ হই নাই, অনেক কঠিন কার্য্য-সাধনে সক্ষম হয়েছি, যেরূপে হোক মহারাষ্ট্র অধিকার করা আমার জীবনের একমাত্র সঙ্কল্প। মোগল-গৌরব উচ্চ চূড়ায় আরোহণ ক'রেছে, এক কলঙ্ক মোগল-বাদসা পার্ব্বতীয় বর্ব্বর-দ্বারা প্রতারিত হ'লো।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রায়গড়—শিবাজীর দরবার।

শিবাজী, তানাজী, মোরোপন্ত প্রভৃতি পারিষদ ও মাওলীগণ।

শিবাজী। সুহৃৎবৃন্দ, আমার প্রবাস-বৃত্তান্ত শ্রবণ করো। মহারাষ্ট্র হ'তে যাত্রা ক'রে যতই দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলেম, ততই বিধর্ম্মীর অতুল বৈভব দর্শনে মা ভবানীকে স্মরণ ক'রে কাতর স্বরে বল্লেম, "মাগো, কি অপরাধে তোমার আশ্রিত সন্তানগণকে বঞ্চিত ক'রে বিধর্ম্মীকে তোমার পুণ্যভূমি প্রদান ক'রেছ?" দিল্লীতে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লেম, যে স্থানে চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবৃন্দ শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছেন, তথায় [illegible] রণোন্মত্ত বীরপুরুষগণ পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হ'য়ে বিধর্ম্মীর সিংহাসন-তলে "সেলাম প্রদান ক'রছেন।

সেই সিংহাসন-তলে সপুত্র সেলাম প্রদান করলেম। সেই মহাপাপ অচিরে ফলবতী হ'লো, বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, অপমানিত, দরবার হ'তে বিতাড়িত হ'লেম। সংকীর্ণ কারাগার আমার বাসস্থান নিরূপিত হ'লো; সামান্য প্রহরীর আজ্ঞাধীন হ'য়ে অবস্থান করতে বাধ্য হ'লেম, দীনভাবে বিধর্ম্মী সম্রাটের নিকট নিষ্ফল আবেদন প্রদান করলেম। পেটিকার অভ্যন্তরে পলায়ন, পুত্রকে পরগৃহে স্থাপন, পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ, সন্ন্যাসী-বেশ ধারণ, সদা সশঙ্কিত-চিত্তে বন্যপথে ভ্রমণ, বিশাল বিধর্ম্মী রাজ্য পদব্রজে অতিক্রমণ, ভিক্ষাবৃত্তি—এই সমস্ত আমার প্রবাসের ইতিহাস।

তানাজী। কি বিশ্বাসঘাতকতা!—কি কপটতা!

সকলে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

শিবাজী। হাঁ প্রতিশোধ!—মহারাষ্ট্রে গভীরনাদে প্রতিধ্বনিত হোক—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! কিন্তু প্রতিশোধ আমার নিমিত্ত নয়, আমি জন্মভূমির ক্ষুদ্র দাস মাত্র, মহারাষ্ট্রীয় গৌরবের নিমিত্ত প্রতিশোধ—মহারাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তারের নিমিত্ত প্রতিশোধ—স্বাধীনতার নিমিত্ত প্রতিশোধ—বিধর্ম্মী দমনের নিমিত্ত প্রতিশোধ—শত্রুর ভয়োৎপাদনকারী গৈরিক সনাতন ধ্বজা, হিন্দুগগনে উড্ডীয়মানের নিমিত্ত প্রতিশোধ,—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—মা ভবানীর আজ্ঞায় প্রতিশোধ!

সকলে। জয় মহারাজ শিবাজীর জয়!—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

শিবাজী। কিন্তু হে বীরবৃন্দ, আমরা কি উন্মাদের ন্যায় 'প্রতিশোধ' 'প্রতিশোধ' ব'লে চীৎকার ক'চ্ছি—আমরা কি কেবল বাক্-আড়ম্বরে প্রবৃত্ত? আমরা কি শত্রুদল অবগত নই, সেই নিমিত্ত আস্ফালন ক'চ্ছি?

সকলে। কদাচ নয়—কদাচ নয়।

শিবাজী। না, কদাচ নয়,—যখন আওরঙ্গজেবের বন্দী হই, তখন এক দিন অবিশ্বাস বশতঃ ভেবেছিলেম যে ভবানী প্রণাম করে, ভগবান রামদাসস্বামীকে প্রণাম ক'রে, মাতার চরণধূলি গ্রহণ ক'রে, আমি ঈদৃশ অবস্থায় পতিত হ'লেম! তখনই মা ভবানী আভির্ভূতা হ'য়ে স্বরূপ অবস্থা আমার গোচর করলেন। মার কৃপায় বুঝ্‌লেম, এই অপমান আমার সম্মানের বীজবপন,—মার কৃপায় বুঝ্‌লেম, শত্রু-দল কিরূপ বলবান,—মার কৃপায় বুঝ্‌লেম, শত্রু বলবান হ'য়েও বিকারের বলগ্রস্ত। সেই মহাবলের প্রতি গ্রন্থিতে উচ্ছেদকারী সন্দেহ অবস্থান ক'চ্চে। রাজার সন্দেহ—কর্ম্মচারীর উপর, কর্ম্মচারীর সন্দেহ—রাজার উপর, প্রজার সন্দেহ—রাজার উপর, রাজকর্ম্মচারীর উপর; ভয়বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ, মিত্রতায় নয়। শত্রু অপেক্ষা আমরা সংখ্যায় অল্প, শত্রু অপেক্ষা আমরা ধনহীন, শত্রু অপেক্ষা আমরা অস্ত্রশস্ত্রবিহীন; কিন্তু এক বল বিশ্বাস। বিশ্বাসসূত্রে মহা-রাষ্ট্র আবদ্ধ, সেই বিশ্বাসে একতারূপ দৃঢ়বলে আমরা বলীয়ান, কিন্তু বিষম সন্ধিস্থলে আমরা উপস্থিত। এক দিকে প্রবল-প্রতাপ আওরঙ্গজেব-সৈন্য—শিক্ষিত সেনানি চালিত হ'য়ে মহারাষ্ট্র অভি-মুখে আগমন ক'চ্চে, অপর দিকে সুযোগ-প্রয়াসী বিজাপুর, সম্রাট-কোপে আমাদের দুর্দ্দিন বিবেচনা ক'রে প্রাণপণে আক্রমণের নিমিত্ত সুসজ্জিত হ'চ্চে। কিন্তু দিল্লীর সেনা এখনো দূরে, বিজাপুর এখনো সজ্জিত নয়, আমাদের এই প্রধান সুযোগ! 'এই সুযোগে' মুসলমান-করগত সমস্ত দুর্গ অধিকার করবো,—এসো, সত্বর কল্যই কার্য্যে পরিণত করি। মহারাষ্ট্রের বিশ্রামের অবকাশ নাই—মহারাষ্ট্রের মৃত্যুতে বিশ্রাম—অপর বিশ্রাম নাই।" অদ্য হতে

মনোনীত করো, কোন্ বীর কত সৈন্য ল'য়ে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করবে।

মোরোপন্ত। মহারাজ, ইতিপূর্ব্বে আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত আছি, যে রাজাদেশ গ্রহণ ক'রে আমরা যে যে স্থানে রাজ কৃপায় প্রতিজনে স্থাপিত, তার শতক্রোশস্থিত কোন দুর্গে মুসলমান-পতাকা উড্ডীয়মান হবে না। এক্ষণে আমরা রাজাদেশ প্রাপ্ত, আমরা নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে কল্যই যত্নবান হবো।

তানাজী। মহারাজ, রাজ-আজ্ঞা গ্রহণ ক'রে কোণ্ডনা দুর্গ ইতিপূর্ব্বে অধিকার ক'রেছিলেম। মহারাজ বিন্দুকে সিন্ধু ক'রে আমায় পুরুষসিংহ ব'লে সম্মান করেন, তদবধি দুর্গের নাম সিংহগড় হয়, আর তথায় আমি রক্ষকরূপে স্থাপিত হই। সম্রাটের সহিত সন্ধিতে সেই দুর্গ এক্ষণে শত্রুকরগত, আমার সেই দুর্গ অধিকার মহারাজের নিকট প্রার্থনা করি।

শিবাজী। দুর্গ দৃঢ়নির্ম্মিত, সুশিক্ষিত রাজপুতসেনা-রক্ষিত। দাক্ষিণাত্য রক্ষার নিমিত্ত সেই প্রধান দুর্গ হস্তগত করা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। চলো, আমরা দু'জনে মিলিত হ'য়ে দুর্গ অধিকার করি।

তানাজী। মহারাজ যদি আমায় সাহায্য করেন, তাহ'লে দুর্গজয় ক'রে সম্পূর্ণ দুর্গাধিপ কি ক'রে হবো? মহারাজ চিন্তা দূর করুন আজ হ'তে তৃতীয় দিবসে দুর্গ-চূড়ে রাজা শিবাজীর পতাকা স্থাপন করবো, এই বীর-সমাজে আমার প্রতিজ্ঞা। মহারাজ অবগত আছেন, বাল্যকাল হ'তে তানাজী কখনো প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে না, মা ভবানী তানাজীর সমস্ত প্রতিজ্ঞাই পূরণ ক'রেছেন। এ প্রতিজ্ঞাও নিশ্চয় পূর্ণ করবেন। মহারাজের নিকট অদ্যই

বিদায় প্রার্থনা করি। আমি মা ভবানীর নিকট প্রার্থনা ক'রে-ছিলেম, যে মহারাজের নিরাপদে প্রত্যাগমন দর্শন ক'রে, মা ভবানীর পাদপদ্মে যেন স্থান পাই। মহারাজের চন্দ্রবদন দর্শন করেছি, আর আমার অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। মহারাজের কার্য্যে জীবন অর্পণ করতে যদি সক্ষম হই, আমার জন্ম সার্থক জেনে জীবনলীলা সমাপন করবো।—মহারাজ, বিদায় দিন।

শিবাজী। ভাই—ভাই—সুহৃদ্‌বর তানাজী, কোন্ দুষ্কর কার্য্য তোমাতে অসম্ভব? তুমি বীরচূড়ামণি, সিংহাসনের প্রধান স্তম্ভ। এই ত তোমার কার্য্যের প্রারম্ভ, এখনো আমাদের বহু দুষ্কর কার্য্য সাধন অসমাপ্ত। আমার নিশ্চয় ধারণা—সিংহগড়ে আবার সিংহ প্রবেশ করবে—হুঙ্কারে দূর শত্রুর হৃদয় কম্পিত হবে। যাও ভাই, তোমার দুর্গ তুমি অধিকার করো। (আলিঙ্গন)

তানাজী। শিববা, তোমার আলিঙ্গন, আমার মৃত্যুতেও স্মরণ থাকবে।

[প্রস্থান।

শিবাজী। তোমরা সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্যে ব্রতী; আমারও বিশ্রামের অবকাশ নাই। বিজাপুর প্রতিরোধ করা আমার ভার। বিজা-পুরের অচিরে উপলব্ধি হবে, যে মহারাষ্ট্র-শক্র সর্ব্বদা সতর্ক—সর্ব্বদা প্রস্তুত—শত্রুকে সুযোগ প্রদানে নিতান্ত অসম্মত। মা ভবানী অবশ্যই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। জয় মা ভবানী!

সকলে। জয় মা ভবানী!—জয় রাজা শিবাজীর জয়!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিংহগড়—দুর্গ-প্রাকার।

প্রাকারোপরি তানাজী ও বালকবেশী লক্ষ্মীবাই, দূরে প্রহরী।

(প্রাকার-নিম্ন মাওলী সৈন্যগণ)

তানাজী। বালক, তোমার অদ্ভুত শক্তি, আমার পশ্চাতে এই দুরারোহ দুর্গ-প্রাচীর আরোহণ করেছ। এই স্তম্ভে তুমি রজ্জু বন্ধন করো, অপর স্তম্ভে আমি রজ্জু বন্ধন ক'চ্চি। রজ্জু-সাহায্যে সৈন্যেরা অনায়াসে দুর্গারোহণ করতে সমর্থ হবে।

লক্ষ্মী। আমি উভয় রজ্জুই বন্ধন ক'চ্চি, আপনি অগ্রসর হ'য়ে দেখুন, বুঝি প্রহরী আসচে।

তানাজী সত্য প্রহরী, এই শরাঘাতে নিপাত করি।

(শরত্যাগ করণ)

প্রহরী। শত্রু—শত্রু— (প্রাকার হইতে দুর্গাভ্যন্তরে পতন)

দুর্গাভ্যন্তর হইতে। শত্রু—শত্রু—জাগো—জাগো—ওঠো—ওঠো—অস্ত্রধারণ করো।

(রজ্জু ধরিয়া মাওলীগণের আরোহণ ও দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ)

(পট পরিবর্ত্তন)

দুর্গাভ্যন্তর।

তানাজী, উদয়ভানু ও উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ।

তানাজী। অকারণ কেন হিন্দু-শোণিতপাত করবেন, আমার দুর্গ আমায় অর্পণ করুন।

উদয়ভানু। বীরবর, একণে দুর্গ মোগলের, আমি তার রক্ষক। আমায় পরাজয় ক'রে দুর্গ অধিকার করুন।

তানাজী। আপনি হিন্দু, হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'চ্চেন ?

উদয়। আমি হিন্দু, এইজন্য বিশ্বাসঘাতক নই। বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন, যদি যুদ্ধ অপেক্ষা বাক্য আপনার প্রিয় হয়, আপনার মাওলী-সৈন্যদের নিবারণ করুন, দুর্গ-মধ্যে যাতে প্রবেশ না করে।

তানাজী। আপনার যুদ্ধসাধ প্রবল ; তাই ম্লেচ্ছের দাস হ'য়ে, স্বাধীন মহারাষ্ট্রকে নিবারণ করবার প্রয়াস ক'চ্চেন।

উদয়। আপনার কটূক্তির এই উত্তর, এখনি ম্লেচ্ছের দাসের দাস হবেন।

(উভয়ের যুদ্ধ—অগ্রে উদয়ভানু, পরে তানাজীর পতন)

তানাজী। মাওলাগণ, দুর্গ জয় ক'রে মহারাজকে সংবাদ দিয়ো। তাঁরে ব'লো, আমি সম্মুখ সংগ্রামে পতিত ; জয়বার্ত্তা তাঁর নিকট ল'য়ে যেতে পারলেম না।

(সৈন্যগণের পলায়নোদ্যম ও তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীবাই ও সূর্য্যাজীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। (সৈন্যগণের প্রতি) যে পশ্চাৎপদ হবে, তারেই হত্যা করবো। সূর্য্যাজি, অগ্রসর হও, এখনই দুর্গ করগত হবে।

সূর্য্যাজী। চলো চলো, বীরবর তানাজীর মৃত্যুর প্রতিশোধ দিই। একি !—তোমরা ভুবনবিজয়ী মাওলী, তোমরা শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'চ্চো ? কোথায় যাবে—কোথায় তোমাদের স্থান ? জনসমাজে ঘৃণিত হ'য়ে কেন জীবন ধারণ করবে ? এসো, আমার পশ্চাতে এসো, বিজয়লক্ষ্মী এখনই আমাদের বশীভূত হবেন।

লক্ষ্মী। আরে হীনপ্রাণ সৈন্যগণ, এখনও তোমরা সূর্য্যাজীর অনুসরণ করতে বিলম্ব ক'চ্ছো? এই তোমাদের বীর-গৌরব, এই তোমাদের মহারাষ্ট্রনামের শ্লাঘা? সম্মুখ সমরে বীরবর তানাজী পতিত, তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতে অগ্রসর হ'চ্ছো না? এসো, আমার পশ্চাতে আগমন করো—এখনি দুর্গ জয় হবে। সূর্য্যাজীর প্রতাপে শত্রুর আর্ত্তনাদ শোনো,—এসো এসো, শত্রুসেনা বিদলিত করি।

মাওলীগণ। জয় মহারাজ শিবাজীর জয়!

সূর্য্যাজী। প্রাচীরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো, আলোক দৃষ্টে মহারাজ রায়গড়ে সংবাদ প্রাপ্ত হবেন, দুর্গ আমাদের অধিকৃত।

লক্ষ্মী। (তানাজীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া) বীরবর, দুর্গ জয় হয়েছে।

তানাজী। তোমার জিহ্বায় পুষ্প বরিষণ হোক। ধীমান, আক্ষেপ এই, মহারাজকে জয়বার্ত্তা স্বয়ং দিতে পারলেম না। কিন্তু আমি মনে মনে জান্‌তেম, এই আমার শেষ যুদ্ধ।

লক্ষ্মী। বীরবর, খেদ পরিত্যাগ করুন, তোমার অর্দ্ধ শরীর পতিত, তোমার অপর অর্দ্ধাঙ্গ মহারাজকে জয়-সংবাদ দেবে। দেখ, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ জীবিত।

তানাজী। কেও?—লক্ষ্মী? তুমি বীর-রমণী, পতির আজ্ঞা পালন ক'রো! আমি বিদায় গ্রহণ কালে বলেছিলেম, যদি দেহপতন হয়, তুমি সহমৃতা হ'বার সাধ ক'রো না, মাতৃভূমির কার্য্যে নিযুক্তা থেকো, তাহ'লেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কার্য্য করবে।—বীরাঙ্গনা, বিদায়!—হর হর মহাদেব! (মৃত্যু)।

লক্ষ্মী। না—আমি সহমৃতা হবো না, আমি [illegible] করবো না। আমার অনেক কার্য্য [illegible] তোমার [illegible] আমায় গ্রহণ করবো।

(শিবাজী, জিজাবাই, সইবাই, পুতলাবাই ও মহারাষ্ট্ররমণীগণের প্রবেশ)

শিবাজী। তানাজি—তানাজি—ভাই, তুমি কোথায় গেলে? তুমি আমার দক্ষিণ বাহু! ওঃ, এখন বুঝ্‌লেম—বিদায়গ্রহণ কালে তোমার কণ্ঠস্বর কেন বিজড়িত হ'য়েছিল! তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে যাবে, একথা আমি জান্‌তেম না। হায় সিংহগড় অধিকার হলো, কিন্তু সিংহ চ'লে গেলো!

লক্ষ্মী। মহারাজ, কিন্তু সিংহিনী তার পতির দুর্গে উপস্থিত। স্বামী তাঁর কার্য্যভার আমার উপর অর্পণ ক'রেছেন, বৃথা বিলাপে ফল কি, বীরোচিত সৎকারের আয়োজন করুন।

শিবাজী। হাঁ বীরাঙ্গনা, বীরোচিত সৎকারের আয়োজন হবে। রাজ-স্কন্ধে বীরদেহ বাহিত হবে, আমার এই উষ্ণীষ তানাজীর বক্ষে স্থাপন কর্‌লেম। শোকচিহ্ন স্বরূপ দ্বাদশ দিবস উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ কর্‌বো না।

জিজা। তান্না—তান্না, বৃদ্ধ মাতাকে ছেড়ে কোথায় গেলে? তুমি যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমি যে তোমার করে আমার শিব্বাকে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাকি। ওঠো বাবা, শিব্বা তোমার নিকট দণ্ডায়-মান, আজ কেন তোমার বন্ধুকে আলিঙ্গন ক'চ্চো না?

লক্ষ্মী। রাজমাতা, আমি তোমার পুত্রবধূ—অনাথা, তুমি কাতর হ'লে আমার স্থান কোথা? বীরকার্য্যে আমার পতি নিহত, বীরমাতা শোক সংবরণ করো।

জিজা। মা—মা, তুমি এই ঘোর রণভূমে পতির সহকারিণী হ'য়েছ, ধন্য তোমার পতিভক্তি!

শিবাজী। এসো, বীরদেহ বহন ক'রে কে গৌরবান্বিত হবে! চলো বীরদেহ পবিত্র স্থানে ল'য়ে সৎকার করি।

জিজা। সকলে বীর শরীরে পুষ্প বরিষণ করো।

(নারীগণের তানাজীকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুষ্প বরিষণ ও গীত)

বীরলোকে তোমা ডাকে পুলকে।
চলো বীরলোকে ধরা মগ্ন শোকে ॥
বীরকায়া পূজি বীরনারী,
পুষ্পসনে দানি নয়ন-বারি ;
বীরবৃন্দ চাহে ব্যথিত প্রাণে,
বীরমণি, তব বদন পানে ;
চিত্রিত সম সবে ভাবে নীরবে,
অগ্রে হেরি কারে যাবে আহবে ;
হীন, স্বাধীন তব অসি-ঝলকে।
বীরকায্যে ডাকে বীরলোকে ॥

[তানাজীর দেহবহন করিয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। *

দিল্লী—আওরঙ্গজেবের মন্ত্রণা-গৃহ।

আওরঙ্গজেব ও জাফর খাঁ।

আওরঙ্গ। মোয়াজেম ও যশোবন্তসিংহের সৈন্যেরা মহারাষ্ট্র গমনে সজ্জিত ?

জাফর। হাঁ জাঁহাপনা, কল্যই তারা যুদ্ধে যাত্রা করবে।

আও। শিবাজীর মহারাষ্ট্রে পৌছনার সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু তার পুত্র মহারাষ্ট্রে কি না, এ সংবাদ আসে নাই। বোধ হয় এখনও

আমাদের রাজ্যে কোথায় লুক্কায়িত আছে। শিবাজী চতুর; সে নিশ্চয় তার পুত্রকে কোন স্থানে রেখে স্বদেশ যাত্রা করেছে, অনুসন্ধান করুন। যদি শম্ভাজী ধৃত হয়, তাহ'লেও শিবাজীকে কতক পরিমাণে দমন করা সম্ভব। ঘোষণার উপর আরও লক্ষ মুদ্রা অধিক পুরস্কার ঘোষণা করুন।

জাফর। গোলামের এক নিবেদন, চতুর্দ্দিকে শত্রু, এ সময় মহারাষ্ট্র আক্রমণ কি সুযুক্তি?

আও। আপনি কি এখনও বোঝেন নি, যে মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য? আপনার কি বিবেচনা শিবাজী মহারাষ্ট্রে উপস্থিত হ'য়ে নিশ্চিন্ত আছে? যদি কেহ আপনার নিকট সংবাদ আনে, যে মহারাষ্ট্র হ'তে শত ক্রোশ পর্য্যন্ত মোগলের অধিকার নাই, এ কথা অবিশ্বাস করবেন না। আমার বিশ্বাস, এতদিনে দাক্ষিণাত্যে সমস্ত দুর্গই মহারাষ্ট্র কর্ত্তৃক অধিকৃত।

জাফর। জনাব, সামান্য শত্রুকে জনাবের যোগ্য শত্রু কিরূপে বিবেচনা ক'চ্চেন? জয়সিংহ ও দিলিরখাঁর প্রতাপে ভীত হ'য়ে, অনেক দুর্গ সম্রাটকে অর্পণ ক'রে সম্রাটের নিকট পদপ্রার্থী হ'য়ে শিবাজী দিল্লী আগমন করেছিল। তার দমনের জন্য বাদসা কি নিমিত্ত উদ্বিগ্ন?

আও। উজির, সামান্য শত্রু—আপনার এ ধারণা কি নিমিত্ত হ'লো? শিবাজী দাক্ষিণাত্যে কয়েকটী দুর্গ, যার অধিকাংশ মোগলের নিকট হ'তে বলপূর্ব্বক অধিকার করেছিল, সেই সকল দুর্গ পুনরর্পণ ক'রে আমাদের পক্ষ হ'য়ে বিজাপুরকে পরাস্ত করে, পরে দিল্লীতে উপস্থিত হয়। সে ভেবেছিলো, যে আমাদের সাহায্যে সে বিজাপুরে অধিকার বিস্তৃত করতে পারবে। বিজাপুরের অধিকারী হ'লে তার বল শতগুণে বৃদ্ধি হবে, আর সেরূপ অবস্থায় মোগল

তার অপেক্ষা বলবান হবে না,—এই তার সন্ধির উদ্দেশ্য, এই নিমিত্তই দিল্লীর তক্তায় সেলাম-প্রদান। আমি তার মনোভাব অবগত হয়েছিলেম, তাই তারে পঞ্চহাজারী ব'লে উপেক্ষা প্রদর্শনে তাকে বন্দী করবার সুযোগ প্রাপ্ত হই। এক্ষণে সে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছে, প্রতিহিংসায় প্রত্যেক মহারাষ্ট্রকে উত্তেজিত করেছে; সে উত্তেজনায় মহারাষ্ট্র শতগুণে বলীয়ান হয়েছে। জান্‌বেন, মহারাষ্ট্রেরা যুদ্ধবিক্রমে রাজপুত অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়, কিন্তু শঠতা অবলম্বনে রাজপুতের ন্যায় ঘৃণা করে না। তারা ফলপ্রার্থী, রাজপুতের ন্যায় কেবল গৌরবপ্রার্থী নয়। গৌরবের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হয় না, কিন্তু তাদের যুদ্ধকৌশলে বিত্রস্ত না হয়, এরূপ সতর্ক সেনানী মোগলের নাই।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জনাব, বোম্বাই প্রদেশস্থ একজন ইংরাজ জনাবকে সেলাম দিতে উপস্থিত।

আও। ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

(ইংরাজের প্রবেশ)

ইংরাজ। (সেলাম করিয়া) Emperor ডাকিয়াছিলেন, দূরে আছি, আসিতে বিলম্ব হইল, মাপ করিবেন।

আও। সাহেব, উপবেশন করো। শুনেছি তোমরা জলযুদ্ধে সুনিপুণ, দস্যু শিবাজীর জলতরী তোমাদের বন্দরের নিকট বাণিজ্যতরী লুণ্ঠন করে কিরূপে? তোমরা তাদের দমন কর্‌তে সমর্থ নও কেন? সুরাটে তোমাদের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেছে, তারও প্রতিশোধ দিতে তোমরা পরাঙ্মুখ! তোমাদের চরিত্র যেরূপ শ্রুত আছি, তাতে ত এরূপ সহিষ্ণুতা সঙ্গত বিবেচনা হয় না।

ইংরাজ। জনাব সাহস দিলে সব পার্‌বে। আমরা বাণিজ্য করি, লাভের জন্য দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করি না। জনাব সাহস দিচ্চেন, লেকেন হামাদের কুঠি শিবাজীর কাছে, কেথন সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া কুঠি লুট করিবে, ঐ ডরে ডাকাতকে টাকা দিয়া ঠাণ্ডা রাখি।

আও। তোমাদের সহিত যদি সিদ্ধি, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ একত্রিত হয়, আর বাদ্‌সাই সৈন্য-সাহায্য, অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হও, তা'হলে কি তোম্‌রা শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ কর্‌তে প্রস্তুত?

ইংরাজ। জনাব, আমরা ভাব্‌বে—ভাব্‌বে। শিবাজী অনেক frigate নির্ম্মাণ করিয়াছে, আমাদের man-of-war অধিক নাই। জনাব যেমন বলিবেন, তেম্‌নি হইবে।

আও। আচ্ছা, তোম্‌রা পরামর্শ ক'রে আমায় সংবাদ দিও।

[ইংরাজের প্রস্থান।

উজির দেখো—কিরূপ প্রবল শত্রু। জলযুদ্ধে ইংরাজ সর্ব্বপ্রধান, বাদ্‌সার সাহস পেয়েও তারা শিবাজীর সহিত বিবাদ কর্‌তে অসম্মত। নৌযুদ্ধেও শিবাজী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শিবাজীর নৌ-বল খর্ব্ব না হ'লে, মক্কা-যাত্রী মুসলমানের বড় বিপদ। তাদের রক্ষার্থ আরব্যসাগরে ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, সিদ্ধি ও ইংরাজ যাতে প্রস্তুত হয়, এ নিমিত্ত অর্থ ও সৈন্য দ্বারা উৎসাহ প্রদান আবশ্যক। আমার আক্ষেপ এই যে, আমার জীবিত অবস্থায় ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হ'চ্চে। মনে মনে আশা ক'রেছিলেম যে, সমস্ত ভারতবর্ষে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে সমর্থ হবো, কিন্তু তার বিষম কণ্টক--শিবাজী। শিবাজীকে দিল্লীতে আবদ্ধ রাখ্‌বার জন্য আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, সে অনুশোচনার

প্রয়োজন নাই। উপস্থিত কার্য্যে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। মোয়াজেম ও যশোবন্তসিংহের সৈন্যগণের মহারাষ্ট্র যাত্রার জন্য সুবন্দোবস্ত হয়েছে কিনা, বিশেষ তত্ত্বাবধান করুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

রায়গড়—শিবাজীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

জিজাবাই, সইবাই, পুতলাবাই ও শম্ভাজী।

শম্ভাজী। ঠাকুমা, তুমি মহারাজকে ব'লো, এ ছোট ছোট ঘর ভাল নয়; আমাদের বড় বাড়ী ক'রে দিন। আর কি সিংহাসনে বসেন—বাদ্‌সার কেমন ময়ূরতক্ত!—মহারাজ একটা ময়ূরতক্ত করতে পারেন না?

জিজা। আমি বুড়ো মানুষ, আমার কথা কি শুন্‌বে, তুই বলিস্।

শম্ভাজী। আমি ব'লেছিলুম, আমার উপর বিরক্ত হ'লেন। ব'ল্লেন, আমরা পর্ব্বতপ্রদেশী মহারাষ্ট্র, আমরা বিলাসী মোগল নই, ময়ূরতক্ত ক'র্‌লে কি হয়? মহারাজের পছন্দ নাই, দিল্লীর মূতন সহর করুন, এ ছাই সহর।

সই। তবে তুই দিল্লী যাবি? মহারাজকে বল, তোকে পাঠিয়ে দিন।

শম্ভাজী। আমার খুব মন। বাদ্‌সা মহারাজার উপর রাগ ক'রেছিলেন, আমায় কত ভালবাস্‌তেন। আমি রোজ দরবারে যেতুম, ওম্‌রাওরা আমায় তাদের বাড়ী নিয়ে যেতো, সেথা কত নাচ হ'তো,

গান হ'তো। তারা কেমন নর্ত্তকী, কেমন পোষাক, কেমন গয়না—তোমার তেমন আছে? তোমারও নাই, ছোটমারও নাই।

জিজা। তুই তাদের নাচ শিখ্‌তে পারিস্ নি?

শম্ভাজী। কেন শিখ্‌বো না, আমি কত নাচ্‌তুম! মথুরায় যে বামুনদের বাড়ীতে মহারাজ আমায় রেখে এলেন, তারা যখন আমায় মহারাষ্ট্রে আন্‌ছিলো—কে সে বামুন? কে সে বামুন?—

সই। কৃষ্ণাজী। বল—

শম্ভাজী। তারা তিন ভাই, আর তাদের তিনটে ধেড়ে ধেড়ে মাগী আছে, তারা ক'জনে আমায় পথে নিয়ে আস্‌তো। কখনও মেয়ে সাজাতো, তারা আপনারা ভিক্ষুক হ'তো আমি মেয়ে সেজে নাচ্‌তুম; আর তারা কর্‌তো—"অন্নদান—বস্ত্রদান!"

সই। তুই কেমন নাচ্‌তে পার্‌তিস্—কই নাচ দেখি।

শম্ভাজী। দাঁড়াও, মেয়ে সেজে আসি—আমার পরচুলো আছে, ঘাগ্‌রা আছে।

সই। না—না—তুই অম্‌নি নাচ্।

শম্ভাজী। আর তোম্‌রা সেই মাগীদের মতন করো? ওঠো ঠাকুমা, ওঠো, তোম্‌রাও ওঠো। ঐ যেন মুসলমান, যারা আমায় খুঁজ্‌তে এসেছে, তারা চার পাশে দাঁড়িয়েছে, আর আমরা যেন তাদের ভোগা দিয়ে নাচ-গান ক'চ্চি। তারা পয়সা দিচ্চে—কাপড় দিচ্চে। ছোটমা ওঠো, ঠাকুমা ওঠো।—

সই। (দাঁড়াইয়া) ওঠ্ না পুতলা।

শম্ভাজী। ছোটমা না ওঠে—নেই নেই, ছোটমা এখন আর আমায় ভালবাসে না। কারো কিছু কর্‌তে হবে না;—আমি আপ্‌নি নাচ্চি।

(নৃত্য-গীত)

দুনিয়া মে যব্ আয়া ভইয়া, সওদা কুছ্ তো লেনা।
মিট্টিমে কব্ মিট্টি মিলে, উস্‌কা কা ঠিকানা॥
ভুখে অন্ন দিজো, কিজো সাচ্চা সওদাগরি।
নঙ্গে বস্ত্র দেকে মোলো, আমিরী তোম্‌হারি॥
এক দেনেসে সও মিলেগা, এয়্‌সা সওদা ভারি।
আচ্ছা সওদা যো না চিন্‌হে, ঝুট্‌মুট্ ইলামদারি॥
যো চাহে মুল্ লে সেকে, কিসি কা নেই মানা।
বে-যয়্‌দা যব্ দিন গুজারে আখেরমে পছ্‌তানা॥

সই। (হাস্যকরণ)

পুতলা। দিদি, তুমি এ সকলের প্রশ্রয় দাও ?

সই। কেন, কি হয়েছে ? ছেলেয় ছেলেখেলা কর্‌চে, এতে দোষ কি ?

পুতলা। না দিদি, আমার ও ভাল লাগে না।

সই। হাঁরে, তুই অমন হয়েছিস্ কেন ? যখন শম্ভা এসে পৌঁছয় নাই, তুই দিবারাত্র কাঁদ্‌তিস্। শম্ভা এলো, আদর ক'রে কোলে নিলি, তারপর তোর কি হ'লো—কে জানে! কে জানে ভাই, তুমি কেমন ছেমোচাপা মানুষ।

পুতলা। শম্ভা, তুমি যদি অমন নাচ-গান কর্‌বে, দিল্লীর কথা কবে, আমি তোমার কোন কথা শুন্‌বো না।

শম্ভাজী। নেই শুন্‌লে! তুমি যেন সেই তিনটে বামুনীর ছোট বামুনীটে। সেও দিল্লীর নাচ-গানের কথা গল্প কর্‌তে গেলে, বল্‌তো—"ছিঃ ও সব ম্লেচ্ছ-আচার! মহারাষ্ট্র রাজপুত্রকে শিখ্‌তে নাই।"

পুতলা। দিদি, কেন বিষণ্ণ থাকি, এখনো কি বোঝো নাই? তুমি শম্ভাকে জঠরে ধ'রেছ, কিন্তু আমি সূতিকাগারে প্রথম কোলে করেছি। আমার সন্তান হয় নাই, তথাপি শম্ভাকে কোলে নিয়ে আমার স্তনে দুগ্ধ এসেছে, সেই দুগ্ধ শম্ভা পান করেছে। শম্ভা আমার নিকট খাবার চাইতো, মনোদুঃখ আমায় বল্‌তো, কেঁদে আমার কাছে আস্‌তো, আবদার আমার উপর কর্‌তো। দিদি আমার কত সাধের শম্ভা, আমি মনে মনে কত সাধ করেছি। শম্ভা যদি অকর্ম্ম কর্‌তো, আমি না কথা কইলে কাঁদ্‌তো,—করজোড়ে জানু পেতে বল্‌তো—'অমন কাজ কর্‌বো না।'

সই। না না, তুই মনোদুঃখ করিস্ নে। ও ছেলেমানুষ, ওর কথায় রাগ করিস্?

পুতলা। রাগ কি দিদি, আমার অন্তর দগ্ধ হ'চ্চে। মহারাজের সহিত কঠোর ক্ষত্রিয়বালক দিল্লী যেতে বিদায় দিলেম; শম্ভা ফিরে এলো, আনন্দে কোলে করলেম, কিন্তু দেখ্‌লেম, আমার সেই কঠোর ক্ষত্রিয়-বালক-শম্ভার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচার, বিলাস-দীক্ষিত বালক ঘরে ফিরে এলো। দিদি, আমি যে শম্ভাকে রাজসিংহাসনে দেখ্‌বো সাধ করেছি—শম্ভাকে সিংহাসনে দেখে মহারাজের সঙ্গে যাবো, মা ভবানীর চরণে দিন দিন প্রার্থনা করেছি। জিজিমাতা তাঁর মহারাষ্ট্র পুত্রকে সুশিক্ষিত ক'রে রাজচক্রবর্ত্তী হিন্দুকুল-গৌরব মহারাজ করেছেন! আমার শম্ভার এ কুশিক্ষা হ'লো কেন?

সই। (হাস্য করিয়া) পাগল! ছেলেমানুষ, দিল্লীর বৈভব দেখে সাধ হয়েছে, তাই বলে; এর মধ্যে কি শিক্ষা ফুরুলো? তুই শম্ভাকে মানুষ করেছিস্ সত্য, কিন্তু আমি কি গর্ভে ধরি নাই, আমার কি সাধ নয় যে শম্ভা মহারাজের রাজাসনের যোগ্য হয়?

পুতলা। দিদি, তবে কেন তুমি শম্ভাকে প্রশ্রয় দাও? বিলাস—অলসের সহচর, বিলাস—ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী. ধনলোলুপ, পর-পীড়ক; বিলাসের অঙ্কুর বালক-প্রকৃতি হ'তে সমূলে উৎপাটিত না হ'লে, যৌবনে শাখা-প্রশাখা নিয়ে বর্দ্ধিত হ'য়ে দুশ্ছেদ্য হয়। যেমন সুন্দর দেবমন্দির বটবৃক্ষ দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়, মানব-হৃদয়ে দেব-প্রকৃতিও সেই রূপ খণ্ডবিখণ্ড হয। তুমি বালক ব'লে ক্ষমা কচ্চো? জিজিমাকে জিজ্ঞাসা করো, তাঁর বালককে তিনি ক্ষমা করেন নাই। তাঁর বালককে কুশিক্ষা স্পর্শ কর্‌তে দেন নাই, তাঁর বালক দিল্লীর ছবির পরিবর্ত্তে রাজা রামচন্দ্রের সিংহাসন শয়নে-স্বপনে দেখ্‌তেন, যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরী তাঁর নয়ন-পথে বিরাজিত থাকৃতো।—একি!—মহারাষ্ট্র বালকের মুখে ছার দিল্লীর বৈভব কীর্ত্তন—ছার নর্ত্তকীর ব্যাখ্যা—সেই হীন অনুকরণ!—এ কি বজ্রের অধিক হৃদয়ে বাজে না? যে দিল্লীতে স্বাধীন পর্ব্বতবাসী বালক বন্দী ছিল, স্বাধীন-বায়ুসেবিত সেই বালক মুখে কারাগারেব গৌরব! দিদি, তুমি আমায় ভগ্নীর মত স্নেহ করো, আমাব সকল অনুরোধ রক্ষা করো, আমার মলিন বদন দেখ্‌লে কাতর হও, নবস্থাপিত হিন্দুরাজ্যের ভাবী অধিপতির বাল্য-চরিত্র গঠনে কদাচ উপেক্ষা ক'রো না।

শম্ভাজী। দেখোনা ঠাকুমা, কত বকৃচে; তুমি ছোটমাকে বকো।

জিজা। না না, তুমি তোমার ছোটমার কথা শোনো। দিল্লী ম্লেচ্ছের রাজ্য, তথায় ম্লেচ্ছাচার, সে আচারে হিন্দুধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়। গোমাংস-ভোজী মুসলমানের বিলাস-বৈভব হিন্দুর পক্ষে বিষময়। তুমি শিব্বার পুত্র, শিব্বার ন্যায় বীর হবে। শিব্বার মত যশ, তোমার ভুবনব্যাপী হবে। শিব্বার মত তুমি রাজ-সিংহাসনে বসে প্রজা-

পালন কর্ব্বে। অস্ত্রের ঝঙ্কার তোমার বাদ্য, হুঙ্কার তোমার সঙ্গীত, রণস্থল তোমার বিলাস-ভূমি। কি হীন দিল্লীর বৈভব, তোমার ছোটমার কাছে পুরাণ শুনো, হিন্দুর কি অতুল বৈভব ছিল,—সেই বৈভবের তুমি অধিকারী হবে।

শম্ভাজী। তুমিও ছোটমার কাছে শিখেছ?

পুতলা। দিদি, সর্ব্বনাশ দেখেছ?

সই। হাঁ দিদি, মার্জ্জনা করো। শম্ভা বর্ব্বর হ'য়ে ফিরে এসেছে। শম্ভা তোমার, আমার নয়। যদি আমার হ'তো, তা'হলে তোমার ন্যায় স্নেহ-দৃষ্টিতে আমি বুঝ্‌তেম, যে শম্ভা মুসলমান-সহবাসে মহারাষ্ট্র-ভূমিকে ঘৃণা করে, তার গৃহ অপেক্ষা দিল্লীর কারাগার প্রিয়, স্বাধীনতা অপেক্ষা বিধর্ম্মী বাদ্‌সার আদর তার মনোনীত,—শম্ভা কুশিক্ষাপূর্ণ।

(শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী। মা, মহারাষ্ট্র-বীরের প্রতাপে পুরন্দর, মাউলি, কর্ণালা, লোহাগাদ, জুনার প্রভৃতি দৃঢ় দুর্গ সকল আমাদের অধিকারে এসেছে। সকল সেনানায়কই নিজ নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করেছে, কেবল আমিই অলসভাবে মহারাষ্ট্রে অবস্থান কচ্চি। এক্ষণে মোগল-বাহিনী সজ্জিত হ'য়ে মহারাষ্ট্র-অভিমুখে অগ্রসর; সাজাদা মোয়াজেম ও মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই বিপুলবাহিনী সঞ্চালন ক'চ্চেন। দায়ুদখাঁর অধীনেও অসংখ্য মোগলসেনা মোগল-রাজ্য-রক্ষার্থ সতর্ক। মোগলদমন ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করেছি, সে কারণ অদ্য সুরাট যাত্রা কর্‌বো—কঠিন কার্য্য—আপনার পদধূলি ব্যতীত সুসম্পন্ন হবে না।

জিজা। বাবা, এখন আর মনোভাব তোমার নিকট গোপন কর্‌বো না! তুমি মার প্রাণের ব্যথা জানো না—কি কঠিন প্রাণে বার বার তোমায় বিদায় দিই, তা তুমি জানো না। আর কেন, আর আমার এ যন্ত্রণা কেন? নিত্য যুদ্ধ, নিত্য বীরগৃহে রোদনধ্বনি. আর কতদিন শুন্‌বো? তুমি আর কেন আমায় সংসারে আবদ্ধ রেখেছ? আমায় তুমি বিদায় দাও, আমি ভগবান রামদাস স্বামীর পদধূলি গ্রহণ ক'রে স্বামীর পাদুকা বক্ষে ল'য়ে অশান্ত হৃদয় শান্ত করি। তুমি ভবানীর বরপুত্র সত্য, কিন্তু আমার বালক, আমার অঞ্চল ধ'রে ক্রীড়া করেছ। তুমি যুদ্ধযাত্রা করো, আমার চক্ষের উপর কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য উদয় হয়! পক্ষীশ্রেণীর ন্যায় শত্রুর তীরে দিক্ আচ্ছন্ন, অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় শত্রুর গুলি চতুর্দ্দিকে নিপতিত! চতুর্দ্দিকে শত্রুশ্রেণী তোমায় বেষ্টন করে গর্জ্জন ক'চ্চে! পলে পলে মনে হয়, কোন্ নিষ্ঠুর করে তুমি আহত হবে, কোন্ গুলি তোমার বক্ষ ভেদ কর্‌বে। বাবা, এ সকল দুঃস্বপ্ন আর কতদিন দেখ্‌বো? মা ভবানী আমায় কতদিনে মুক্তি প্রদান কর্‌বেন!

শিবাজী। মা তোমার পদধূলি গ্রহণ ক'চ্চি; তুমি বীরমাতা, আমার বিপদ-আশঙ্কা কি নিমিত্ত করো?

জিজা। শিব্বা, বীরমাতা কি মাতা নয়? বীরমাতা কি পুত্র গর্ভে ধরেনি? পুত্র কি তার স্তনপান করে নি? পুত্র কি তারে মা ব'লে ডাকে নি? বীর মাতার কি হৃদয় পাষাণ? যাও বৎস, জন্মভূমিকে স্মরণ ক'রে অনেক সহ্য করেছি, আরও সহ্য কর্‌বো। বিধাতা বুঝি আমায় সৃষ্টি ক'রে দেখ্‌ছেন যে মারহাট্টা জননীর হৃদয় কত কঠিন। —যাও, যুদ্ধে জয়ী হও। তোমার কার্য্য তুমি করো, বারবার আমার আজ্ঞা গ্রহণ প্রয়োজন নাই। যেদিন ছত্রপতি হ'য়ে সিংহাসনে বস্‌বে,

সেইদিন মা ব'লে আবার আমায় ডেকো, নচেৎ ভবানী-সেবায় নিযুক্ত থাক্‌বো।

শিবাজী। মা, আমি শম্ভাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, তারে শিক্ষার্থে পানালা দুর্গাধিপতির নিকট রেখে যাবো। দিল্লী হ'তে কু-শিক্ষা ল'য়ে এসছে, গৃহে থাক্‌লে আদরে আদরে নষ্ট হবে।

পুতলা। প্রভু, শিক্ষার্থে কোথায় নিয়ে যাবেন? কেবল কঠোর শিক্ষা, শিক্ষা নয়। কঠোর শিক্ষায় অস্ত্রধারী হ'তে পারে, কঠোর শিক্ষায় সৈন্যচালন কর্‌তে পারে, কঠোর শিক্ষায় যুদ্ধজয় কর্‌তে পারে, কিন্তু পূর্ণ শিক্ষা হয় না, চরিত্র গঠন হয় না, হৃদয় প্রস্ফুটিত হয় না। বালকের প্রথম শিক্ষা মার মুখে, মার নিকট হ'তে কোথায় শিক্ষা দিতে ল'য়ে যাবেন? মায়ের স্নেহপূর্ণ শিক্ষা ব্যতীত বালক কোথায় ভক্তি শিক্ষা কর্‌বে? মাতৃভক্তি ব্যতীত কিরূপে জন্মভূমির ভক্তি লাভ কর্‌বে? কিরূপে স্বধর্ম্মীকে ভ্রাতৃপ্রেমে আলিঙ্গন কর্‌তে শিখ্‌বে? মোগলসৈন্যে অনেক কঠোর যোদ্ধা আছে, তারা কুলাঙ্গার, স্বদেশদ্রোহী, স্বধর্ম্মদ্রোহী, বিধর্ম্মীর ক্রীতদাস। এরূপ কঠোর শিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষিত হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ! মাতৃ-শিক্ষা ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা কদাচ হবে না, চরিত্রের পূর্ণতা কদাচ লাভ কর্‌বে না। প্রভু, আমার মিনতি, শম্ভাকে কদাচ স্থানান্তরে ল'য়ে যাবেন না।

শিবাজী। পুতলা, তোমার এ কি নূতন শিক্ষা? তুমি ত কখনো আমার ইচ্ছার প্রতিরোধ কর্‌তে না? তুমি আমাকে অভ্রান্ত বলো; সন্তানের মমতায় আজ আমায় কেন ভ্রান্ত বিবেচনা কচ্চো?

পুতলা। রাজকার্য্য মহারাজের, সেজন্য রাজ-ইচ্ছা কখনো প্রতিরোধ করি নাই; কিন্তু পুত্রের শিক্ষা-ভার পিতা-মাতা উভয়ের। শম্ভার

শিক্ষায় আমাদেরও দায়িত্ব আছে, আমাদেরও কর্ত্তব্য আছে। মনে-জ্ঞানে যা শ্রেয়ঃ জানি, শ্রীচরণে নিবেদন করেছি। রাজ-ইচ্ছায় বাধা প্রদান করি নাই, সে অধিকার দাসীর নাই।

শিবাজী। পুতলা, চিন্তা দূর করো, বিনা আয়াসে শিক্ষিত পুত্র ঘরে ব'সে পাবে। (সইবাইয়ের প্রতি) সই, তোমরা শম্ভাকে ল'য়ে ভবানীর মন্দিরে এসো।

প্রস্থান।

শম্ভাজী। ঠাকুমা, আমি পানালায় যাবো না।

জিজা। ছিঃ, তোমার পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে আছে? চলো— আমিও তোমাদের সঙ্গে ভবানীর মন্দিরে যাই।

[জিজাবাই ও শম্ভাজীর প্রস্থান।

পুতলা। দিদি, মহারাজ কেন কঠিন হলেন?

সই। ছিঃ কাঁদিস নে! পানালা আর কত দূর? শম্ভা কি সেথায় চিরদিন থাকবে?

নেপথ্যে। জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

সই। শোন্ শোন্, প্রজার জয়ধ্বনি শোন্, বোধ হয় জয় সংবাদ এসেছে।

(জিজাবাইয়ের পুনঃ প্রবেশ)

জিজা। মা, এতদিনে বোধ হয়, মা ভবানী আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। শিব্বা আমার ছত্রপতি হ'য়ে সিংহাসনে বসবে।

সই। সে কি মা, এই ত যুদ্ধের উদ্যোগ হচ্ছিল?

জিজা। না, বাদ্‌সা দূত প্রেরণ ক'রে শিব্বার সহিত সন্ধি করেছেন। সেই সন্ধিতে মহারাষ্ট্র স্বাধীন রাজ্য ব'লে বাদ্‌সা স্বীকার করেছেন।

সই। মা, বাদ্‌সার সহসা এ পরিবর্ত্তন কি নিমিত্ত হলো?

জিজা। বাদ্‌সা, সাজাদা মোয়াজেমকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার ক'রে আর তাঁব সহিত রাজপুতবীর যশোবন্তসিংহকে যুদ্ধে প্রেরণ করে-ছিলেন। হঠাৎ বাদসার মনে সন্দেহ হয়, যে সাজাদা ও যশোবন্ত সিংহ মিলিত হ'য়ে বিদ্রোহের স্থচনা কচ্চেন। এই উভয়ের দমনের নিমিত্ত বাদ্‌সা শিব্বার সহিত সন্ধি কবেছেন। এখন বোধ হয়, মহারাষ্ট্রে কিছুদিনের জন্য শান্তি স্থাপন হলো।

সই। বুঝি সেই জন্যই প্রজারা জয়ধ্বনি কচ্চে।

জিজা। সেই জন্যও বটে আর বিশেষ রামদাস স্বামী গাগা ভট্টরাজকে শিব্বার "ছত্রপতি" অভিষেকের নিমিত্ত পাঠিয়েছেন। শিব্বা আমার ভবানীব কৃপায় ছত্রপতি হবে। মা, তোমায় তার বামে দেখে জীবন সার্থক করবো।

পুতলা। মা, আমার শম্ভা রাজ্যাভিষেক দেখ্‌বে না?

জিজা। তোমার শম্ভা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে।

পুতলা। দিদি, দিদি, কি আনন্দের দিন! মা, আমি ফুল তুলে আনিগে, আমিও তোমার সঙ্গে আজ ভবানী পূজা করবো। অঞ্জলী দিতে শিখিয়ে দিও।

জিজা। চল মা, আমরা সকলে কুসুম চয়ণের জন্য যাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।*

—•:*:•—

রাজপথ।

রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ।

কর্ম্মচারী। ছত্রপতির অভিষেক, সকলে আনন্দ করো, নগরে আনন্দোৎসব হোক, জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

[ঘোষণা দিয়া প্রস্থান।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ম লোক। চল্ চল্, একদিকে সোণা একদিকে মহারাজ ওজন হবেন—চল্ চল্ সকলের দেখ্‌বার ব্যবস্থা আছে।

২য় লোক। ওজন দেখে কি কর্‌বি! দেখ্‌বি চল—রাজভাণ্ডার খুলে দিয়েছে—দীন দরিদ্র সব লুটে নিচ্চে।

৩য় লোক। ওঃ!—ব্রাহ্মণেরা যে হীরা-মুক্তো কত কি পেয়েছে—কি বল্‌বো।

৪র্থ লোক। যদি দেখ্‌তে চাস্ ত দেখ্‌বি, যখন মহারাজ স্বহস্তে বীরদের স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ উপহার প্রদান কর্‌বেন। যারা যুদ্ধে মৃত, তাদের পরিবারেরা অদৈন্য হবে।

৫ম লোক। আরে, রঙ্গভূমি দেখ্‌বি চল্—মল্লযুদ্ধ, লক্ষ্যভেদ, অশ্ব-সঞ্চালন প্রভৃতি কত রকম বল-পরীক্ষা হবে, দেখ্‌বি চল্।

৬ষ্ঠ লোক। আমি তুকারামের কীর্ত্তন শুন্‌তে যাই।—আহা কি মিষ্টি, হৃদয় দ্রব হ'য়ে যাবে!

সকলে। আনন্দের দিন—আনন্দের দিন—মহারাজ শিবাজীর অভিষেক। জয় হিন্দুকুলতিলক মহারাজ শিবাজীর জয়!—জয় বীর-চূড়ামণি শিবাজীর জয়!—জয় মাতৃভূমিবৎসল শিবাজীর জয়!—জয় মহারাজ শিবাজীর জয়!—জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

(নাগরিকাগণের প্রবেশ)

সকলের গীত।

জাগ্রত ভারত পুণ্যবতী।
শিব শিব শিবাজী ছত্রপতি॥
ধূপ-গন্ধে দশদিশা আমোদিত,
বেদধ্বনি ঘন গগনে সমুত্থিত;
গৈরিক ধ্বজা উড়ে ভীত শত্রুচিত,
বীর-গাথা কবি-কণ্ঠে তরঙ্গিত।
ঘোর তিমির দূর হেরি ত্রিযাম্পতি।
বিমল সনাতন বিভাসে জ্যোতি॥

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

শিবাজীর দরবার।

সিংহাসনোপরি শিবাজী।

শিবাজী, মোরোপন্ত, সভাসদ্গণ এবং অন্যান্য রাজপ্রতিনিধি ও বণিকপ্রতিনিধিগণ।

মোরোপন্ত। ছত্রপতি, বাদ্সা আলমগীর মণি-মুক্তা-হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তরমালায়-"ছত্রপতি শিবাজী"-লিখিত এই রাজমুকুট প্রেরণ করেছেন, দৃষ্টি করুন। সম্রাট-প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত।

শিবাজী। সম্রাট প্রতিনিধির যোগ্য আসন প্রদান করুন। এই বহু-

মূল্য মুকুট, পর্ব্বতবাসী-মহারাষ্ট্র-মস্তকে শোভা পায় না, মুকুট ভাণ্ডারে রক্ষিত হোক।

মোরো। ছত্রপতি, গোলকোণ্ডা বিজাপুর ও কর্ণাটরাজের প্রতিনিধিগণ বহুমূল্য উপহার ল'য়ে সমাগত।

শিবাজী। প্রতিনিধিগণের সাদর অভ্যর্থনা করুন।

মোরো। জিঞ্জিরার সিদ্ধিগণ রাজ-উপহার প্রেরণ করেছেন।

শিবাজী। সিদ্ধি-প্রতিনিধির যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করুন।

মোরো। ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বণিকগণ নজর ল'য়ে উপস্থিত।

শিবাজী। আদরের দ্রব্য—আদরে গৃহীত হোক।

মোরো। বোম্বাই হ'তে ইংরাজ-বণিক নজর ল'য়ে দণ্ডায়মান।

শিবাজী। ইংরাজ-বণিকের অতি সৌজন্য, দণ্ডায়মান কি নিমিত্ত, আসন প্রদান করুন।

মোরো। সকল স্থান হ'তে চৌথ প্রদত্ত হয়েছে।

শিবাজী। অভিষেক-দিনে সুহৃদ্‌গণ সুহৃদের কার্য্যই করেছেন।

মোরো। ছত্রপতির অভিলাষ, সমাগত মহাশয়গণ ছত্রপতির অভিষেক উপলক্ষে একপক্ষ মহারাষ্ট্রের অতিথি হ'য়ে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুন।

সকলে। জয় মহারাজ শিবাজীর জয়!

ইংরাজ। পেশোয়াজি, হাম্ লোকের হুকুম হয়—কুঠি ফিরি।

মোরো। কেন সাহেব? আপনারা কার্য্যপ্রিয়, কিন্তু একপক্ষ অবস্থানে কার্য্যহানি হবে না।

ইংরাজ। আমরা রুটি-পনির খাই, পুরি-মিঠাই-খাইলে জিব জড়ায়, গোস্ত্ না খাইলে বাঁচিবে না। হেতায় মছ্‌লি ভি চলিবে না, fortnight হেটায় থাকিলে starve করিবে।

মোরো। কেন সাহেব, মহারাষ্ট্র অতিথি-সৎকারে পরাঙ্মুখ নয়.; যে জাতির যে দ্রব্য ভোজ্য, সমস্তই প্রস্তুত হয়েছে। তবে যে জাতিরা মাংসাহারী, তাদের জন্য ছাগমাংসের আয়োজন হয়েছে।

ইংরাজ। S's Blood! Stiff goat's meat, no help!

(রামদাস স্বামীর প্রবেশ)

(শিবাজীর সিংহাসন হইতে উত্থান)

রাম। বৎস, সিংহাসন ত্যাগ ক'রো না, ছত্রপতির নিষেধ।

শিবাজী। গুরুদেব, স্মরণ করুন, দাস আপনার প্রতিনিধি মাত্র রাজপ্রাসাদে সন্ন্যাসীর গৈরিক-পতাকা উড্ডীয়মান।

রাম। বৎস, আমি বৈদিক সন্ন্যাসী, তুমি রাজসন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী, কিন্তু তোমার ন্যায় সর্ব্বত্যাগী কে? আমি এই হিন্দু-রাজ-অভিষেকের দিন, হিন্দু-রাজসভায় শাস্ত্রমর্ম্ম উচ্চ-কণ্ঠে প্রকাশ ক'চ্চি, যে, যে মহাপুরুষ মাতৃমন্ত্রে-দীক্ষিত, তারই মন্ত্র সফল—যে জন্মভূমি-ভক্ত তারই ভক্তি সফল—যে জন্মভূমির নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগী তারই ত্যাগ সফল! মহারাজ, যদিও তুমি ছত্রপতি, কিন্তু আমার গৈরিক বস্ত্রের ন্যায় তোমার রাজমুকুট ত্যাগব্যঞ্জক—তোমার উচ্চ ত্যাগ, তোমার আত্মবিসর্জ্জন। তুমি তোমার নও, তুমি হিন্দুর, হিন্দুর নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগী। 'জননী জন্মভূমি' তোমার মন্ত্র, সেই মন্ত্রে কঠোর সাধনে সিদ্ধ হয়েছ। তোমার সম্পদ হোক—বৈভব হোক, এ আশীর্ব্বাদে তুমি তৃপ্ত হবে না, তোমার যোগ্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় বাল্যাবধি জননী মাতৃভূমির পূজা কর্‌বে—খরাসনে অর্দ্ধাশনে অনশনে অনলস হ'য়ে যে জন্মভূমির পূজা কর্‌বে—মাতৃভূমি-রক্ষার্থে যার অসি সর্ব্বদা

উন্মুক্ত থাক্‌বে—মাতৃভূমির সন্তানগণ যার জীবন অপেক্ষা প্রিয় হবে—যে মাতৃভূমে ধর্ম্মরক্ষা, গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা—বর্ণাশ্রম-রক্ষার জন্য বক্ষের শোণিতদানে প্রস্তুত হবে, সে তোমার ন্যায় ছত্রপতি হ'য়ে মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল কর্‌তে সক্ষম হবে! সকলে জয়ধ্বনি করো,—জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

সকলে। জয় ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রায়গড়—শিবাজীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

শিবাজী ও সইবাই।

শিবাজী। যখন আমি হিন্দুরাজ্য-সংস্থাপনের প্রথম উদ্যম করি, আমি পিতৃ-আদেশে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত, এই ধারণায় বিজাপুরের সুলতান পিতার উপর ক্রুদ্ধ হ'ন, কৌশলে তাঁরে কারাবদ্ধ করেন, এবং আমি ক্ষান্ত না হ'লে সেই কারাগারে বায়ু-প্রবেশের-পথ রুদ্ধ ক'রে পিতার প্রাণবধ করবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করেন।

সই। মহারাজ দাসাকে আশ্বাস প্রদান করো,—তোমার মুখচন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন দেখে আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্চে। সেই পূর্ব্ব ঘোর বিপদের কথা কেন উত্থাপিত ক'চ্চো? আবার কি সেইরূপ কোন বিপদ উপস্থিত?

শিবাজী। হাঁ—সেই বিপদ সময়ে তোমার সহিত পরামর্শ করি, তুমি তেজস্বিনী মহারাষ্ট্র-রমণীর ন্যায় আমায় উপদেশ প্রদান করো, যে, পিতৃদেবের প্রাণ-সংশয়—তাঁর রক্ষার উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু জন্মভূমির কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। আমি সে শ্রেয়ঃকার্য্য পরিত্যাগ কর্‌লে পিতৃদেব তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ কর্‌তেন, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি এরূপ সঙ্কট সময়েও মাতৃভূমির কার্য্য পরিত্যাগ করি নাই। এক্ষণে আবার সেইরূপ সঙ্কট, তোমার কিরূপ উপদেশ বলো?

সই। মহারাজ, তোমার বিজয়-ডঙ্কা চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হ'চ্চে, বিজাপুর বিচ্ছিন্ন, স্বয়ং বাদ্‌সাও দমিত।

শিবাজী। আমি বাল্যকাল হ'তে বিপদে বর্দ্ধিত, শত্রু সংঘর্ষণ আমার জীবন, কিন্তু সে বহিশত্রু—হৃদয়ের শত্রু নয়। আমার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হয়েছে, তোমার হৃদয়েও বজ্রাঘাত কর্‌বো, প্রস্তুত হও।

সই। কি, কি, শম্ভুর কি কোন অকল্যাণ হয়েছে?

শিবাজী। না, শম্ভু জীবিত। পুত্র জন্মগ্রহণ করে, পিতামাতা বর্ত্তমানে কালগ্রাসেও পতিত হয়, এ ত সামান্য অশুভ; কিন্তু কুপুত্র, এ অপেক্ষা কঠিন শেলাঘাত আমার কল্পনায় উদয় হয় না! তোমার শম্ভু ব্যভিচারী, ব্রাহ্মণকন্যার সতীত্বহরণের চেষ্টা করেছে। কি নিদারুণ সংবাদ, এ অপেক্ষা শম্ভুর মৃত্যুসংবাদ কেন এলো না!

সই। রাজ্যেশ্বর, তুমি এই নিমিত্ত কাতর? কুপুত্র বড়ই যন্ত্রণা সত্য, কিন্তু সে যন্ত্রণা হ'তে পরিত্রাণের উপায় অতি সহজ, শাস্ত্র সম্পূর্ণ বিধি দিচ্চে, কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ পথপ্রদর্শন ক'চ্চে, কুপুত্র বর্জ্জন করো। মহারাজ তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হৃদয় আমার জন্য ব্যাকুল হয়েছে; আমার হৃদয়ে ব্যথা লাগ্‌বে, এই জন্য ব্যাকুল। ব্যথা পাবো সত্য,

কিন্তু আমি কি রাজসহধর্ম্মিণী নই? আমার হৃদয়ের কোমলতা রাজকর্ত্তব্যে বাধা প্রদান কর্‌বে, এই কি মহারাজের ধারণা? মহারাজ, তুমি আমার ইষ্টদেবতা, আমি তোমার চরণ স্পর্শ ক'রে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, রাজকার্য্যে কুলাঙ্গার শতপুত্রের মুণ্ডচ্ছেদ আমি স্বচক্ষে দেখ্‌তে প্রস্তুত।

শিবাজী। তোমার আমা অপেক্ষা বজ্রনির্ম্মিত হৃদয়। কি নিদারুণ বজ্রাঘাত! কেন রণস্থলে আমার মৃত্যু হয় নাই—কেন শত্রু-অস্ত্র আমায় স্পর্শ করে নাই—কেন শত্রুর গোলাগুলি আমা হ'তে অন্তরে পতিত হয়েছে! আমি ত সর্ব্বাগ্রে শত্রু আক্রমণ করি, শত শত ব্যক্তি আমার পার্শ্বে নিপতিত হয়, তবে আমার কেন পতন হ'লো না! কত কোটী জন্মের সঞ্চিত ফলে এই নিদারুণ দণ্ড!—সই, সই, কি হলো!

সই। মহারাজ, শম্ভা তোমার একমাত্র পুত্র নয়। শম্ভা আমার একমাত্র পুত্র, আমি কাতর নই; তুমি কেন এরূপ ব্যাকুল হ'চ্চো? তোমার রাজারাম, চন্দ্রের ন্যায় কলায় কলায় বর্দ্ধিত, পূর্ণকলায় মহারাষ্ট্র আলোকিত কর্‌বে।

শিবাজী। তুমি পাষাণ—বজ্রে নির্ম্মিত—অথবা তুমি জাননা, পুত্রের উপর পিতার কি আশাভরসা স্থাপিত! আজীবন কঠোর আয়াস-সাধ্য অর্জ্জন কার জন্য করে—কার জন্য দুর্দ্দম শত্রুদমন ক'রে রাজ্য-স্থাপন করে—কার জন্য বৈভব—মরণে কার পিণ্ড-প্রয়াসী? অহো আমার বংশে কুলাঙ্গার—আমার বংশে কুলাঙ্গার!

সই। মহারাজ, তোমার পুত্র কে? তুমি আপনার জন্য কি কার্য্য করেছ? তোমার বৈভব কোথায়? তুমি তোমার নও, তবে তোমার পুত্র কে? তুমি তোমার মাতৃভূমির—তোমার সিংহাসন

মাতৃভূমির—তোমার বৈভব মাতৃভূমির! তোমার ন্যায় যে মাতৃভূমির কার্য্যে ব্রতী, সেই তোমার উত্তরাধিকারী—শত সহস্র মহারাষ্ট্রবীর, যারা তোমার ন্যায় মাতৃভূমির কার্য্যে নিষ্ঠ, তারা তোমার উত্তরাধিকারী—মাতৃভূমিতে উপযুক্ত পুত্রের অভাব নাই, সেই মাতৃভূমির বৈভবের অধিকারী! তুমি সর্ব্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী গুরুর শিষ্য, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিহার করো। কাতর হ'য়ো না, রাজার ন্যায় দুর্জ্জনের দণ্ড বিধান করো।

শিবাজী। সত্য! পিতার সঙ্কটে তোমার উপদেশ গ্রহণ ক'রেছিলেম। সকল কর্ম্মচারীদের অনুরোধ, প্রাণদণ্ড করবো না, কিন্তু পানালা দুর্গে বন্দী-অবস্থায় অবস্থান করবে; বিশুদ্ধচেতা জনার্দ্দনপন্ত তার কারারক্ষক নিযুক্ত করবো। দেখি, যদি সৎসঙ্গে অসৎ-হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়। এ বিষম সমস্যার স্থল, রাজ্য কা'কে দিয়ে যাবো? শম্ভাজী জ্যেষ্ঠ-পুত্র, যদি তার পরিবর্ত্তে কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, ভবিষ্যতে সিংহাসনের জন্য জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠে দ্বন্দ্ব হবে—গৃহবিবাদে রাজ্য বিচ্ছিন্ন হবে; কিন্তু ব্যভিচারীকে কিরূপে সিংহাসনে স্থাপিত করবো? কঠিন মনোবেদনা সহ্য করতে আমি প্রস্তুত; কিন্তু নবস্থাপিত হিন্দুরাজ্য উৎসন্ন হবে, এ চিন্তা হৃদয়ে উদয় হওয়া অপেক্ষা আমার নরক-যন্ত্রণা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। মহারাজ, রাজমাতা কুমার রাজারাম ও মধ্যমা রাণীমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে খ্যাপা মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হ'য়েছেন।

সই। খ্যাপা মহাদেব কি?

শিবাজী। নগরপ্রান্তে ঘোর শ্মশানভূমে এক মহাদেব আছেন, যে তাঁর পূজা করে, সবংশে নিপাত হয়। বার বার চেষ্টায় তাঁর মন্দির

সংস্কার কর্‌তে পারি নাই, সংস্কার মাত্রেই ভয় হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁকে পূজা ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সেই মন্দিরে মা উপস্থিত হয়েছেন, এ সংবাদে আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্চে।

সই। শ্মশানেশ্বরের মন্দির।

পরি। মহারাজ, আমাদেরও হৃদ্‌কম্প হ'চ্চে। তিনি মহারাজকে আর রাণীমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌তে ডেকেছেন। আমি ছোট রাণীমাকে সংবাদ দিয়েছি, আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে তাঁর পরিচর্য্যায় ফিরে যেতে নিষেধ ক'রেছেন। মহারাজ, মাকে ঘরে আনুন।

[প্রস্থান।

শিবাজী। তোমরা শীঘ্র প্রস্তুত হ'য়ে এসো, মা বুঝি আমাদের মমতা পরিত্যাগ ক'রে সেই ভীষণ দেবমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন।

[শিবাজীর প্রস্থান।

(পুতলার প্রবেশ)

পুতলা। দিদি, দিদি, পরিচারিকা সংবাদ দিলে, মা শ্মশানভূমে শিবমন্দিরে এসেছেন; আমাদের আশীর্ব্বাদ করবার জন্য সেখানে যেতে বলেছেন। শুনেছি যারা সংসারবিরাগী, সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে এই শিবপূজা করে; আর কারো তাঁর পূজার অধিকার নেই। দিদি যখন বজ্রাঘাত হয়, তখন কি উপর্য্যুপরিই বজ্রাঘাত হয়? মা কি আমাদের ছেড়ে যাবেন? তাহ'লে মহারাজের ঘোর সন্তপ্ত হৃদয় কে শীতল কর্‌বে দিদি?

সই। মহারাজ কি তোরে কোন নিদারুণ সংবাদ ব'লেছেন?

পুতলা। না দিদি, কিন্তু তুমি ত জানো, মহারাজের সঙ্গে আমার অস্তিত্ব—আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই! যখন তিনি ব্যথা পান—আমার প্রাণেও সে ব্যথা বাজে! মহারাজের হৃদয় ঘোর অশান্তি পূর্ণ—আমার হৃদয়ও অস্থির!

সই। পুতলা, স্থির হ'য়ে শোন,—তুই বড় ভগ্নীর মতন আমায় চিরদিন দেখিস্, তুই আমার কাছে সত্য কর্—আমার একটী অনুরোধ রাখ্‌বি ?

পুতলা। দিদি, আমি তোমার দাসী. তুমি কি আজও মনে করো, যে তোমার এমন কোন কথা আছে যে আমি রাখ্‌বো না ?

সই। পুতলা, ভেবেছিলেম এ নিদারুণ কথা তোরে ব'লবো না, এ দারুণ বেদনা তোর প্রাণে আমি দেবো না। দিদি, আমি রাজরাণী, রাজার সহধর্ম্মিণী—রাজকার্য্য অতি কঠিন, সে কঠিন কার্য্যে তার সহধর্ম্মিণী, কিন্তু আমি রমণী ভিন্ন আর কিছুই নই। আমি পুত্র গর্ভে ধ'রেছি, রাণী হ'য়েও ত মার প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। শম্ভা আমার রাজকোপে পতিত, রাণীর কোপেও পতিত, জননীর কোপে নয়, শত অপরাধী পুত্রের ত জননীর নিকট অপরাধ নাই, মার প্রাণ ত বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই !

পুতলা। দিদি, দিদি, বলো— শম্ভা কি করেছে ?

সই। শম্ভা ব্যভিচারী, ব্রাহ্মণ-কন্যার উপর অত্যাচার ক'রেছে। তার কারাদণ্ড হ'য়েছে, তার আর ত্রিসংসারে কেউ থাকবে না, তুই তারে দেখিস্।

পুতলা। দিদি—

সই। পুতলা তুই অধীর হোস্ নে। শম্ভাকে তুই সূতিকাগারে কোলে নিয়েছিলি, শম্ভা তোর ; তোর শম্ভা তোকেই সমর্পণ ক'রে যাবো। তোর সাধ, শম্ভাকে রাজসিংহাসনে দেখে তুই মহারাজের [illegible] যাবি ; মা ভবানীর প্রসাদে তোর সাধ পূর্ণ হোক।

পুতলা। দিদি, তুমি কেন ভাব্‌ছ ? আমার মন বলছে, আমি শম্ভাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজার হাত ধ'রে চ'লে যাবো।

সই। তোর সাধ পূর্ণ হবে, আমার সাধও পূর্ণ হয়েছে। রাজ্যেশ্বরের বামে বসেছি, আর আমার সাধ নাই। আমার হৃদয় ভগ্ন—ভগ্ন হৃদয়ে আর কতদিন দেহভার সহ্য হবে! পুতলা, এতদিন তোর আমার আনন্দেই আনন্দ ছিল, আর আমার পতিপুত্র তোরে অর্পণ করলেম, আজ হ'তে আমার পতিপুত্র তোর। চল্, মা ডেকেছেন, মার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিগে।

পুতলা। দিদি, তুমি যদি জান্‌তে, তুমি মহারাজের বামে বস্‌লে আমার কি আনন্দ—যুগলদর্শনে আমার কি অপূর্ব্ব ভাব—মহারাজ তোমার, তোমার পুত্র রাজ্যের অধিকারী, এই ভাব-সাগরে আমি দিবারাত্র সন্তরণ করি, এ আমার কি আনন্দধাম—আমি দিবারাত্র কি আনন্দধাম-বিহারিণী—আমি কি সুখ-স্বপ্নে নিমগ্ন, তাহ'লে তুমি নিষ্ঠুর হ'য়ে বল্‌তে না, স্বামী-পুত্র তোরে দিলুম। আমি কে, আমি ত কেউ নই, পতির প্রাণে আমার প্রাণ, পতির জীবনে আমার জীবন।

সই। পুতলা, মা বলেন, তুই ভবানীর নায়িকা; সত্যই তুই নায়িকা। চল—মার পাদপদ্মে প্রণাম করিগে। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

——o——

রায়গড়—শ্মশানস্থ শিব-মন্দির।

জিজাবাই, শিবাজী, সইবাই ও পুতলাবাই।

জিজা। শিব্বা, আমার জীবনের বাহ্যিক বৃত্তান্ত তুমি জানো,—কিরূপে হোরির দিন বাল্যক্রীড়ায় আমার বিবাহের সূচনা, কিরূপে স্বামীর প্রতি আমার পিতার বিরাগ, কিরূপে স্বামীর সহিত আমার

পিতায় যুদ্ধ, কিরূপে গর্ভাবস্থায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, কিরূপে পিতার বন্দী, কিরূপে নানাস্থানবাসী, কিরূপে দিবারাত্র রণ কোলাহল শ্রবণ, এ সকল তুমি স্বর্গীয় দাদোজী কোণ্ডের নিকট অবগত। অনশন, অর্দ্ধাশন, নানাস্থান ভ্রমণ, গর্ভবাসেই তোমার অভ্যস্ত। তোমায় ভবানীর বরপুত্র বলি কেন, তা জানো না! আমি যখন পিতৃগৃহে বন্দী, আমি মা শিবাই দেবীর মন্দিরে দিবারাত্র অতিবাহিত কর্‌তেম,—'সুপুত্র হোক' দিবারাত্র আমার কামনা ছিলো। একদিন মন্দির-অভ্যন্তরে নিদ্রিত, স্বপ্নে দেবদেব মহাদেব আমার নিকট উপস্থিত। দেবদেব বল্‌লেন,—"জিজা, আমি তোর প্রতি প্রসন্ন, আমি ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য তোর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবো, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত আমায় চক্ষুর অন্তর ক'রো না, তারপর মাতৃস্নেহে আমার কার্য্যে বাধা প্রদানে বিরত থেকো। পুত্রকে ছত্রপতি দেখে শিবলোকে গমন কর্‌বে।" শিবাই দেবীর নামে তোমার নাম শিবা; কিন্তু বাবা, তুমি যে হও, আমার পুত্র, পুত্রের কার্য্য করো। দেবদেবের আদেশ-অনুসারে তোমায় লালন পালন করেছি, শত শত বার অতি দুষ্কর কার্য্যে মমতাশূন্য হ'য়ে তোমায় বিদায় দিয়েছি, আমার কার্য্য অবসান। তোমায় ছত্রপতি দেখেছি, আমার সাধ পূর্ণ; এখন দেবদেবের শেষ আদেশ পালন করবো। তিনি প্রতিশ্রুত আছেন, শিবলোকে আমায় স্থান দেবেন। আমি প্রায়োপবেশন ক'রে দেহত্যাগের বাসনায় দেবদেবের শরণাপন্ন হয়েছি। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো, আমার পরম কার্য্যে বাধা দিয়ো না।

শিবাজী। মা—মা—

জিজা। আর তোমার মা নই। যতদিন তোমায় ছত্রপতি দেখি

নাই, ততদিন তোমার মা ছিনুম, আজ হ'তে দেবদেবের কিঙ্করী। তোমার দেবকার্য্যে বাধা দিই নাই, মা ব'লে আমার দেবকার্য্যে বাধা দিও না। তুমি 'মা' ব'লে ডাক্‌লে, আমি দেব-আজ্ঞা পালন কর্‌তে পার্ব্বো না।

শিবাজী। মা, কঠোর কার্য্যে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে!

জিজা। সই, পুতলা, দেবদেবের কৃপায় তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক্।

সই। মা, আপনার আশীর্ব্বাদে ত আমার সাধ অসম্পূর্ণ নাই! আমি ছত্রপতির বামে ব'সেছি; কিন্তু মা, আমি চিরদিনই তোমার দাসী। ঈশ্বরী-সেবা দাসীর চিরদিনই কার্য্য, সে কার্য্যে মা আমায় বঞ্চিতা করতে পারবে না। তুমি দেবদেবের শরণাগতা, আমি যেদিন থেকে তোমার গৃহে এসেছি, সেইদিন থেকেই তোমার শরণাগতা। তোমার দেবকার্য্য তুমি সাধন করো, কিন্তু দাসীকে দাসীর কার্য্যে বঞ্চিতা কর্‌তে পারবে না।

পুতলা। মা, শম্ভা তোমার পদধূলি পায় নাই, আমার অঞ্চলে পদধূলি দাও, আমি তার মাথায় দেবো। এই পদধূলি প্রভাবে তার মাথায় মুকুট শোভা পাবে।

(লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মা, আমিও তোমার পুত্রবধূ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ করো।

জিজা। মা, তোমার প্রতীক্ষাই কর্‌চি, আমার জীবনের অমূল্য রত্ন তোমার নিকটে রেখে যাই, সেই রত্ন তুমি হিন্দুরমণীর ঘরে ঘরে বিতরণ করবে—এই ভার তুমি গ্রহণ করো। আমার সেই অক্ষয় রত্ন মাতৃভূমির অনুরাগ, বিতরণে শেষ হবে না; প্রতিগৃহে সেই অনুরাগ বিতরণ করো। ঘরে ঘরে ব'লো হিন্দুরমণী মা

জানকীর ন্যায় চিরদুঃখিনী—দুঃখপসরা আজীবন বহন করতেই হিন্দু-রমণীর-জন্ম; কিন্তু হিন্দুরমণীর অতি উচ্চ কার্য্যের ভার—ভার সন্তানকে শিক্ষাপ্রদান—সন্তানের জীবন গঠন—সন্তানের হৃদয়ে জন্মভূমির অনুরাগবীজ রোপণ—স্নেহপূরিত সুশিক্ষায় সেই অঙ্কুরে বারিসিঞ্চন। ভার অতি কঠিন। এই দেবকার্য্যসাধন—হিন্দু-রমণীর জীবনের ব্রত; অনুষ্ঠান—আত্মবিসর্জ্জন, স্বার্থত্যাগ; ব্রতফল—দেব-কৃপায় শিব্বার ন্যায় জন্মভূমিবৎসল পুত্র লাভ!—যে মাতৃভূমি-বৎসল পুত্রের জন্মে পৃথিবী পবিত্র, বায়ু পবিত্র—যার যশঃ-সৌরভ দশদিক ব্যাপ্ত—যার জলপিণ্ড-প্রদানে পিতৃলোক আনন্দিত, স্বাধীনতা যার রাজলক্ষ্মী, সেই কুলতিলক পুত্র লাভ হবে। মা, ঘরে ঘরে হিন্দুরমণীকে এই মহাব্রতরূপ অমূল্য রত্ন দিয়ো। তোমার মনস্কামনা দেবদেব পূর্ণ করুন।

লক্ষ্মী। মা, তোমার এই অমূল্য রত্নের আমিও অধিকারী; মাতৃহীন অনাথ আমার পুত্র, মাতার ন্যায় তাদের দীক্ষিত করবো। তোমার আজ্ঞা পালন করবো, তোমার এই উপহার দেশে দেশে বিতরণ করবো, যতক্ষণ বাঙ্‌নিস্ফুরণ হবে, যতদিন অজপা না রুদ্ধ হবে, ততদিন এই রত্ন বিতরণ আমার সমাপ্ত হবে না।

জিজা। সকলে আমাকে বিদায় দাও।

(সকলের প্রণাম করণ ও জিজাবাইএর মন্দিরদ্বার বন্ধকরণ)

শিবাজী। তোমরা গৃহে যাও, আমি এই শ্মশানভূমে মার প্রহরী।

সই। মহারাজ, পদধূলি দিন।

শিবাজী। রাণী আমি বুঝেছি, আমার সকল সহ্য হবে। কঠিনা জননী কঠিন পুত্র প্রসব করেছে, শত বজ্রাঘাতে তাহার হৃদয়ে ব্যথা লাগে না। পুতলা, কার্য্যের জন্য আমার জীবনধারণ, আমার কার্য্যে

যাবো। আমার একটী কার্য্যভার তোমায় দিই, সইকে তুমি দেখো। কঠিন স্বামীর হস্তে বিধাতা সইকে অর্পণ করেছেন. তুমি ভিন্ন তাকে দেখ্‌বার আর কেউ রইলো না। (লক্ষ্মীবাইএর প্রতি) ভগ্নি, আমার ন্যায় তোমার অনেক কার্য্য! মা বিদায় দিয়েছেন, আমার পুরবাসিনীগণেরও ভার তোমার; তুমি এদের গৃহে নিয়ে যাও। রাজমাতা নাই, অবকাশ মত তত্ত্বাবধান ক'র্‌বো।

লক্ষ্মী। আমি চিরদিন রাজ-চরণে বিক্রীত। (সই ও পুতলাবাইএর প্রতি) দিদি, চলুন আমরা রাজপুরে যাই। মার ভার মহারাজের, আমাদের নয়; তবে কেন আমরা শ্মশানভূমে থাক্‌বো।

[শিবাজী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিবাজী। এখনও কার্য্য—কঠিন কার্য্য—মমতাবিহীন কার্য্য। কার্য্যের বিরাম নাই—মমতার স্থান নাই। আজ আমি মাতৃহীন! বাল্যাবধি-জীবনসঙ্গিনী সই বুঝি আমায় পরিত্যাগ করলে, আহা মর্ম্মাহত দুঃখিনী! শম্ভা—তুমি মাতৃঘাতী; তোমার কঠিন পিতা, পিতৃঘাতী হবার তোমার শক্তি নাই। সঙ্কট, আজীবন তুমি আমার সাথী—তুমি বন্ধু; তোমার আশ্রয়ে এই দারুণ হৃদয়-তাপ নিবারণ করবো। এসো, ঘোররূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হও, তোমার সেই ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি—আমার শান্তি। অপেক্ষা করো—মাতৃক্রিয়া সমাপ্ত ক রে দুর্গমে তোমার সহিত ভ্রমণ করবো।

(মোরোপন্তের প্রবেশ)

মোরো। মহারাজ, রাজমাতা—

শিবাজী। কৈলাসবাসিনী কৈলাসযাত্রা ক'রেছেন, তিনি মন্দির মধ্যে প্রায়োপবেশনে। কিন্তু পেশোয়াজি, আমরা সংসারে; সংসারের বার্ত্তা কি?

মোরো। মহারাজ, রাজ-আদর্শে আমরাও কঠিন, নচেৎ রাজমাতা অদর্শনে রাজকার্য্যে অপারক হ'তেম। গুরুতর সংবাদ এই, পর্ত্তুগিজ-জলদস্যুরা অকস্মাৎ সমুদ্রতীরস্থ নগর আক্রমণ ক'রে মন্দিরভঙ্গ করেছে, মস্‌জিদ ভঙ্গ করেছে, হিন্দু-মুসলমানের বালক-বালিকা হরণ ক'রে ক্রিশ্চান-ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রেছে। অত্যাচারে হিন্দু-মুসলমানেরা সশঙ্কিত। আপাততঃ পঞ্চশত মুসলমান সপরিবারে পলায়ন ক'রে নগরে উপস্থিত হ'য়েছে। জলদস্যুরা মস্‌জিদ ভঙ্গ করেছে, সমাধি খনন করেছে।

শিবাজী। তারা কোথায়—তাদের কেন নিয়ে আমার নিকট এলে না? আহা সন্তাপিত প্রজা আমার নিকটে এসে কতক শান্তিলাভ কর্‌তো।

মোরো। মহারাজ. এ হিন্দুর সমাধিভূমি।

শিবাজী। তাতে বাধা কি? প্রজা আমার পুত্র, এতে হিন্দু-মুসলমান নাই। তাদের মস্‌জিদ্‌ভঙ্গ হয়েছে, শিবমন্দির ভঙ্গের ন্যায় আমার প্রাণে ব্যথা লেগেছে, তাদের সমাধি খনন হয়েছে, আমার দেবস্থান কলুষিতের ন্যায় বোধ হ'চ্চে। আমি তাদের রক্ষাকর্ত্তা পিতা-স্বরূপ, আমি তাদের রক্ষা কর্‌তে পারি নাই, এই ক্রুটির জন্য তাদের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা কর্‌বো। তাদের প্রতি অত্যাচারের সমুচিত দণ্ড বিধান কর্‌বো। এই ভীষণ শ্মশানভূমে এই নিদারুণ অবস্থায় আমার প্রতিজ্ঞা, যে আরব্যসাগর অচিরে জলদস্যু-ভয়-রহিত হবে—জলে স্থলে সমান শাসন স্থাপিত হবে। যারা আমার প্রজাপীড়ক, তারা আমার পুত্রপীড়ক অপেক্ষা অমার্জ্জনীয় শত্রু। চলো, জগৎ দেখ্‌বে, মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপ স্থলে প্রবল, জলেও সেইরূপ দুর্দ্দমনীয়। মহারাষ্ট্র-নৌবল অচিরে নৌবলে-বলী পাশ্চাত্য শত্রুর ভয়

উৎপাদন কর্‌বে। চলো, আমি বিলম্ব কর্‌লে জননী কুপিতা হবেন। চলো—মন্দির রক্ষার্থ প্রহরী স্থাপিত হোক।

(রামদাসস্বামীর প্রবেশ)

াস। হেথায় প্রহরী আমি, তোমার অস্ত্রধারী প্রহরীর কার্য্য এখানে নাই।

বাজী। প্রভু, প্রভু, আমার বক্ষে পাদপদ্ম দিন, আমার হৃদয় অশান্তিপূর্ণ।

ম। বৎস, কার্য্যের নিমিত্ত তোমার জন্মগ্রহণ, কার্য্যই তোমার জীবন, কার্য্যই তোমার শান্তি। কার্য্যে গমন করো, আমারও কার্য্য উপস্থিত, আমায় কার্য্যের অবসর দাও।

[রামদাসস্বামীর মন্দিরে প্রবেশ এবং শিবাজী ও মোরোপন্তের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

া—আওরঙ্গজেবের মন্ত্রণাকক্ষ।

আওরঙ্গজেব ও জাফরখাঁ।

চঞ্চল হবো না? একি, এ পর্ব্বতদস্যু কি সত্য শয়তানি-বল-সম্পন্ন! দাক্ষিণাত্যে মহাবলশালী আদিলসাহি, নিজামসাহি, বসাহির সুলতানগণ, উত্তরে এই বিপুল মোগল-প্রতাপ, একাকা নাস্ত ক'রে স্থলে রাজ্য সংস্থাপন করেছে, সমুদ্রেও তার সমান াসন! পাশ্চাত্য-নৌবলে-বলী পর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ ভৃতি বণিকগণ, জল-যুদ্ধ-বিশারদ জিঞ্জিরার দুর্দ্ধর্ষ সিদ্ধিগণের হিত মিলিত হ'য়েও মহারাষ্ট্র-নৌবলে পরাজিত! আরব্যসাগর

মহারাষ্ট্রের অধিকারে! এ শত্রু যদি দমন করতে অক্ষম হই তা'হলে আমার দিল্লীর সিংহাসন বিফল—শাসন বিফল—মোগল বল মর্য্যাদাবিহীন। পুনঃ পুনঃ আমায় অপমানিত করতে এই সামান্য দস্যু সাহস ক'চ্চে, আমি প্রতিবিধানে অশক্ত। সেনাপতি দিলিরখাঁকে সংবাদ দিয়েছেন?

জাফর। সম্রাটের আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালিত হয়েছে। কিন্তু নিবেদন অবিরত রণব্যয়ে রাজকোষ শূন্য, সৈন্যেরা বেতন প্রাপ্ত হয় না রণ-শিবিরে আহার্য্য নাই। কৌশলী শত্রুর সহসা আক্রমণে দিন দিন বলক্ষয়।

আও। তারপর—

জাফর। সমস্ত বিবরণ গোলামের নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

আও। আপনার অভিপ্রায়—যুদ্ধে ক্ষান্ত হবো?

জাফর। সাহানসা, মন্ত্রীরা স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে মন্ত্রণা প্রদান করে কার্য্য সম্রাটের ইচ্ছা।

আও। হাঁ—কার্য্য আমার ইচ্ছারই হবে।

(দিলিরখাঁর প্রবেশ)

আসুন খাসাহেব। একদিন আমাদের তর্ক হয়, হিন্দুরা যে কা[ফের] আপনি অস্বীকার করেন; অবস্থা শুনুন, এতে আপনার ম[ত] পরিবর্ত্তন হয় কি না জানি না। আমরা রাজকার্য্যে বিব্রত, মহা[ত্মা] মক্কা গমনে অক্ষম, এ নিমিত্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করি। তীর্থযাত্রী মুসলমানও সেই প্রতিনিধি সমভিব্যাহারে অর্ণবযানে আরব্যসা[গর] পথে গমন করে। শিবাজী সেই সম্রাট-প্রতিনিধির ও অ[ন্য] মুসলমানগণের তীর্থের উপহারোপযোগী দ্রব্য সকল লুণ্ঠন ক[রে] এখনো কি তারা কাফের নয়?

দলির। কাফের শব্দের প্রকৃত অর্থ হয় ত গোলাম অবগত নয়। মুসলমানের সহিত মহারাষ্ট্রের শক্রতা, মুসলমানের অর্থ বলপূর্ব্বক অপহরণ করেছে, তীর্থযাত্রী ব'লে লুণ্ঠনে বিরত হয় নাই। কিন্তু অনেক স্থলে অধীনস্থ হিন্দুর দেবস্থানে মুসলমান কর্ত্তৃক নানাপ্রকার উপদ্রব হয়েছে। শিবাজী যাত্রীর অর্থ লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু অধীনস্থ মস্‌জিদ ও পীরস্থানে তাঁর বৃত্তি আছে। পর্ত্তুগিজ কর্ত্তৃক মুসলমান মস্‌জিদ ভগ্ন ও পীরস্থান কলুষিত হওয়ায় শিবাজী তাদের দণ্ড প্রদান করেছে।

দাও। মস্‌জিদে, পীরস্থানে বৃত্তিপ্রদান, মুসলমান প্রজার জন্য ক্রিশ্চান দমন, খাঁসাহেবের মতে এই সকল শিবাজীর গৌরবের কার্য্য; কিন্তু খাঁসাহেব কখনো রাজ্য পরিচালনা করেন নাই, প্রজার তুষ্টি-সাধন প্রয়োজন হয়, এ কথা খাঁসাহেব অবগত নন। সেই প্রয়োজনে এই মুসলমান-সাম্রাজ্যে হিন্দুর ভূতপূজার মন্দির সকল এখনো উন্নতশির। আপনার কি এখনো ধারণা নাই, যে হিন্দুরা আমাদের বাহ্যিক সেলাম দেয়, ভয়ে? শিবাজী কার্য্যে-বাক্যে সম্পূর্ণ মুসলমানবিদ্বেষী, এ কথা যে খাঁসাহেবের কি নিমিত্ত ধারণা হয় না, আমরা অনুমান কর্‌তে অপারক।

লির। সাহানসা, গোলাম আজ্ঞাবাহী, গোলামের মতামতের অপেক্ষা কি?

ও। উত্তম বিবেচনা করেছেন, আজ্ঞাপালন করুন। দুইলক্ষ সৈন্য প্রস্তুত, তাদের পরিচালনা ক'রে মহারাষ্ট্র ধ্বংস করুন। কি আস্পর্দ্ধা—যদি সম্রাট কার্য্যের প্রতিনিধির উপর অত্যাচার হ'তো, একদিন তা মার্জ্জনীয় ছিলো; ধর্ম্ম-প্রতিনিধির উপর আক্রমণ—তীর্থের উপহার লুণ্ঠন! মহারাষ্ট্র-রাজ্য ভস্মীভূত করুন, হিন্দুর চিহ্ন

তথায় না থাকে, ধর্ম্ম-বিরোধীর মার্জ্জনা নাই ;—আজ্ঞা পালন ক'রে সিংহাসনের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করুন।

দিলির। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

আও। অসাধ্য সাধন করুন—অপমানের প্রতিশোধ প্রদান করুন—ধর্ম্মদ্রোহীকে উচ্ছেদ করুন।

জাফর। সাহানসা, গোলাম নিবেদন করেছে, একে অনবরত রণব্যয়, আবগারি প্রভৃতি সম্রাট-আজ্ঞায় মোল্লার দ্বারা উচ্ছেদ হওয়ায় সে সকল শুল্কের আয় নাই, নানা প্রকার শুল্ক-স্থাপনে অনেক হিন্দু-বণিক উচ্ছেদ হওয়ায় সে আয়ও বিশেষ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ ; এই বিপুল বাহিনীর ব্যয় কিরূপ সঙ্কুলান হবে, তা নিরূপণে গোলাম অশক্ত পুনর্ব্বার গোলাম নিবেদন ক'চ্চে, রাজকোষ অর্থশূন্য।

আও। এখনি রাজকোষ অর্থপূর্ণ হবে। প্রত্যেক হিন্দুর মস্তকের উপর জিজিয়া কর সংস্থাপিত হোক্—রাজকোষ একদিনে পরিপূ[র্ণ] হবে।

জাফর। সাহানসা, গোলাম যথাজ্ঞান নিবেদন ক'রতে বাধ্য, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই মিলিত হ'য়ে এই মোগল-সিংহাসন ধার[ণ] ক'চ্চে, উভয় জাতিই মোগলের প্রজা, এরূপ এক পক্ষের উপর ক[র] স্থাপনে হিন্দুরা মর্ম্মাহত হবে, তাতে সাম্রাজ্যের অমঙ্গল সম্ভাবনা।

আও। যে অমঙ্গল হয় হোক, আমি ইস্‌লামধর্ম্ম-আশ্রিত, হিন্দু ক[র্তৃক] ইস্‌লামতীর্থ যাত্রীর অপমান হ'য়েছে, এ কদাচ আমার সহ্য হ[বে] না। এতে হিন্দুরা মর্ম্মাহত হয় হোক, এতে আপনার ন্যায় মুসলম[ান] আমায় পরিত্যাগ করেন করুন, সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় ক্ষ[তি] নাই, মুকুট পরিবর্ত্তে ফকিরের শিরস্ত্রাণ ধারণ করতে হ'লে আ[মি] ক্ষুব্ধ নই। কিন্তু আমি ইস্‌লামধর্ম্ম-আশ্রিত, কায়মনোবাক্যে

ধর্ম্ম-গৌরব রক্ষায় আমার কদাচ ত্রুটি হবে না। আমি জানি, কাফেরসংসর্গে অর্দ্ধ কাফের বহু ওমরাও বিলাসে-লালিত, আমার বিলাস শূন্য দরবার তাদের অসন্তোষজনক—মদ্যপান, নৃত্যগীত দমিত হওয়ায় তারা মনোক্ষুন্ন; কিন্তু তাতে আমি পশ্চাদ্‌পদ হবো না। যে কার্য্যে পিতার অসন্তোষে পশ্চাদ্‌পদ হই নাই, যে কার্য্যে ভ্রাতৃহত্যা করেছি, সে কার্য্যে কদাচ পরাঙ্মুখ হবো না। আমার কারো নিকট উপদেশ প্রয়োজন নাই। রাজনীতি-অনুসারে মতামত জিজ্ঞাসা করি, আমার কর্ত্তব্য আমার নিকট। আমি মুসলমান, মুসলমানের কোরাণের হুকুম পালন কর্‌বো।—আজ্ঞা পালিত হোক।

[প্রস্থান।

জাফর। খাঁসাহেব, একি ক্রোধের উপযুক্ত সময়?

দিলির। উজির সাহেব, শুন্‌লেন ত সমস্ত ভার সম্রাট স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। যথাশক্তি আজ্ঞাপালন মাত্র আমাদের কার্য্য।

জাফর। বোধহয় মোগল-গৌরব পতনোন্মুখ।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০ঃঃ০—

রায়গড়—শিবাজীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

শিবাজী।

শিবাজী। শম্ভা—শম্ভা—তোর জন্মে পৃথিবী কলঙ্কিত! একি, আমার পুত্র ব্যভিচারী—আমার পুত্র মদ্যপায়ী!—এখনও মমতা—এখনও তার মুণ্ডচ্ছেদ আজ্ঞা দিই নাই।

(পুতলার প্রবেশ)

পুতলা, তুমি বলো, আমার জীবনে তোমার জীবন; যদি সত্য হয়, তা'হলে তোমার ন্যায় অভাগিনী আর পৃথিবীতে নাই। জননীর মুখে শুনেছি, যে গর্ভাবস্থা হ'তে আমার জীবন ঘোর বিপদাচ্ছন্ন; যতদিন স্মৃতির উদয়, ততদিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমি সুখী নই, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিরাম নাই। প্রাণপণ-আয়াসে বিজাপুর দমন করলেম, হিন্দুপতাকা দূর কর্ণাটে স্থাপন করলেম, সম্মুখে বাদসার সহিত ঘোর সংঘর্ষ, পঙ্গপালের ন্যায় সেনাবেষ্টিত হ'য়ে সম্রাট-সেনাপতি দিলিরখাঁ আগত; কিন্তু এ সংবাদে আমার হৃদয়ের তেজ সহস্র গুণে বৰ্দ্ধিত হ'য়েছিল, পতঙ্গের ন্যায় বিপুল সৈন্য ধ্বংস করবো, মনে মনে উৎসাহ ক'রেছিলেম। উৎসাহে সেনাপতিগণকে আজ্ঞা প্রদান ক'রেছিলেম, সে উৎসাহে সমস্ত মহারাষ্ট্র উৎসাহিত। অকস্মাৎ কি দারুণ বজ্রাঘাত, এ বজ্রাঘাতেও জীবিত আছি! আমার হৃদয় অতি কঠিন, অনেক সহ্য হয়, অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু যদি আমার হৃদয়ের সহিত সত্যই তোমার হৃদয় মিলিত হয়, তুমি নারী, এ কঠোর যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করো! আমি অভাগা, তুমি আমা অপেক্ষা অভাগিনী!

পুতলা। মহারাজ আমি সুভাগিনী, স্বামীর সহিত জীবন-জড়িত হৃদয়-জড়িত, আত্মা-জড়িত!

শিবাজী। পুতলা, তুমি কি কোমল দেহে এত কঠিন? তুমি পতিপ্রাণ আমার সম্পূর্ণ ধারণা, তুমি কি আমার সকল যন্ত্রণার ভাগিনী—আমার হৃদয় সঙ্কটের তুমি কি অংশী?—এ দারুণ অগ্নিদাহ কি তোমার হৃদয়ে? তাপে পাষাণ ভস্ম হয়, এর কণামাত্র তাপে আমার জীবনসঙ্গিনী সইবাই চিতায় শয়ন ক'রে শান্তিলাভ

করেছে ;—এ তাপ আমার হৃদয়েই সহ্য হয়েছে, তোমার সহ্য হয় ? অহো কি যন্ত্রণা !

পুতলা। মহারাজ, যন্ত্রণাই আপনার বাসনা, যন্ত্রণা অবলম্বন ক'রে বার বার দেহধারণ করেন। হিন্দুর হৃদয়তাপ গ্রহণ করতেই আপনার জন্ম, মহারাজ আজ কেন তা বিস্মৃত হ'চ্চেন ?

শিবাজী। পুতলা, বুঝ্‌লেম এ যন্ত্রণা তোমায় স্পর্শ করে নাই, তাহ'লে তোমার প্রাণ প্রবোধ মান্‌তো না, আমায় তুমি প্রবোধ দিতে না। তুমি পুরুষ নও, তোমার কখন ঔরসজাত পুত্র জন্মে নাই, তুমি কখন' হিন্দুরাজ্যস্থাপনের উচ্চ আশা করো নাই, রাজ্যস্থাপন ক'রে রক্ষার জন্য ব্যাকুল হও নাই ; আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, বহু আয়াসে রাজ্যস্থাপন করেছি, প্রাণপণে রাজ্য সুদৃঢ় কর্‌বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সকলই বিফল ! রাজ্য আমার সহিত স্থাপিত, আমার জীবনে রাজ্যের জীবন, আমার দেহত্যাগে পতন অনিবার্য্য ! আমার বংশধর সিংহাসনের যোগ্য নয়, সে সিংহাসন আর কে রক্ষা কর্‌বে ?

পুতলা। মহারাজ, যে দেব-তেজে রাজ্য স্থাপিত, সেই দেবতেজেই রাজ্য রক্ষিত হবে।

শিবাজী। বালিকার ন্যায় তোমার প্রবোধ বাক্য ! স্বীয় আদর্শে পুরস্কারদানে, দণ্ডবিধানে মহারাষ্ট্র ব্যভিচারশূন্য, মহারাষ্ট্র মাদকতাহীন ; কিন্তু আমার বংশধর ব্যভিচারী, আমার বংশধর মাদক-সেবী। পবিত্র সংসর্গ, পবিত্র শিক্ষা সকলই বিফল, দুর্নীতাচারীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যখন সেই মাদক-সেবী—যখন সেই ব্যভিচারী সিংহাসনে উপবেশন কর্‌বে, তখন সেই আদর্শে সমস্ত মহারাষ্ট্র ব্যভিচারী হবে—সমস্ত মহারাষ্ট্র মাদকসেবী হবে ! জাতীয় ধ্বংসকারী বিলাস, রাজগৃহ হ'তে দীনকুটীরে

প্রবেশ করবে, সেই বিলাসচালিত মহারাষ্ট্র স্বার্থপর হবে, অর্থের জন্য পরপীড়ক হবে, হিন্দু হিন্দু-মহারাষ্ট্রের লুণ্ঠন ভয়ে, মহারাষ্ট্র জাতীর ধ্বংস কামনা করবে।—হায় হায়, এত আয়াস বিফল হ'লো!

পুতলা। মহারাজ, আমার শম্ভাকে কঠিন শিক্ষক হস্তে অর্পণ করেছেন, আমার শম্ভাকে আমার কাছে দিন। আমি মার পদধূলি অঞ্চলে রেখেছিলেম, যে দিন পানালা দুর্গে গিয়ে সেই পদধূলি তার মস্তকে দিলেম, অবনত মস্তকে সে গ্রহণ করলে, আমায় মা ব'লে ডেকে তার চক্ষে দশধারা! পুত্রকে মার কাছে দিন; নিবেদন করেছি, মার শিক্ষা ব্যতীত পুত্রের চরিত্র গঠন হয় না—মার শিক্ষা ভিন্ন হৃদয় কোমল হয় না—হৃদয়ের কোমলতাই দৃঢ়তা। মহারাজ, আমার শম্ভাকে আমার শিক্ষায় নিযুক্ত করুন।

শিবাজী। তুমি উন্মাদ—ক্ষিপ্ত, তোমার সে বালক শম্ভা আর নাই—তোমার যে অঞ্চল ধ'রে ভ্রমণ করতো সে শম্ভা আর নাই। তার সে প্রফুল্ল বদন নাই, চক্ষের সে নির্ম্মলতা নাই, সেই বিলাসী নয়নে অগ্নিময় অপাঙ্গ, স্বার্থপরতায় শিক্ষাগ্রহণে অসহিষ্ণু, বিলাস তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

পুতলা। মহারাজ শম্ভার পিতা—শম্ভার মাতা নন। মার হৃদয়ের স্নেহ-বল আপনি জানেন না। কোথায় কে ব্যভিচারী আছে, যে মার কাছে নির্ম্মলহৃদয়ে না আসে—নরদেহে কোথায় কে পশু আছে, যার মাতৃনাম উচ্চারণে হৃদয়ে দেবভাব উদয় না হয়? মহারাজ, শম্ভাকে আমায় দিন, সিংহাসনের যোগ্যপুত্র আপনাকে অর্পণ করবো।

শিবাজী। পুতলা, তুমি ভ্রান্ত, দিল্লীগমনের পূর্ব্বে শম্ভা তোমার নিকট পালিত হয়েছে, তুমি সেই শম্ভাকেই জানো, কি বিলাস-বীজ দিল্লী হ'তে রোপণ ক'রে ফিরে এসেছে, তার আভাসমাত্র পেয়েছ; কিন্তু

সেই বীজ কিরূপ ফলে ফুলে বর্দ্ধিত, তার দৃঢ়মূল সহস্রমুখে কিরূপ হৃদয়ে জড়িত, কি বিকট ছবি যদি তুমি জান্‌তে, তাহ'লে শম্ভার ছায়া ঘৃণা করুতে, যেখানে শম্ভা পাদচারণা করে সে স্থান অপবিত্র বিবেচনা করতে, শম্ভার নাম নিতে তোমার জিহ্বা দগ্ধ হ'তো।

পুতলা। মহারাজ, মার প্রাণ আপনি জানেন না।

শিবাজী। জীবনে কেন আমার দারুণ ভ্রম হ'লো, কেন বিলাসী-সহবাসে, বিধর্ম্মী-সহবাসে বালক পুত্রকে দিল্লী ল'য়ে গেলেম, কেন নিত্য দরবার গমনে নিষেধ করি নাই, কেন বিধর্ম্মীর বিলাসপূর্ণ গৃহে যেতে বাধা দিই নাই, পিতা হ'য়ে কেন পুত্রের সর্ব্বনাশ করুলেম!

পুতলা। মহারাজ, রণক্ষেত্র আপনার কার্য্যস্থল, রাজসভা আপনার কার্য্যস্থল; সন্তানকে মাতৃস্নেহ প্রদান আপনার কার্য্য নয়। যে মাতৃস্নেহ-বলে মহারাজ ভুবনবিজয়ী, যে মাতৃস্নেহ বলে শত্রু সম্মুখে আপনি বজ্রহৃদয়, যে মাতৃস্নেহে আপনার দয়া-সিঞ্চিত হৃদয় কুসুমের ন্যায় কোমল, সেই মাতৃস্নেহে আমার শম্ভা আপনার পদানুসরণের যোগ্য হবে।

শিবাজী। কেন, বৃথা আশ্বাস প্রদান করো? শম্ভার পরিবর্ত্তন কি সম্ভব?

পুতলা। মহারাজ, এমন কি হৃদয় আছে, যে স্নেহের শক্তি অনুভব করে না, এমন কি হৃদয় আছে যে মাতৃস্নেহে বিগলিত হয় না, মার রোদনে দ্রব হয় না? যদি শম্ভা দিল্লীর কুসংস্কারে এরূপ কলুষিত হ'য়ে থাকে, যে আমার চক্ষে জল দেখে সে দ্রব হবে না, আমি তার সম্মুখে দেহত্যাগ করুবো। মৃত্যুকালে বলুবো—'শম্ভা, তুমি আমার মৃত্যুর হেতু হলে!' উপদেশে তারে পরিবর্ত্তন করুতে অক্ষম হই, মৃত্যুতে সে পরিবর্ত্তিত হবে, তখন তার মার স্নেহ উপলব্ধি হবে, তখন সে

বুঝ্‌বে—সে মাতৃহীন, তখন মার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু তার মনোক্ষেত্রে উদয় হ'য়ে দুর্বৃত্তি দূর কর্‌বে! যাকে স্মরণ ক'রে শম্ভা নিষ্কলঙ্ক হবে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। মহারাজ পানালা দুর্গ হতে জনার্দ্দনপন্ত এই পত্র প্রেরণ ক'রেছেন।

শিবাজী। (পত্র গ্রহণ করিয়া) কি জানি, কি কালসর্প এই পত্রে লুক্কায়িত! (পত্র পাঠ করিয়া) পুতলা—পুতলা—আমায় ধরো—আমায় সান্ত্বনা করো, তোমার শম্ভা পানালা দুর্গ হ'তে পলায়ন করেছে, দুইজন প্রহরীও তার সঙ্গে নিরুদ্দেশ; অনুসন্ধানে ব্যক্ত, তারা হিন্দুবেশী মুসলমান, নিশ্চয় ছদ্মবেশী বিজাপুর বা মোগলচর। সহস্র অশ্বারোহী চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হ'য়ে তার তত্ত্ব অবগত নয়।

পুতলা। মহারাজ স্থির হোন। যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনো-বাক্যে আপনার পদে আমার মতি থাকে, যদি মার আশীর্ব্বাদে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়, আমার দেহত্যাগের আগে তোমার শম্ভাকে তোমার সিংহাসনে স্থাপন কর্‌বো; যদি না পারি, জন্ম জন্মান্তরে যেন আপনার শ্রীচরণে বঞ্চিতা হই। যদি রাজদূত না শম্ভার তত্ত্ব পায়, আমি বিরলে আপনার চরণ ধ্যান ক'রে শম্ভার সংবাদ আপনাকে দেবো। মহারাজ নিশ্চিন্ত হ'য়ে সভায় যান, আমি শম্ভার সংবাদ আন্‌চি।

শিবাজী। তুমি কি সত্যই ভবানীর নায়িকা? তোমার কথায় আমার হৃদয়ে শান্তির উদ্রেক হ'চ্চে—আবার শত্রুদমনে উৎসাহ হ'চ্চে। আমি তোমার কথায় প্রত্যয় ক'রে রণসাগরে ঝম্পপ্রদান কর্‌বো। আমার হৃদয় বল্‌ছে যে, শত্রুদমন ক'রে যখন তোমার নিকট পুনরায় আস্‌বো, তখন শম্ভাকে আমি পাবো।

পুতলা। মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুন।

[শিবাজীর প্রস্থান।

(লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মহারাণী, ছত্রপতি হেথায় ছিলেন না?

পুতলা। তিনি এই মাত্র সমর-সভায় গেলেন। দিদি, তোমার মুখ-ভাব দেখে অনুমান হ'চ্চে, তুমি কোন অমঙ্গল সংবাদ মহারাজকে দেবে? আমার মিনতি, কি সংবাদ আমায় বলো? মহারাজ শম্ভার জন্য কাতর, তার কি কোন সংবাদ পেয়েছ?

লক্ষ্মী। রাজ্ঞি, বড়রাণী শম্ভাকে প্রসব ক'রেছিলেন মাত্র, তুমিই প্রকৃত শম্ভার মাতা, এ দারুণ সংবাদে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হবে।

পুতলা। না ভগ্নি, তুমি সে ভয় ক'রো না, আমার সকল সহ্য হবে, আমায় বলো;—আমার হৃদয়ের আশা, আমি শম্ভাকে সিংহাসনে নিশ্চয় দেখ্‌বো। বলো, শম্ভা কোথায়?

লক্ষ্মী। রাজ্ঞী, তোমার আশাই ফলবতী হোক্, তোমার সাধ পূর্ণ হোক, তোমার সাধ পূর্ণ হ'লে আমারও সাধ পূর্ণ হবে। আমি আমার স্বামীর চরণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, যে, যে কার্য্যে মহারাজ অপারক হবেন, আমি সেই কার্য্য সাধন কর্‌বো, আমি আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌তে যাবো, তাই মহারাজের পদধুলি গ্রহণ কর্‌তে এসেছি। কিন্তু আর আমার মহারাজের পদধূলির প্রয়োজন নাই, তোমার পদধূলিতেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে।

পুতলা। ছিঃ দিদি, আমার অকল্যাণ হবে।

লক্ষ্মী। না, আমি এতদিনে বুঝেছি, মহারাজ কার শক্তিতে অজেয়, কার শক্তিতে দুর্দ্দমনীয় বিধর্ম্মী দমন ক'চ্চেন, কার শক্তিতে হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন কর্‌তে সক্ষম হয়েছেন, কার শক্তিতে স্বাধীনতা-ধ্বজা মহা-

রাষ্ট্রে উড্ডীয়মান,—শক্তিরূপা, তোমার শক্তিতে। আমিও তোমার শক্তিতে অসাধ্য সাধন কর্‌বো। রাজকুমার বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন ক'রে দিলীরখাঁর অধীনস্থ হয়েছেন, রাহুগ্রাসে শশধর, আমি তারে মুক্ত কর্‌বো। আশীর্ব্বাদ করো, আর আমি বিলম্ব কর্‌তে পারি না।

পুতলা। যাও ভগ্নি যাও, মা ভবানী তোমার সহায় হোন।

[লক্ষ্মীবাইয়ের প্রস্থান।

(স্বগত) মন, কেন কুঞ্চিত হ'য়ে দেহে বাস কচ্চো? তুমি ত কুঞ্চিত নও! তুমি ইচ্ছা কর্‌লে ভুবনব্যাপী, যাও দিলিরখাঁর শিবিরে যাও, তুমি ভুবনমোহিনী, মোহিনী-মায়ায় সকলকে আচ্ছন্ন ক'রে আমার শম্ভাকে এনে দাও—সতীরাণী গণেশজননীর কার্য্য করো।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দিলিরখাঁর শিবির।

দিলিরখাঁ ও শম্ভাজী।

দিলির। রাজকুমার, আপনি অতি সুবোধ, আপনি সম্রাটের নিতান্ত প্রিয়পাত্র হবেন, এই মহারাষ্ট্রের শাসন-ভার সম্রাট আপনার উপরেই অর্পণ কর্‌বেন। আপনার শুভাগমন সংবাদ এতদিন দিল্লীতে উপস্থিত হয়েছে,—সম্রাট নিশ্চয় আপনাকে রাজা উপাধি দেবেন, আর সপ্তহাজারী পদে স্থাপিত কর্‌বেন।

শম্ভাজী। খাঁসাহেব, আপনাকে প্রথমেই নিবেদন করেছিলেম, আমি পদপ্রার্থী নই; হিন্দুর রণমৃত্যু শ্রেয়ঃ। আমি সেই শ্রেয়ঃ মৃত্যু-

কামনায় আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার সকল গিয়েছে, ধর্ম্মরক্ষা ক'রে জীবন ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লেই আমি কৃতার্থ হই। পিতা আমায় অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে কারারুদ্ধ ক'রেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর সম্মুখীন হ'য়ে যেরূপ সর্ব্বাগ্রে তিনি শত্রু আক্রমণ করেন, আমি তাঁর সেনা আক্রমণ কর্‌বো। তাঁর অজেয় হস্তে নিস্তার নাই, তিনি স্বহস্তে পুত্রমুণ্ড ছেদন ক'রে সুখী হোন।

দিলির। আপনার ধর্ম্মরক্ষার চিন্তা নাই– ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে মৃত্যুর প্রয়োজন হ'বে না। আপনি মোগল সৈন্য পরিচালন ক'রে শত্রু আক্রমণ কর্‌বেন, জয়লাভ কর্‌বেন নিশ্চয়। আপনার পিতা আপনাকে বন্দী ক'রেছিলেন, তাঁর সম্পূর্ণ ফলভোগী হবেন।

শম্ভাজী। খাঁ সাহেব, সম্মুখযুদ্ধে বোধ হয় পিতাকে দেখেন নাই! থাক্‌,--আমরা অলসভাবে কেন এ স্থানে অবস্থান করি?

দিলির। রাজকুমার, শীঘ্রই আপনি আপনার বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ প্রাপ্ত হবেন। দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন কর্‌বার উপযোগী বৃহৎ কামান সকল আরাঙ্গাবাদ হ'তে আগতপ্রায়, বোধ হয় অদ্যই পৌঁছাবে। কল্যই আমরা ভূপালগড় দুর্গ আক্রমণ কর্‌বো।

শম্ভাজী। ভূপালগড়—সে ত বহু দূর? সে দুর্গের সমীপবর্ত্তী হ'তে বহুদিন গত হবে। আর বর্ষায় পথও যারা যাতায়াতে অনভ্যস্ত; তাদের পক্ষে সুগম নয়।

দিলির। আপনি রাজকুমার, রাজগৃহে বাস করেছেন, সকল পথ অবগত নন, উত্তরে উপত্যকাপথে একদিনে ভূপালগড়ে উপস্থিত হবো।

শম্ভাজী। উত্তর উপত্যকা পথে? সে যে গিরিশঙ্কট? পর্ব্বতোপরি সারি সারি লুক্কায়িত দুর্গশ্রেণী, সে পথে যাত্রা কর্‌লে সসৈন্যে

বিনষ্ট হবেন। যে ব্যক্তি আপনাকে পথ নির্দ্দেশ করেছে, সে নিশ্চয়ই প্রতারক।

দিলির। না রাজকুমার, সে ব্যক্তি ভূপালগড়েই ছিল, বিনা অপরাধে দুর্গাধিপের আদেশে নিষ্ঠুররূপে তার শরীর দগ্ধ হয়েছিল, সেই কোপে দুর্গাধিপকে প্রতিশোধ দেবার নিমিত্ত আমাদের পথ প্রদর্শন ক'রে ল'য়ে যাবে। চিকিৎসায়, উপস্থিত অনেক আরোগ্য লাভ করেছে।

শম্ভাজী। সে ব্যক্তি কোন জাতি?

দিলির। মহারাষ্ট্র।

শম্ভাজী। খাঁ সাহেব, মহারাষ্ট্রে এক আমিই কুলাঙ্গার, আর কুলাঙ্গার নাই। অতি হীন ব্যক্তিও কদাচ স্বদেশদ্রোহী হবে না। যদি দুর্গাধিপের প্রতি ক্রোধ থাকে, রণ-অবসানে সে স্বহস্তে তার বিনাশ সাধন করবে, কিন্তু কদাচ শত্রুকে দুর্গপথ প্রদর্শন করবে না। রাজভক্তিতে সকল হৃদয়ই পরিপূর্ণ, নীচবৃত্তির স্থান তথায় নাই।

দিলির। ঐ সে ব্যক্তি আস্ছে, প্রতারক ব'লে কদাচ অনুমান হয় না। কিন্তু আপনি যখন সন্দিহান, পুনরায় পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্।

(গঙ্গাজীর প্রবেশ)

গঙ্গাজী। খাঁ সাহেব এখনো বিলম্ব ক'চ্চেন? এখনো কুচ করবার আজ্ঞা দেন নাই? (সহসা শম্ভাজীকে দেখিয়া) একি, রাজকুমার হেথায়! একি আমার চক্ষের ভ্রম, একি কোনো দুঃস্বপ্ন?

দিলির। দুঃস্বপ্ন নয়, মহারাজ শম্ভাজী প্রত্যক্ষ। মহারাজ আমাদের দক্ষিণ হস্ত,—ওঁরই প্রভাবে মহারাষ্ট্র জয় হবে।

গঙ্গাজী। রাজকুমার, হেথায় কি নিমিত্ত বলুন?

শম্ভাজী। আমি যে কারণে হেথায় উপস্থিত, আপনার সে তত্ত্বে প্রয়োজন নাই; আমি দিল্লীশ্বরের শরণাপন্ন।

গঙ্গাজী। তবে আপনার কলঙ্কের অবসান হোক্।

(ছুরিকা প্রহারে অগ্রসর হওন ও হস্ত হইতে ছুরিকা স্খলিত হইয়া ভূতলে পতন এবং দুইজন প্রহরীর বাঁধিবার নিমিত্ত নিকটে গমন)

খাঁ সাহেব, ধর্‌বার প্রয়োজন নাই। ক্ষণপূর্ব্বে এই ছুরিকা প্রভাবে করিমুণ্ড বিদারে সক্ষম ছিলেম, কিন্তু এক্ষণে এই বাহুতে বালকের বল নাই; নচেৎ কুলাঙ্গার রাজপুত্রকে এক মুহূর্ত্তও জীবিত দেখ্‌তেন না।

দিলির। তুমি প্রতারক? আমাদের গিরিশঙ্কট মধ্যে ল'য়ে যেতে চেষ্টা ক'রেছিলে?

গঙ্গাজী। হাঁ!

দিলির। কঠোর যন্ত্রণায় তোমার প্রাণবধ হবে।

গঙ্গাজী। অধিক যন্ত্রণা কি দেবে খাঁ সাহেব! যে রাজকুমার রাজ্যের আশা-ভরসা, মহারাষ্ট্র-সিংহাসনের ভাবি অধিকারী, সেই রাজকুমার বিধর্ম্মীর দাস, স্বচক্ষে বিধর্ম্মীর পার্শ্বে দেখ্‌লেম—নিজমুখে সেকথা ব্যক্ত কর্‌তে শুন্‌লেম, এ অপেক্ষা মহারাষ্ট্রকে কি গুরুতর দণ্ড দেবেন? অগ্নিতে দগ্ধ কর্‌বেন? চক্ষু উৎপাটন কর্‌বেন? চর্ম্ম চ্ছেদ ক'রে বধ কর্‌বেন? করুন—চক্ষু আমার কণ্টকপূর্ণ! (গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া) আপনাকে প্রতারণা কর্‌বার জন্য স্বহস্তে দেহ-দগ্ধ ক'রেছিলেম, স্বচক্ষে আমার অবস্থা দেখেছেন, তাতে তিলমাত্র যন্ত্রণা অনুভব করি নাই; এক্ষণে আমার দেহে কোটী নরকাগ্নির

উত্তাপ। খাঁসাহেব, আমার বধ-আজ্ঞা দিন,—যন্ত্রণার অবসান করুন। মহাপাপে এই যন্ত্রণা, আত্মহত্যা মহাপাপ, আর এ পাপে লিপ্ত হবো না।

দিলির। যাও, তুমি দেশে প্রত্যাগমন করো, এই তোমার দণ্ড! যাও, মহারাষ্ট্র-অধিপতিকে সংবাদ দাও, যে তাঁর পুত্রের বাহুবলে অচিরাৎ তাঁর রাজ্য ভস্মীভূত হবে।

গঙ্গাজী। আরে কুলাঙ্গার মহারাষ্ট্র—আরে ম্লেচ্ছাচার পিতৃদ্রোহী—আরে নারকী জন্মভূমি-বিদ্বেষী—আরে কুক্কুর-অপেক্ষা-হীনপ্রাণ পশু! তুই হিন্দুসূর্য্য, হিন্দু-গৌরব ছত্রপতি শিবাজীর পুত্র হ'য়ে নিজমুখে বিধর্ম্মীর দাস ব'লে পরিচয় দিলি? তোর জিহ্বা দগ্ধ হ'লো না—তোর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হ'লো না—নরকাগ্নি তোরে ভস্মীভূত করলে না! বোধ হয় তাতে তোর মহাপাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হ'তো না! সেই নিমিত্ত ভবানীর কোপে এখনো জীবিত আছিস্। আমি মহারাষ্ট্র, রাজভক্ত, স্বদেশবৎসল, আমার অভিশাপ কদাচ বিফল হবে না! যে বিধর্ম্মীর শরণাপন্ন হয়েছিস, সেই বিধর্ম্মীর হস্তে কঠোর যন্ত্রণায় তোর মৃত্যু নিশ্চয়।

দিলির। (স্বগত) মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ এই নিমিত্তই এত কঠিন। মহারাষ্ট্রে জনে জনে এই ব্যক্তির ন্যায় স্বদেশবৎসল। আশ্চর্য্য, নিজ হস্তে এইরূপ নিজ শরীর দগ্ধ ক'রেছিল, মৃত্যুতে এর কি দণ্ড হবে! যদি আমি স্বাধীন হ'তেম, এইরূপ প্রভুভক্তির পুরস্কার প্রদান করতেম! (দূতের প্রতি) যাও, এঁরে শীঘ্র শিবিরের বাহিরে ল'য়ে গিয়ে মুক্তি প্রদান করো।

গঙ্গা। আরে নীচাচার, তোরে গর্ভে ধ'রে সে গর্ভ দগ্ধ হয় নি। তুই ভূমিষ্ঠ হ'লে সে ভূমি দগ্ধ হয় নি? তোরে ধিক্কারদানে মানব-

জিহ্বা অক্ষম। খাঁসাহেব, আমায় মুক্তি দেবে? আমার দেহত্যাগই মুক্তি, আর মুক্তি নাই।

[গঙ্গাজীকে লইয়া প্রহরীগণের প্রস্থান।

দিলির। রাজকুমার, বাতুলের কথায় বিষণ্ণ হবেন না। আপনার সতর্কতায় মোগলসৈন্য রক্ষা হ'লো, এ প্রশংসা বাদ্‌সা শতমুখে কর্‌বেন। আপনি সৈন্য-পরিচালনা করুন, চলুন অদ্যই ভূপাল-দুর্গ আক্রমণ উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আজ আমার নিশ্চয় ধারণা, আপনার বাহু-বলে দিল্লীশ্বরের জয় হবে।

শম্ভাজী। খাঁসাহেব, পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনা ক'রে আপনি কি মহারাষ্ট্র-বল অবগত নন? যে বলে বহু রণবিশারদ সেনানায়ক বারবার পরাজিত, আমাদ্বারা সে বল খর্ব্ব হবে, এরূপ বিবেচনা কর্‌বেন না। আমি প্রস্তুত, যেরূপ আজ্ঞা কর্‌বেন, সেইরূপ অনুষ্ঠিত হবে।

দিলির। আপনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন, কল্য সজ্জিত হবো।

[শম্ভাজীর প্রস্থান।

(স্বগত) রাজকুমারের সাহস বা পিতৃভক্তির কিছুমাত্র অভাব নাই। অনুমান হয়, কেবলমাত্র অভিমানে দেশত্যাগী।

[দিলিরখাঁর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

দুর্গ-সম্মুখস্থ পথ।

শিবাজী, মোরোপন্ত ও মাওলী সৈন্যগণ।

শিবাজী। সংবাদ পেলেম, শত্রু ভূপালদুর্গ-অভিমুখী। পেশোয়াজি, আপনি দশ সহস্র সৈন্য ল'য়ে শত্রুর পশ্চাৎ আক্রমণ করুন, রসদ লুণ্ঠন করুন, নব সৈন্যের আগমন নিবারণ করুন। আমি স্বয়ং দুর্গাধিপ ফিরঙ্গোজীর সাহায্যে গমন কর্‌বো।

(ফিরঙ্গোজীর প্রবেশ)

এই যে ফিরঙ্গোজী! বীরবর এরূপ বিষণ্ণ কেন? দুর্গ কি শত্রু-করগত?

ফিরঙ্গো। মহারাজ, সর্ব্বনাশ, পানালা হ'তে রাজকুমার শম্ভাজী পলায়ন ক'রে মোগল সেনাপতি দিলিরখাঁর শিবিরে গমন করেন। দিল্লিরখাঁ 'সম্রাটকৃপায় রাজকুমার রাজা উপাধি ও সাতহাজারী মুন্‌সব্‌দার পদ প্রাপ্ত হবেন' ব'লে তাঁকে প্রতারিত করেছেন। উপস্থিত কুমারকে ল'য়ে দিলিরখাঁ ভূপালদুর্গ অবরোধ করেন। দিলিরখাঁ কর্ত্তৃক রাজকুমার সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হওয়ায়, আমাদের সৈন্যেরা কুমারের বধ-আশঙ্কায় অস্ত্রপ্রয়োগে বিরত হয়।

শিবাজী। ভূপালদুর্গ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছেন? বোধ হয় দুর্গ এতক্ষণ শত্রু-করগত!

ফিরঙ্গো। না মহারাজ! দৃঢ় দুর্গ, দুর্গের সেনানায়ক সুকৌশলী, যদিচ কুমারের বধাশঙ্কায় শত্রুকূল নির্ম্মূল হয় নাই, কিন্তু শত্রুর বিশেষ

অনিষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হয়েছি। শত্রুদল বিচ্ছিন্ন, তথাপি কুমার নবোৎসাহে উৎসাহিত হ'য়ে মধ্যে মধ্যে দুর্গ আক্রমণ করেন।

শিবাজী। তোমরা রাজকুমারকে বধ করতে সাহস করো নাই? ফিরঙ্গোজী, এরূপ প্রত্যাশা আমার তোমার নিকট নয়, সামান্য মহারাষ্ট্র পদাতিকের নিকটেও নয়। রাজকুমারের বধ-আশঙ্কায় অস্ত্রপ্রয়োগ কর নাই? তোমাদের রাজকুমার কে?—তোমাদের রাজা কে? আমি?—জান কি, কি নিমিত্ত আমি তোমাদের রাজা? আমি জন্মভূমিকে ভক্তি করি, জন্মভূমির কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেছি, পিতার সঙ্কটে জন্মভূমির কার্য্যে উপেক্ষা করি নাই, জন্মভূমির কার্য্যে মাতুলকে পদচ্যুত ক'রেছি, ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজীর সঙ্গে বিরোধ করেছি,—জন্মভূমি আমার সর্ব্বস্ব—এই নিমিত্ত আমি তোমাদের রাজা। তুমি এই রাজার রাজকার্য্য উপেক্ষা ক'রেছ? শম্ভা আমার পুত্র, তুমি মাতৃভূমির পুত্র, শম্ভা তোমার কে? শম্ভাকে কি নিমিত্ত বধ ক'রো নাই? আমার অসন্তোষ-ভাজন হবে? আমার প্রতি তোমার কি এইরূপ হীন ধারণা? ভাল, আমি যদি যথার্থই এইরূপ হীন হই, পুত্রের মমতায় তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতেম; তুমি মহারাষ্ট্র, তুমি মাতৃভূমির সন্তান, তুমি এরূপ হীন ব্যক্তির সন্তোষ-অসন্তোষের উপর লক্ষ্য ক'রে তোমার জন্মভূমিকে বিপদগ্রস্ত করো? ফিরঙ্গোজী, এরূপ প্রত্যাশা আমি তোমার নিকট কখনো করি নাই। অতি গর্হিত কার্য্য করেছ; যতদূর পারো—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করো।

ফিরঙ্গো। মহারাজ, দাস ঘোরতর অপরাধে অপরাধী। অপরাধের দণ্ডবিধান করুন। মহারাজের অসন্তোষভাজন হ'য়ে, আমার জীবনের আর তিলমাত্র সাধ নাই।

শিবাজী। ফিরঙ্গোজী, এখনো তোমার ভ্রম—এখনো তোমার আমার সন্তোষ-অসন্তোষের প্রতি লক্ষ্য? আমার সন্তোষ—আমার আজ্ঞা পালন। মহারাষ্ট্রের শত্রু বিনাশ—আমার আজ্ঞা; এতে পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, পুত্র নাই, বন্ধু নাই। যে জন্মভূমির শত্রু, তার বধ-সাধন আমার আজ্ঞা। যদি তুমি সেই আজ্ঞা পালন ক'রে শম্ভার মুণ্ড ল'য়ে আমার নিকট উপস্থিত হ'তে, আমি স্বহস্তে আমার কণ্ঠহার তোমার গলদেশে শোভিত কর্‌তেম। যাও, রাজ্যে ঘোষণা দাও, যে শম্ভার মস্তকের মূল্য লক্ষ মুদ্রা, যে সে মস্তক আমার নিকট ল'য়ে আস্‌বে, সে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। যাও, আর আমার সম্মুখে অবস্থান ক'রো না।

[ফিরঙ্গোজীর প্রস্থান।

(সৈন্যগণের প্রতি) ভেরী-নিনাদ করো, এইদণ্ডে যুদ্ধযাত্রা কর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

(মহারাষ্ট্র-নারীগণের প্রবেশ)

সকলের গীত।

মাতৃভক্তি বিজয়মালা পরে যে গলায়।
তার আগে ধায় বিজয় নিশান, বিজয় পায় পায়॥
মাতৃমন্ত্র যে জন জপে, সে কি ডরে অরির কোপে,
মাতৃকার্য্যে জীবন স'পে, কীর্ত্তিমান্ ধরায়॥
শক্তিরূপা সঙ্গে ফেরে, বজ্র ফেরে তারে হেরে,
হেরে তারে নতশিরে রাজা রাজসভায়॥
মাতৃতেজ হৃদে ধরে, দাসত্ব-শৃঙ্খল হরে,
অসি ধ'রে ভীরু করে রণাঙ্গনে ধায়॥

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—•:•:•—

দিলিরখাঁর শিবির।

দিলির খাঁ ও আওরঙ্গজেব-প্রেরিত দিল্লীর দূত।

দিলির। মহারাষ্ট্র-রাজকুমার দ্বারা আমাদের বার বার বিশেষ মঙ্গল সাধিত হ'য়েছে। মহারাষ্ট্রেরা সম্মুখ আক্রমণ করে না, কিন্তু কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে—এরূপ সহসা আক্রমণ করে যে, অনেক সময় যদি রাজকুমারকে সম্মুখে সংস্থাপন কর্‌তে না পারতেম, আমাদের বিপুল সৈন্যের অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট থাক্‌তো। যেখানে রণসন্ধি, সেইস্থানেই কুমারকে অগ্রসর করি, কুমারের বধাশঙ্কায় শত্রু অস্ত্রচালনে বিরত হয়।

দিল্লীর দূত। বীরবর, উপায়ান্তর নাই। সম্রাটের দৃঢ় আজ্ঞা, কুমার প্রেরিত হোক; আজ্ঞা লঙ্ঘনে অপরাধী হবেন।

দিলির। কুমার-সম্বন্ধে সম্রাটের মনোগত কি?

দিল্লীর দূত। তাঁরে বলপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে, শিবাজীকে ব্যথিত করেন।

দিলির। আমি কুমারের নিকট প্রতিশ্রুত, তাঁর অনিষ্ট হবে না।

দিল্লীর দূত। ইস্‌লামধর্ম্ম-গ্রহণে তাঁর অনিষ্ট নাই, ইষ্ট। তাঁর পিতা ব্যথিত হবেন; তিনি সম্মান লাভ কর্‌বেন, দিন দিন পদবৃদ্ধি হবে।

দিলির। দূতবর, যেদিন রাজকুমার আমার নিকট প্রথম উপস্থিত হন, তিনি আমায় বিনয় সহকারে বলেন, যে আজ হ'তে আমি আপনার দাস। যে কার্য্য আদেশ কর্‌বেন, তৎক্ষণাৎ তা সম্পন্ন কর্‌বো, কেবল যে কার্য্যে আমার ধর্ম্মনাশ হয়, এমন আদেশ পালনে অসমর্থ

হবো। আমি তাঁকে আশ্বাস প্রদান ক'রে স্থান দিয়েছি। তাঁর যেরূপ হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগ, তিনি ইস্‌লামধর্ম্মগ্রহণে কদাচ সম্মত হবেন না। সম্রাটের অভীষ্ট সিদ্ধ না হ'লে তার অনিষ্ট হওয়া নিশ্চয়, এমন কি প্রাণবধ হ'তে পারে।

দিল্লীর দূত। আপনি সেনাপতি, আপনার চিন্তার প্রয়োজন কি?

দিলির। আপনি স্বরূপ আজ্ঞা করেছেন।

দিল্লীর দূত। তবে কুমারকে ল'য়ে আমি কল্যাই যাত্রা কর্‌বো। অনুমতি হয়, শিবিরে প্রত্যাগমন করি।

দিলির। যে আজ্ঞে।

[দিল্লীর দূতের প্রস্থান।

(হাঁটু পাতিয়া) আল্লা! এ কি ঘোর সঙ্কটে আমায় ফেল্‌লে! আল্লা রক্ষা করো! আমি মুসলমান, রাজপুত্র আমার আশ্রিত, অতিথি—বহু সঙ্কটে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হ'য়ে আমার প্রাণরক্ষা করেছে। আমি স্ব-ইচ্ছায় প্রতিজ্ঞা ক'রে তাঁর সহিত বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ, কিরূপে তাঁর অনিষ্ট সাধন কর্‌বো? অপরদিকে সম্রাটের ভৃত্য, তাঁর আজ্ঞাপালনে বাধ্য। এ কি ঘোর সমস্যাস্থল! আমি মুসলমান, আমা হ'তে অধর্ম্ম হবে? এ অপেক্ষা শত্রু-অস্ত্রে মৃত্যু শ্রেয়ঃ ছিল।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সেনাপতি, শিবাজীর নিকট হ'তে দূত উপস্থিত হয়েছে।

দিলির। ল'য়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

সত্য, আমি সেনাপতি, আমার সম্রাটের আদেশ পালন কর্ত্তব্য। না, বিষম সমস্যা!

(দূতের সহিত পুরুষবেশী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ)

এ বালক কে? দূত কোথায়?

লক্ষ্মী। আজ্ঞে আমিই দূত।

দিলির। আপনি?

লক্ষ্মী। অন্য মহারাষ্ট্র—ধর্ম্মনাশ ভয়ে মুসলমানের শিবিরে আস্‌তে সম্মত নয়। তাদের ধারণা, আপনারা বলপূর্ব্বক মুসলমান করেন।

দিলির। সে কি, এরূপ ধারণা কি নিমিত্ত? দূতের প্রতি বলপ্রকাশ কদাচ আমার নিয়ম নয়।

লক্ষ্মী। শরণাগত বা দূতের প্রতি আপনার অন্যায় নিয়ম নয়, সেই নিমিত্ত দৌত্যকার্য্য গ্রহণ ক'রেছি। মহাশয় কি স্বয়ং সন্ধি কর্‌বার ক্ষমতা সম্রাটের নিকট প্রাপ্ত?

দিলির। আজ্ঞা হাঁ।

লক্ষ্মী। যেরূপ সর্ত্তে সন্ধি কর্‌বেন, সম্রাটের তা গ্রাহ্য হবে?

দিলির। অবশ্য।

লক্ষ্মী। আপনি যেরূপ বাক্যদান কর্‌বেন, সেই বাক্য পালিত হবে। আপনার বাক্যদানের পর সম্রাট যদি বিরুদ্ধ আদেশ প্রেরণ করেন, সে অবস্থায় কিরূপ হবে?

দিলির। এরূপ আদেশের সম্ভাবনা নাই। বার বার এ আশঙ্কা আপনার কি নিমিত্ত?

লক্ষ্মী। খাঁসাহেব, আশঙ্কার কি কোন কারণ নাই, বা সন্ধি সম্বন্ধে আপনার বাক্য, আর শরণাগতকে আশ্বাসদান উভয়ে প্রভেদ আছে?

দিলির। এরূপ প্রশ্ন কি নিমিত্ত?

লক্ষ্মী। সন্ধির প্রস্তাবের অগ্রে মহাশয়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতা অবগত হওয়া আবশ্যক। আমি জান্‌তে উৎসুক, যদি মহাশয় বাক্যদান করেন,

যে এইরূপ সর্ত্তে সন্ধি কর্‌বো, শিবাজী যদি সেই সর্ত্তে সম্মত হন, আর যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষান্ত হ'য়ে সন্ধির উদ্যোগে তৎপর হন এবং সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য কর্‌তে প্রস্তুত থাকেন, আপনার পক্ষ হ'তে ত কোন কারণে সে বাক্যদান বিফল হবে না ?

দিলির। আপনি পুনঃ পুনঃ কেন এ কথা উত্থাপন ক'চ্চেন ? কোন কারণে আমার বাক্য অন্যথা হবে না।

লক্ষ্মী। আপনি বল্‌ছেন, আপনি যেরূপ বাক্যদান কর্‌বেন, সম্রাট তার বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান কর্‌বেন না। কিন্তু যদি করেন, সে অবস্থায় কি ? আপনার বাক্য মিথ্যা হয় হোক, সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তে কদাচ পারবেন না !

দিলির। কি ! আমি মুসলমান, আমি বাক্‌দান কর্‌লে, সম্রাট যদি তার বিরুদ্ধে আজ্ঞা প্রদান করেন, আমি সে আজ্ঞা পালনে কদাচ বাধ্য নই ; কারণ তাঁর নিকট ক্ষমতা প্রাপ্ত হ'য়েই আমি বাক্‌দান কর্‌বো।

লক্ষ্মী। আপনি মুসলমান, আপনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এইনিমিত্ত আপনি যে কথা প্রদান কর্‌বেন, তার বিরুদ্ধে সম্রাটের আজ্ঞাপালনে আপনি বাধ্য নন ; কিন্তু আমার সংশয় উপস্থিত হ'চ্চে।

দিলির। আপনি দূত, কিন্তু আপনার কথা অসম্মানসূচক, আপনি পুনঃ পুনঃ আমার কথায় সন্দেহ প্রকাশ ক'চ্চেন।

লক্ষ্মী। খাঁসাহেব, মুসলমান ! সন্দেহের কি কারণ নাই ? শরণাগত অতিথির প্রতি কল্য প্রাতে কি ব্যবহার কর্‌বেন ? তাকে দিল্লী প্রেরণ কর্‌বেন ; জানেন, তথায় তার ধর্ম্ম নাশ হবে ! আপনাকে সেই শরণাগত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ ব'লেছে, যে তার দ্বারা আপনার সমস্ত আদেশ পালনে তিলমাত্র ত্রুটি হবে না, কেবল তার স্বধর্ম্মের প্রতি আঘাত না হয়, এই তার মিনতি। আপনি পুনঃ

পুনঃ আদেশ দিয়েছেন, সে আশঙ্কা তার নাই; কিন্তু কাল সে বাদ্সার আদেশমত দিল্লীতে প্রেরিত হবে। আপনি সেনাপতি, আজ্ঞাপালনে বাধ্য, এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিচ্চেন। বাক্য ভঙ্গ ক'রে, আশ্বাস ভঙ্গ ক'রে, মনকে প্রবোধ দিয়ে শরণাগতের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এ অবস্থায় আপনার কথায় সন্দিহান হওয়ায় বিশেষ অপরাধী নই। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে ছত্রপতি যদি আপনার নিকট উপস্থিত হন, তাঁকে ধৃত ক'রে বাদ্সার নিকট প্রেরণ করা আপনার দ্বারা অসম্ভব, এ কিরূপে বিবেচনা কর্‌বো! তখন অনেক প্রবোধ বাক্য আপনার মনে উপস্থিত হবে। তখন মনে হবে, ছল—বল--কৌশল যুদ্ধের নিয়ম। শরণাগতকে পরিত্যাগ অপেক্ষা আপনার মনকে প্রবোধ দেওয়া সহজ হবে। এ অবস্থায় সন্দিহান না হবো কেন?

দিলির। কে তুমি? তুমি দিল্লীর সংবাদ, আমার সহিত রাজকুমারের কথোপকথন—কিরূপে অবগত?

লক্ষ্মী। রাজকুমারের একজন পরিচারিকা আপনার আশ্বাস-বাক্যের কথা রাজকুমারের নিকট শোনেন, আর দিল্লীর দূত পথে একজন নর্ত্তকীর গানে মুগ্ধ হ'য়ে, সেই নর্ত্তকীর নিকট তার হেথায় আগমনের কারণ ব্যক্ত করেন। সেই নর্ত্তকীই আমার নিকট প্রকাশ করে।

দিলির। বুঝ্‌লেম তুমি কে! তুমি বালক নও, তুমিই সেই নর্ত্তকী, তুমিই সেই পরিচারিকা; তুমি ছত্রপতির দূত নও, তোমার মন্তব্য কি?

লক্ষ্মী। আমার মন্তব্যে আপনার প্রয়োজন নাই। আপনি মুসলমান, শরণাগত অতিথিকে রক্ষা করা মুসলমানের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু সে

ধর্ম্ম যদি সম্রাট ভয়ে মুসলমান বর্জ্জন করে, তাহ'লে হয় অতি হীনবল ধর্ম্ম, অথবা বর্জ্জনকারী মুসলমান নয়, এই দুইটীর একটী নিশ্চিত সত্য।

দিলির। তুমি এ সকল তত্ত্ব কি নিমিত্ত ক'রেছ ?

লক্ষ্মী। কি নিমিত্ত ? রাজকুমার আমার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, রাজকুমার আমার সর্ব্বস্ব, রাজকুমার আমার জীবন। মুসলমান, দুঃখিনী রমণীকে জীবন ভিক্ষা দিন, রাজকুমারকে মুক্তি প্রদান করুন। অতিথিকে আশ্বাসিত করেছেন, মুসলমান হ'য়ে তার সহিত প্রতারণা করবেন না—শরণাগতের অনিষ্ট সাধন করবেন না,--আপনি বীরপুরুষ, সম্মুখে স্ত্রীহত্যা দেখ্‌বেন না।

দিলির। আমি মুক্তি প্রদান করলে, রাজকুমার কোথায় যাবেন ? তিনি পিতৃরাজ্যে যেতে অসম্মত।

লক্ষ্মী। আমি তারে সম্মত করাবো।

দিলির। যদি পারো দেখো, আমায় সত্যে মুক্ত করবে। শিবির-দ্বারেই দুইটী ঘোটক প্রস্তুত থাকবে। আমি রাজকুমারকে প্রেরণ ক'চ্চি, পারো অদ্য রাত্রেই প্রস্থান করো। আমার আজ্ঞায় এ শিবিরে পাহারা থাকবে না, তোমরা স্বচ্ছন্দে পলায়ন করতে পারবে!

[দেলিরখাঁর প্রস্থান।

লক্ষ্মী। জিজি মা, কৈলাস হ'তে তোমার কন্যার প্রতি আশীর্ব্বাদ পূর্ণ করো, কন্যার মনস্কামনা সিদ্ধ করো। রাজঋণে, স্বামীর ঋণে মুক্ত করো, তারপর তোমার পদসেবার নিমিত্ত আমায় গ্রহণ ক'রো।

(শম্ভাজীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। সেলাম মিঞা সাহেব!

শম্ভাজী। আমি মুসলমান নই, আমি হিন্দু।

লক্ষ্মী। হিন্দু, তা ত জানি, দিল্লী গিয়ে ত মুসলমান হবেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব আপনাকে ল'য়ে যেতে দূত প্রেরণ করেছেন। আনন্দের সংবাদ, কল্যাই খাঁসাহেব আপনাকে সেই দূতের সহিত দিল্লী প্রেরণ কর্‌বেন।

শম্ভাজী। খাঁসাহেব আমায় তোমার নিকট প্রেরণ করেছেন, তুমি কি এই সংবাদের জন্য আমাকে ডেকেছ? জানি না, আমার হিত বা অহিত—তোমার কামনা! অবশ্যই কোনো গুহ্য রহস্য আছে, নচেৎ খাঁসাহেব তোমার ন্যায় বালকের নিকট বিশেষ অনুরোধ ক'রে কখনই প্রেরণ কর্‌তেন না। আমি কে—তুমি জানো কি?

লক্ষ্মী। জানি।

শম্ভাজী। যদি সত্যই জানো, তবে কিরূপে অনুমান ক'চ্চো, যে রাজা শিবাজীর পুত্র দিল্লীতে প্রেরিত হ'য়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বে। সম্রাটের তাড়নায়? সম্রাটের তাড়না জীবনাবধি। স্বহস্তে জীবন নাশ কর্‌তে কি আমি অসমর্থ? প্রাণভয়ে বা পৃথিবীতে এরূপ কোন্ প্রলোভন আছে, যাতে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্‌তে আমার প্রবৃত্তি হবে?

লক্ষ্মী। রাজকুমার, অনুমান ত অসঙ্গত নয়। যে ভুবনবিজয়ী পিতাকে পরিত্যাগ ক'রে, বিধর্ম্মী শত্রুর শরণাপন্ন হয়, যে সেই বিধর্ম্মী দেশ-শত্রুকে প্রাণের মমতা উপেক্ষা ক'রে গিরিশঙ্কট হ'তে রক্ষা করে, যে গর্ভধারিণী জননী অপেক্ষা স্নেহময়ী ধাত্রী জননীর বক্ষে বজ্রাঘাত কর্‌তে কুণ্ঠিত নয়, যার আচরণে ভগ্নহৃদয়ে তার গর্ভধারিণীর প্রাণনাশ হয়, যে স্বধর্ম্মীর শত্রু,—সে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বে, এরূপ কল্পনা কোনও রূপে অসঙ্গত নয়।

শম্ভাজী। তুমি কে? কেন আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করো, কেন আমায় দগ্ধ করো?

লক্ষ্মী। তোমার হৃদয়ে ব্যথা লাগে, এরূপ ত আমার ধারণা নাই। ব্যথার স্থান কোথা, মমতা কোথা, তুমি কার? তোমার হৃদয়ে ব্যথা কি নিমিত্ত লাগ্‌বে? তুমি ত জন্মভূমির নও, পিতার নও, মাতার নও, স্বধর্ম্মীর নও, তবে তোমার হৃদয়ে ব্যথা কিসের?

শম্ভাজী। তুমি কে? তোমার অতি তীব্র বাক্য! এ বাক্যবাণ বজ্র-হৃদয়েও প্রবেশ করে।

লক্ষ্মী। তবে এসো, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করো।

শম্ভাজী। কোথায় যাবো, আমার স্থান কোথা?

লক্ষ্মী। তোমার জন্মভূমে, তোমার পিত্রালয়ে—যেখানে তোমার ধাত্রীমাতা, অন্নজল পরিত্যাগ ক'রে তোমার নিমিত্ত রোদন ক'চ্চে,—যেখানে তোমার নিমিত্ত প্রতিগৃহে হাহাকার—যেখানে বীর ধীর অটল ছত্রপতি মর্ম্মাহত—যেখানে তোমার আগমনে প্রজার জয়নাদে দশদিক পূর্ণ হবে।

শম্ভাজী। তুমি কে? পিতা কি আমায় মার্জ্জনা করবেন? পিতৃ-চরণে আমার কি স্থান আছে?

লক্ষ্মী। তোমার পুত্র নাই, পিতৃ-মমতা কিরূপ জান না; কিন্তু সত্যই যদি তোমায় মার্জ্জনা না করেন, যদি তোমার বধ-আজ্ঞা প্রদান করেন, যদি স্বহস্তে তোমার শিরশ্ছেদ করেন, তথাপি তোমার শ্রেয়ঃ কি? দিল্লী গমন, না জন্মভূমে—পিতৃপদ দর্শন?

শম্ভাজী। তুমি কি মুক্তির কোন উপায় করেছ?

লক্ষ্মী। হাঁ এসো, ঘোটক প্রস্তুত।

শম্ভাজী। কিন্তু আমি খাঁসাহেবের নিকট প্রতিশ্রুত, তিনি না আমায় পরিত্যাগ কর্‌লে আমি স্থানান্তরে যাবো না।

লক্ষ্মী। তিনি না পরিত্যাগ কর্‌লে তোমার মুক্তির উপায় কিরূপে হ'তো? রজনীতে এই বালকের নিকট কি নিমিত্ত প্রেরণ কর্‌তেন? শিবিরের বাইরে দেখো, ঘোটক প্রস্তুত, শিবির অরক্ষিত, বিলম্ব ক'রো না—প্রভাত নিকট।

শম্ভা। চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্রহরী। আঃ—আজ ঘুমিয়ে বেঁচেছি।

২য় প্রহরী। খামকা খাঁসাহেবের আজ এত দয়া হ'লো যে? পাহারায় একটু ঢুলুলে ত গর্দ্দানা যায়, আজ আপনি যে শুতে হুকুম দিয়ে গেল?

১ম প্রহরী। ও আমির মেজাজ, ও কি কিছু ঠিকানা আছে? চল্ চল্—ঐ খাঁসাহেব আস্‌ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দিলিরখাঁ ও দিল্লীর দূতের প্রবেশ)

দিল্লীর দূত। শম্ভাজীর নিদ্রাভঙ্গ হ'তে কিছু বিলম্ব হয় দেখ্‌ছি!

দিলির। না, অধিক বিলম্ব হবে না, আমি তাঁর শিবিরে দূত প্রেরণ ক'রেছি, একেবারে প্রস্তুত হ'য়েই আস্‌তে বলেছি।

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ, রাজকুমার কি আস্‌ছেন?

দূত। আজ্ঞে তাঁর তত্ত্ব পেলেম না।

দিলির। শিবিরে অপেক্ষা করগে; বোধ হয় গোসলখানায় গিয়েছেন।

[দূতের প্রস্থান।

দিল্লীর দূত। খাঁসাহেব, আপনার মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি, আপনার অতিথি গোসলখানায় গিয়ে থাকেন উত্তম আমি আপনার অবস্থাগত হ'লে চতুর্দ্দিকে দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ কর্‌তেম; কারণ যদি আপনার অতিথি আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে থাকেন, আপনার প্রতি সম্রাট দোষার্পণ কর্‌বেন। সম্রাটের ধারণা হবে, যে আপনার অজ্ঞাতসারে তিনি কদাচ পলায়নে সক্ষম হন নাই। সম্রাট সন্দিহানচিত্ত, আপনি শিবাজীর উৎকোচ গ্রহণ করেছেন, অনেকেই করেন, এরূপ অনুমান কর্‌তে পারেন; কারণ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে-পরাজিত অনেক সেনাপতির প্রতি তাঁর এরূপ ধারণা। আর যদি আপনার অজ্ঞাতসারেই পলায়ন করেছেন, এরূপ বাদ্‌সার ধারণা হয়, তা'হলে আপনার অসতর্কতার প্রতি বিশেষ দোষারোপ কর্‌বেন। কিম্বা সিদ্ধান্ত কর্‌তে পারেন, যে আপনি মুসলমান, বাদ্‌সা-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে অতিথি সম্বন্ধে আপনার বাক্য রক্ষা করেছেন। জানেন, বাদসা নিতান্ত মার্জ্জনাশীল নন; আর আপনি পূর্ব্বে হিন্দুর প্রতি পক্ষপাতী সাজাদা দারাসেকোর প্রধান সৈনিক ছিলেন, এ কথাও বাদসার স্মরণ হ'তে পারে, এবং সাজাদা দারা-সেকোর সেই হিন্দুর প্রতি পক্ষপাত আপনার হৃদয়েও সংক্রামিত, বাদসা কর্ত্তৃক এরূপ অনুমিত হওয়াও সম্ভবপর। দেখুন, এখনো তাঁর তত্ত্ব নাই—চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর্‌বার আজ্ঞা প্রদান করুন।

দিলির। আপনার আদেশমতই কার্য্য হবে; কিন্তু বিনা অপরাধে অপরাধী কর্‌লে আমার উপায়ান্তর নাই।

দিল্লীর দূত। সেই কথাই নিবেদন করেছি। দিল্লীতে যদ্যপি আমি একা ফিরি, সম্রাটের বিশেষ অসন্তোষের কারণ হবে।

[দিলিরখাঁর প্রস্থান।

দিল্লীর দূত। দিলির খাঁ, যদি উপস্থিত থেকে স্বরূপ অবস্থা অবগত হ'তে না পারি, তবে কিজন্য দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছি! তোমার দুরভিসন্ধির আভাস কল্য রাত্রেই পেয়েছি।

(নেপথ্যে কোলাহল)

এই যে, খুব কৃত্রিম সরগরম হ'চ্চে।

[দিল্লীর দূতের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—ঃ(০)ঃ—

রায়গড়—শিবাজীর কক্ষ।

পুতলাবাই।

পুতলা। এই ত রাজ্যে জয়ধ্বনি! মহারাজ শত্রু জয় ক'রে রাজ্যে প্রত্যাগমন ক'চ্চেন, কিন্তু আমার শম্ভা কোথায়? যখন মহারাজ আমায় বল্‌বেন, "কই আমার শম্ভা কই," আমি কি উত্তর দেবো? জগজ্জননী ভবানী আমায় কি আমার ইষ্টদেবের নিকট মিথ্যা-বাদিনী করবেন! না, কদাচ নয়—শম্ভা—শম্ভা—তুমি কোথায়!

(শম্ভাজীর সহিত লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মী। রাজরাণী—এই যে তোমার শম্ভা।

পুতলা। শম্ভা, মা ব'লে এসো। কেন বাবা, অপরাধীর ন্যায় দাঁড়িয়ে আছো? আমি তোমার মা, আমার কাছে ত তোমার অপরাধ নাই।

শম্ভাজী। মা, পিতা কি আমায় মার্জ্জনা করবেন?

পুতলা। তুমি কি জান না—ঘোর অনিষ্টকারী শত্রুরা মহারাজের মার্জ্জনা-গুণের অকপটে প্রশংসা করে!

শম্ভাজী। মা, মহারাজের নিকট সকলের মার্জ্জনা আছে, কিন্তু স্বদেশ-দ্রোহীর মার্জ্জনা নাই।

পুতলা। তুমি আর স্বদেশদ্রোহী নও, তোমার অনুতাপ তোমার মার্জ্জনা—পিতৃস্নেহ তোমার মার্জ্জনা; তথাপি যদি রাজ-রোষে পতিত হও, মাতৃস্নেহ-আবরণে তুমি নিরাপদ। মার কোলে কারও অধিকার নাই, স্বয়ং শমন দূরে অবস্থান করে। মার পুত্র মার কাছে এসেছ, মহারাজের বিজয়-অসিও মাতৃস্নেহে ভঙ্গ হবে।

শম্ভাজী। মা, মা, বুঝি মহারাজ আসছেন। তাঁর সম্মুখে যেতে আমার হৃৎকম্প হ'চ্চে! তুমি আমার জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করো, তারপর আমি তাঁর চরণে পতিত হবো।

[অন্তরালে গমন।

(শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী। পুতলা, রণজয় হয়েছে, কিন্তু শম্ভা কই?—বুঝি শম্ভাকে পাওনি? সে ভবানীর ইচ্ছা,—কি জানি, যদি সহসা পুত্রঘাতী হই!

লক্ষ্মী। মহারাজ, রাজ-সমীপে আমার এক ভিক্ষা আছে, জয়োল্লাসে নগর উৎসবে মগ্ন, আমার হৃদয় নিরানন্দ। নিরানন্দ-হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করুন।

শিবাজী। ভগ্নি, তোমায় ত আমার অদেয় কিছুই নাই, এত বিনয় কি নিমিত্ত?

লক্ষ্মী। মহারাজ, আমার নিবেদন, যে রাজদ্রোহী শম্ভার পরিবর্ত্তে মহারাজকে মুসলমান-বিদ্বেষী রাজকুমারকে প্রদান করবো, মহারাজ গ্রহণ করুন। ভগ্নী রাজরাণী সত্য-পাশে বদ্ধ, তাঁকে মুক্ত করুন।

শিবাজী। শম্ভা কোথায়?

শম্ভাজী। (প্রবেশ করিয়া) এই যে পিতা, আপনার পদতলে! মহারাজ, আমি জানি স্বদেশদ্রোহীর মার্জ্জনা নাই, কিন্তু পুত্রের পিতার নিকট যাচ্ঞার অধিকার আছে। আমি বধের যোগ্য, আমার প্রতি এই আজ্ঞা হোক, যে একাকী শত্রু-দুর্গ আক্রমণ ক'রে আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিই। আমি রাজদ্রোহী ছিলেম, এখন কায়মনোবাক্যে মুসলমান-বিদ্বেষী; মহারাজের বিদ্বেষও এত তীব্র কিনা জানি না। মহারাজ, বহুস্থানে বহু বিধর্ম্মী-দুর্গ আছে, আমার বিধর্ম্মী-বিদ্বেষ পরীক্ষা করুন, এই আমার রাজ-চরণে ভিক্ষা।

শিবাজী। শম্ভা, শম্ভা, কতদিনে তোমার পুত্র হবে—কতদিনে পিতৃস্নেহ তোমার উপলব্ধি হবে,—পিতার মনের ব্যথা কতদিনে বুঝবে? বংশধর, আমার প্রাণে কেন ব্যথা দিয়েছিলে? মুসলমান তোমার শত্রু, এ কথা আমার যে কিরূপ শান্তিপ্রদ, তা কি তুমি অনুভব করতে পারো? যাও বৎস, সজ্জিত হ'য়ে এসো; নগরে উৎসবের দিন, পিতা-পুত্রে নগর ভ্রমণ ক'রে প্রজার আনন্দবর্দ্ধন করবো। বিলম্ব ক'রো না, প্রজারা যত শীঘ্র হয়, মহানন্দ অনুভব করুক।

[শম্ভাজীর প্রস্থান।

শিবাজী। পুতলা, তুমি সতী; তুমি আমার শম্ভাকে এনে দেবে, সত্য করেছিলে, সে সত্য তোমার পূর্ণ।

পুতলা। সে আমার দিদির কৃপায়। দিদি শম্ভাকে মোগল-শিবির হ'তে উদ্ধার ক'রে এনেছে।

শিবাজী। ভগ্নি, আমি তানাজীর নিকট অধিক ঋণী, কি তোমার নিকট অধিক ঋণী!

লক্ষ্মী। তবে মহারাজ, আমায়ও ঋণে মুক্তি প্রদান করুন; আমি ঋণমুক্ত হ'য়ে রাজদম্পতির নিকট বিদায় হই।

শিবাজী। ভগ্নি, তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করবে? তা'হলে তানাজীর শোক আমার পুনরুদ্দীপিত হবে।

লক্ষ্মী। মহারাজ, এ দেহ-বহনে আর আমার অধিকার নাই, তাতে আমার স্বামী ক্রুদ্ধ হবেন, আর আমায় গ্রহণ করবেন না। আমি নর্ত্তকী-বেশে বিধর্ম্মীর সুরাপাত্র স্পর্শ করেছি, পরিচারিকারূপে বিধর্ম্মীর প্রেমালাপ শ্রবণ করেছি, বিধর্ম্মীর নিকট জানুপেতে ভিক্ষা ক'রেছি; তাতে আমি ক্ষুব্ধা নই—রাজকুমার উদ্ধার হ'য়েছেন। কিন্তু মহারাজ, আমার কার্য্য অবসান; কার্য্য অবসানে ত কর্ম্ম-ভূমে আর স্থান নাই! আমি আমার স্বামীর পবিত্র চরণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেম, যে, যে কার্য্য সাধনে মহারাজ স্বয়ং অশক্ত হবেন, মহারাজের সেই কার্য্যসাধন করবো। মহারাজের চরণ কৃপায় আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ। রাজকুমার ঘরে প্রত্যাগমন করেছেন নগরে উৎসব, আমারও উৎসবের দিন, আমি স্বামীদর্শনে যাত্রা করি।—রাজদম্পতি, নমস্কার।

শিবাজী। ভগ্নি,—

লক্ষ্মী । মহারাজ, স্বামী-উদ্দেশগামিনী রমণীকে নিষেধ কর্‌বার রাজারও ত অধিকার নাই ।—মহারাজ, বিদায় !

[লক্ষ্মীবাইয়ের প্রস্থান ।

শিবাজী । পুতলা, আজ বাল্যসখা তানাজী আমার সম্মুখে !

পুতলা । মহারাজ, বীরবর তানাজী আপনার চির সঙ্গী—চিরদিন আপনার কার্য্যের সহকারী ।

শিবাজী । পুতলা, আমার শরীর অবসন্ন, কি জানি এ ভাব কি নিমিত্ত ! কিন্তু এখনো কার্য্যের বিরাম নাই, এখনো প্রজার কার্য্য, কতদিনে ভবানী আমায় অবসর দেবেন ! পুতলা, প্রাণপ্রিয়ে, তুমি আমার হৃদয়-তাপহারিণী !

(শম্ভাজীর প্রবেশ)

পুতলা, তোমার নিকট হ'তে, শম্ভার হাত ধ'রে দিল্লী যাত্রা করেছিলেম, আমার জীবনে সেই এক দারুণ ভ্রম, বিলাসপূর্ণ দিল্লীতে মহারাষ্ট্র-শিশুকে কলুষিত করেছি, আজ আবার পুত্রের হাত ধ'রে তোমার নিকট হ'তে যাচ্চি । পারি যদি, রাজকার্য্যে-দীক্ষিত পুত্র তোমায় পুনরর্পণ কববো ।

পুতলার রাজার পদধূলি লইয়া প্রথমে স্বীয় মস্তকে পরে শম্ভার মস্তকে প্রদান করতঃ শম্ভাকে চুম্বন ও আশীর্ব্বাদ ; শম্ভাজীর প্রণাম করণ)

[শম্ভাজী ও শিবাজীর প্রস্থান ।

তলা । মা, মা—আজ আমার সুখের দিন ! তোমার কৃপায় আজ আমি চরম সুখের দিনের আভাস পাচ্চি । তুমি কৃপাময়ী, কন্যার সাধ কখনো অপূর্ণ রাখ্‌বে না ।

[প্রস্থান ।

নবম গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

বটবৃক্ষতল।

রামদাসস্বামী ও শিষ্যগণ।

রামদাস। বৎস, ইতিপূর্ব্বে রাজগৃহে গমন আমাদের একবার প্রয়োজন হয়েছিল, যেদিন পাটরাণী সইবাই শিবলোকে গমন করেন; আবার রাজগৃহে অদ্য আমাদের প্রয়োজন। কালের কুটীল গতি, ভগবান কালরূপী, তাঁর গতি রোধ হয় না। এসো, কালরূপী ভগবানের স্তোত্র পাঠ ক'রে রাজগৃহে গমন করি।

সকলের গীত।

ব্যাপিত ভুবন আদি অন্তহীন,
সৃজন-পালন তোমাতে বিলীন,
কে বুঝে তোমার স্থিতি কি গতি।
বিভু মহাকাল মায়ার ত্রিকাল
হৃদয়ে প্রকৃতি মহা ক্রিয়াবতী ॥
কারণ-সাগর খেলে তব কায়,
অনন্ত অশান্ত লহরমালায়,
বিশ্ব তায় ফোটে, কোটী রবি ছোটে,
কোটী শশী-তারা উথলে জ্যোতি ॥
গর্জ্জে অহঙ্কার গভীর হুঙ্কার,
শব্দ অনিবার রব নাহি আর,
হয় রয় যায়, চক্রাকারে ধায়,
ধ্যানাতীত তব গতি-রতি-মতি ॥
নমঃ নমঃ কাল কুটীল করাল,
ক্রিয়া-বিজড়িত বিরাট মূরতি ॥

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

—ঃ*ঃ—

রায়গড়—শিবাজীর প্রাসাদস্থ কক্ষ।

শিবাজী ও পুতলাবাই।

শিবাজী। পুতলা, তোমার স্মরণ আছে, একদিন তুমি আমার জন্য সুশীতল বারি আন্‌ছিলে, আমি কৌতুক ক'রে তোমায় ব'লেছিলেম, যে ওকি পুতলা, আমি বারি চেয়েছি, তুমি অনল কি নিমিত্ত আন্‌ছ? আমার কথার উপর তোমার বিশ্বাস এত প্রবল, যে তোমার সেই বিশ্বাসে সেই শীতল জল অনল হ'য়ে তোমার অঙ্গুলী দগ্ধ করেছিল। তদবধি তোমার সহিত আমি পরিহাস করি না। আমি জানি, আমি যে কথা বল্‌বো, তুমি তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যয় কর্‌বে।

পুতলা। প্রভুর শ্রীমুখে ত কখনো মিথ্যা উচ্চারিত হয় না।

শিবাজী। তোমার সাধ, শম্ভাকে সিংহাসনে দেখ্‌বে; আমার কথায় সে সাধ পূর্ণ করো। শম্ভা সিংহাসন পাবে।

পুতলা। মহারাজ, ঐ যে শম্ভা আমার মানস-ক্ষেত্রে উদয়, ঐ যে শম্ভা সিংহাসনে,—আমার সাধ পূর্ণ।

শিবাজী। আর কেন মহারাজ বলো, আর ত আমরা রাজা-রাণী নই। আমি সর্ব্বত্যাগী, তুমি আমার সঙ্গিনী। আমি পূর্ব্বে তোমার কথা প্রলাপ বিবেচনা করতেম, কিন্তু আজ আমার ধারণা অন্যমত। তুমি আমার সঙ্গিনী, জীবনে-মরণে সঙ্গিনী। আমার এই শোথরোগ আমার বন্ধু, কার্য্যে আমায় অবসর দিয়েছে। তুমি বুঝেছ কি, আমাদের কার্য্য অবসান? কিঞ্চিৎ যা বাকী আছে, এখনই শেষ হবে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। মহারাজ, অমাত্যেরা রাজ-আজ্ঞামত উপস্থিত।

শিবাজী। তাদের এই স্থানে আস্‌তে বলো। পুতলা, আর তোমার স্থানান্তরে যাবার প্রয়োজন নাই।

পুতলা। প্রভু, এখনি ত কার্য্য অবসান হবে, আমি প্রস্তুত হ'য়ে আসি।

[পুতলার প্রস্থান।

(মোরোপন্ত প্রভৃতি রাজসভাসদ্‌গণের প্রবেশ)

শিবাজী। অমাত্যগণ, আপনারা সকলে মিলিত হ'য়ে, বহু আয়াসে এই হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করেছেন। সম্পত্তি অর্জ্জন অপেক্ষা রক্ষা কঠিন। এক্ষণে রাজ্যরক্ষার ভার আপনাদের, যেরূপ আয়াস সহকারে রাজ্য অর্জ্জন করেছেন, সেইরূপ অনলস হ'য়ে রাজ্য রক্ষা করুন। দেখ্‌বেন, নবার্জ্জিত রাজ্য যেন ভ্রাতৃ-বিবাদে বিচ্ছিন্ন না হয়,—গৃহ-বিবাদে বিধর্ম্মী শত্রু না প্রবল হয়। যেরূপ ধূপগন্ধ দেব-মন্দির হ'তে প্রভাত ও সন্ধ্যা-সমীরণ বহন ক'রে দশদিক আমোদিত ক'চ্চে—যেরূপ বেদধ্বনি পুনর্ব্বার প্রতিধ্বনিত—যেরূপ গোব্রাহ্ম রক্ষিত—যেরূপ বর্ণাশ্রম স্থাপিত, মহারাষ্ট্রে তার কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে মহাকীর্ত্তি স্থাপন করুন। রাজ্য দুই অংশে দুই পুত্রকে প্রদান করা আমার অভিপ্রায়, কিন্তু আমা অভিপ্রায়মত কার্য্য হোক বা না হোক, তার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি পাত করা আপনাদের আবশ্যক নাই। রাজ্যরক্ষা আপনাদে কার্য্য। গৃহ-বিবাদ প্রধান বিঘ্ন, সে বিঘ্ন কোনরূপে না উ হয়। রাজারাম দশমবর্ষীয় বালক, শম্ভা চঞ্চলচিত্ত, আমার উপদেশ উপেক্ষা করেছে, আমার শেষ উপদেশ যে গ্রহণ ক

এরূপ বিশ্বাস আমার নয়।' যদ্যপি শম্ভা অমিত-পরাক্রম, অভীত-হৃদয় না হ'তো, তার দুশ্চরিত্র দর্শনে আমার মনে হ'তো, সে আমার পুত্র নয়, কোন নীচ বংশোদ্ভব শিশু ল'য়ে রাণী পালন করেছেন—এই আমার ধারণা হতো। কিন্তু দোষ শম্ভার নয়—আমার। বোধ হয়, যদি বাল্যকালে আমার ন্যায় তার গর্ভধারিণীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হ'তো, তাহ'লে তার বিক্রমের সহিত হৃদয়ের কোমলতা জনহিতকারী অমৃত নিঃসরণ কর্‌তো। শম্ভা নিষ্ঠুর, বিলাসী—আত্মপর-বিবেচনাশূন্য,—আমার শেষ কথা, আপনারা রাজ্যরক্ষা করুন—যেরূপে হয় রাজ্যরক্ষা করুন। আপনারা বাক্য দান করুন, আমি নিশ্চিন্ত হই।

মোরোপন্ত। মহারাজের শয্যা স্পর্শ ক'রে আমরা শপথ ক'চ্চি, আজ্ঞা-পালনে জীবন উৎসর্গ কর্‌বো।

(সকলের শয্যায় মস্তক অবনত করণ)

কিন্তু মহারাজের শ্রীমুখে এরূপ নিরাশব্যঞ্জক কথা কেন? এ যে শেলাঘাত অপেক্ষা গুরুতর আঘাত। মহারাজ পাঁচ দিন মাত্র পীড়িত, ইন্দ্রিয় সকল পূর্ব্বের ন্যায় সবল, তবে কেন এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ক'চ্চেন?

শিবাজী। পেশোয়াজি, চরমকালের ছায়া মানব-দৃষ্টিতে পতিত হয়, সে ছায়া আমার চক্ষে নিপতিত। শোক পরিহার করুন, আপনারা প্রত্যক্ষ দেখেছেন,—মাতৃশোক, জায়াশোক, বন্ধুশোক, স্বদেশবৎসল বীরগণের শোক, কার্য্যের অনুরোধে পাষাণ-হৃদয়ে সহ্য করেছি। আপনারাও মহাকার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে আমায় বিস্মৃত হোন।

মোরো। মহারাজ কিরূপ আদেশ ক'চ্চেন—কাকে বিস্মৃত হবো? জগতে কে আপনাকে বিস্মৃত হবে? মহারাষ্ট্রের জীবন, হিন্দুর প্রাণ,

গোব্রাহ্মণরক্ষক, দেবদেবীরক্ষক, দেবদেব সদাশিবের সাক্ষাৎ-অবতার ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীকে বিস্মৃত হ'তে বলেন! এ কঠিন আজ্ঞা--এ আজ্ঞা মহারাষ্ট্রে কখনই পালিত হবে না। যতদিন একজন হিন্দুও ভারতে স্থান পাবে, ততদিন তার হৃদয়ে মহারাজের স্থান। মহারাজ, ছত্রপতি, কীর্ত্তিমান মহাপুরুষ, শক্তিদান করুন, আপনার রাজ্যভার বহনের শক্তি আমাদের নাই, আপনার শক্তি-দানে কার্য্যসাধন সম্ভব, আপনার নাম উচ্চারণে ভীরুও বীর হয়, অকর্ম্মণ্যও রাজকার্য্য-নিপুণ হয়।

শিবাজী। আমার স্থির বিশ্বাস, আপনাদের দ্বারা রাজ্য রক্ষিত হবে, আপনারা নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবেন, নচেৎ আমি শান্তিহীন হ'তেম।

মোরো। সে মহারাজের নামের প্রভাব, মহারাজের অমোঘ শক্তির প্রভাব।

(সজ্জিতা পুতলাবাইয়ের প্রবেশ)

শিবাজী। এসো—এসো—চিরসঙ্গিনী এসো, স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ হ'চ্চে, এ বেশে তোমায় অনেকবার দেখেছি। ঐ শোনো – ঐ শোনো—আমাদের আহ্বান ক'চ্চে; কৈলাস শূন্য ক'রে মায়ের সঙ্গিনীরা এসেছে, কেবলমাত্র গুরুদেবের চরণে বিদায় গ্রহণের অপেক্ষা। এই যে গুরুদেব—

(রামদাস স্বামীর প্রবেশ)

গুরুদেব, বিদায় দিন।

পুতলা। দাসীও বিদায়প্রার্থী।

রাম। বৎস, দেবকার্য্যে তুমি আবির্ভূত, দেবকার্য্য সুসম্পন্ন ক'রেছ, ঊনবিংশ বর্ষব্যাপী ঘোর যুদ্ধে মুসলমান বল চূর্ণ ক'রে বিরাট হিন্দু-

রাজ্য সংস্থাপন ক'রেছ। তোমার নাম বিধর্ম্মীর ভয়োৎপাদনকারী, স্বধর্ম্মীর আনন্দবর্দ্ধক, প্রতি হিন্দু-জিহ্বায় ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত। যথায় স্বাধীনতার অভ্যুদয়, তথায় তোমার দেব-আত্মার উৎসব হবে, তথায় তুমি অলক্ষিতে শক্তিসঞ্চার কর্‌বে. আমিও তোমার সম্মানে ভারতে সম্মানিত হবো। তোমার গুরু ব'লে ভারতে চিরদিন পরিচিত থাক্‌বো। তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বার অধিকার দিয়েছ, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কার্য্য সুসম্পন্ন। (পুতলার প্রতি) মা, তুমি এই মহাকার্য্যে মহাশক্তি। দেবদম্পতি, দেবলোকে গমন করো।

শিবাজী। পুতলা, এসো—

পুতলা। প্রভু, আপনাকে প্রদক্ষিণ ক'রে আপনার সহগমন করি ; এবারও আপনাকে প্রদক্ষিণ ক'রে সঙ্গে যাবো। (সকলের প্রতি) বৎস, আমার গর্ভের সন্তান নাই, তোমরা আমার পুত্র, তোমরা বিদায় দাও, প্রভুর সঙ্গে যাই।

সকলে। মা—মা—

পুতলা। প্রভু, চলো। (পার্শ্বে শয়ন)

সকলে। কি হলো, মহারাষ্ট্র শূন্য হলো!

রামদাস। শোক সংবরণ করো। সম্মুখে বহুকার্য্য, অনলসভাবে নিজ নিজ কার্য্যে লিপ্ত হও। চিন্তা নাই—যদিচ ছত্রপতি দেহ পরিত্যাগ ক'রেছেন, তাঁর আত্মা আমাদের সঙ্গে আছেন। তাঁর আত্মা আমাদের সহায়। যে যথায় স্বাধীনতা সংস্থাপনে উদ্যমশীল হবে, যথায় বিজাতীয় শৃঙ্খল ভার বোধ হবে, যথায় মনুষ্যত্বের অভ্যুদয়, এই মহান্ আত্মা তথায় সর্ব্বদা অবস্থান কর্‌বেন। আমাদের ছত্রপতি বর্ত্তমান, যথায় মাতৃভূমিবৎসল সম্মিলিত, যথায় স্বাধীন-

চেতা অস্ত্রধারী, যথায় পরপীড়ক-শাসন-অসহিষ্ণু বীরহৃদয় অত্যাচার-দমনহেতু প্রাণদানে কৃতসংকল্প, যথায় নবজীবন সঞ্চারিত, যথায জাতীয়তার উদ্বোধন—সেইস্থানে এই মহান্ আত্মা চিবদিন বিরাজ করবেন! শিবাজীর নাম-কীর্ত্তনে দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন হবে। যতদিন পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস শিবাজীব অক্ষয-স্মৃতি বিলুপ্ত হবে না!

যবনিকা।

ছত্রপতি।

১৩১৪ সাল, ৩২শে শ্রাবণ, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রথম অভিনীত হয়।

স্বত্বাধিকারী ... ... শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।

অধ্যক্ষ ... ... ,, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শিক্ষক, { ,, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (৩য় অঙ্ক পর্য্যন্ত)
,, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সঙ্গীত-শিক্ষক { ,, দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।
,, তারাপদ রায়।

নৃত্য-শিক্ষক ... ... ,, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

রঙ্গভূমি-সজ্জাকর ... ... ,, কালীচরণ দাস।

প্রথম অভিনয় রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ;—

শিবাজী ... ... শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দাদোজী কোণ্ডদেব ও সায়েস্তাখাঁ। ,, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।

রামদাস স্বামী ... ... ,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শম্ভাজী { শ্রীমতী শশীবালা (শিশু)।
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ (যুবা)।

তানাজী ... ... ,, প্রিয়নাথ ঘোষ।

গঙ্গাজী ... ... ,, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

ফিরঙ্গোজী, খোবানখাঁ ও পোলাদখাঁ। ,, সত্যেন্দ্রনাথ দে।

আফজল খাঁ	N. Banerjee Esqr. (Amateur)
মোরোপন্ত	শ্রীযুক্ত রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায় । ঐ
সূর্য্যাজী ... ... ,,	সিতাংশুজ্যোতি মজুমদার (বকু)
শম্ভাজী মোহিতে, পূজারী ও জমাদার	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী.
মল্লিকজী ও মুলানা আহম্মদ ,,	হরিদাস দত্ত ।
কৃষ্ণাজীপন্ত ... ... ,,	অনুকুলচন্দ্র বটব্যাল ।
আওরঙ্গজেব ... ... ,,	তারকনাথ পালিত ।
জাফর খাঁ ... ... ,,	সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
দিলির খাঁ ... ... "	অহীন্দ্রনাথ দে ।
রামসিংহ ও উদয়ভানু ... ,,	হীরালাল চট্টোপাধ্যায় ।
আবুল ফতেখাঁ ... ... ,,	নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।
জিজাবাই ... ... ,,	শ্রীমতী প্রকাশমণি ।
সইবাই	,, কুসুমকুমারী ।
পুতলাবাই	,, সুশীলাসুন্দরী ।
লক্ষ্মীবাই	,, সুধীরাবালা ।
বিজাপুর-বেগম	,, পান্নাসুন্দরী ।
মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূ ..	,, বাঁকারাণী ।

ছত্রপতি।

১৩১৪ সাল, ২৮শে ভাদ্র, শনিবার, কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত হয়।

স্বত্বাধিকারী	... ...	শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়।
অধ্যক্ষ	... ...	„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
শিক্ষক	... ...	ঐ
সঙ্গীত-শিক্ষক	... ...	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
নৃত্য-শিক্ষক	... ...	„ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	... ...	„ ধর্ম্মদাস সুর।

——:•:——

প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ;—

শিবাজী	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানি বাবু)।
দাদোজী কোণ্ডদেব, আফজল খাঁ		„ কিশোরীমোহন কর।
রামদাস স্বামী	...	„ মুনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টু বাবু)।
শম্ভাজী		শ্রীমতী ফিরোজাসুন্দরী (শিশু)।
		শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় (যুবা)।
তানাজী	...	„ কার্ত্তিকচন্দ্র দে।
গঙ্গাজী	...	„ মন্মথনাথ পাল (হাঁদু বাবু)।
ফিরঙ্গোজী, সায়েস্তা খাঁ, পোলাদ খাঁ		„ অটলবিহারী দাস।
দিলির খাঁ, মোরোপন্ত	...	„ ক্ষেত্রমোহন মিত্র।

শম্ভাজীমোহিতে, জমাদার…		শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু
মল্লিকজী	…	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস।
আওরঙ্গজেব	…	„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
জাফর খাঁ	…	„ নীলমণি ঘোষ।
রামসিংহ	…	„ মৃত্যুঞ্জয় পাল।
আবুলফতে খাঁ	…	„ ধীরেন্দ্রনাথ বসু।
আবাজী ও হীরোজী	.	„ জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়।
সূর্য্যাজী	…	„ তুলসীদাস পাঠক।
মুল্লানা আহম্মদ	…	„ কানাইলাল দাস।
উদয়ভানু	…	„ নরেন্দ্র নাথ সিংহ।
মুসলমান সৈনিক	…	„ ননিগোপাল মল্লিক।
জিজাবাই	…	শ্রীমতী তিনকড়ি দাসী।
সইবাই	…	„ কিরণশশী।
পুতলাবাই	…	„ কিরণবালা।
লক্ষ্মীবাই	…	„ তারাসুন্দরী।
মুল্লানা আহম্মদের পুত্রবধূ…		„ পুঁটুমণি।